অর্থাৎ

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের

ইং ১৮১৬ লাং ১৮২১ সালের তাবৎ আইন।

---

তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে

সংশোধিত হইয়া

দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।



---

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮৩৩ সাল। বাং ১২৩৯ সাল।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের যেং তারিখে যেং
বিষয়ের যেং আইন জারী হয় তাহার
মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার
ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজামা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

২০ বিংশ আইন। ২৫ অক্তোবর।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৩ আইনের লিখিত কএক হুকুম শুধরিবার।

২২ দ্বাবিংশ আইন। ২৭ দিসেম্বর।

পোলীসের চৌকীদার লোক নিযুক্ত ও তাহারদিগের মাহিয়ানার ধার্য্য করিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা পরিবর্ত্ত করা ও শুধরা গিয়া ও কথান্তর সংযোগ পূর্ব্বক নূতন নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক আইনেতে সংগ্রহ হইবার।

সমাপ্ত।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

*Translator of Regulations.*

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

৩ তৃতীয় আইন। ১২ জানুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১২ আইন রদ ও রহিত হইবার।

৪ চতুর্থ আইন। ৯ ফেব্রুআরি।

যে সকল কয়েদী লোকেরা দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ হইয়া থাকে তাহারদিগকে কোনং প্রকারেতে আপনং দরখাস্ত তাহা ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজে লেখা গেলেও গুজরাইতে অনুমতি হইবার এবং দেওয়ানী জেলখানার কয়েদীলোকদিগের হিতের অর্থে অন্যং উপায় করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ২৯ মার্চ।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর্ লীগল আফার্স অর্থাৎ শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিষয়ের ও আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সরবরাহকার এতাবতা অধ্যক্ষ ও ঐং বিষয়েতে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের পরামর্শী সাহেবের ভার নিরূপণ করিবার।

৯ নবম আইন। ২৬ আপ্রিল।

সুন্দরবন নামে বিখ্যাতা যে ভূমি জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা নদীয়া ও জিলা যশোহর ও জিলা বাকরগঞ্জের মোতালক তাহাতে মালের কমিস্যনরী সিরিশ্তা মোকরর্ করিবার।

১০ দশম আইন। ২৬ আপ্রিল।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের কোন বন্দরহইতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হুকুমের তাবে লোকদিগের জাহাজেতে বোঝাই হওনব্যতিরেক সমুদ্রপথে শোরা রফ্তানী হইতে এবং মফঃসলহইতে ইঙ্গরেজভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের হুকুমের তাবে যেং মোকাম কলিকার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আছে তাহার কোন মোকামে শোরা রফ্তানী হইতে নিষেধহওনের।

১২ দ্বাদশ আইন। ১ মাই।

তেজারতীর জিনিসের উপরেতে সরকারী মাসুল তহসীলের নিমিত্তে মোকাম কক্স বাজারেতে পঞ্চোত্তরার কাছারী মোকরর্ করিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১৭ মাই।

আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় করিবার বিষয়ে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে সেই সমস্ত আইন শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ১৭ মাই।

ফৌজদারী খেলখানার মোতালক বিষয় ও ব্যাপারের সুন্দর বন্দোবস্ত ও তাহার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইবার ও ঐ সকল জেলখানার কয়েদীদিগের মধ্যে এবং রাস্তাবন্দীইত্যাদি এইং প্রকার কর্ম্মে নিযুক্তথাকা কয়েদীদিগের মধ্যে যে কাজিয়া ফসাদ হইতেছে তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে দিবার এবং শহর কলিকাতার লাগাও আলীপুর মোকামে নির্ম্মাণহওয়া জেলখানা সদর নিজামতের সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবার এবং যে সকল অপরাধিকে এ দেশহইতে সমুদ্র পারে পাঠাইবার হুকুম হইয়াছে কি হয় তাহারদিগকে মুরশদ্বীপে কি তাহার মোতালক অন্যং দ্বীপে পাঠান যাইবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ১০ জুন।

কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় লড়াইয়ের পল্টনসকলের এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী লোক যে সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী থাকে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অতিশীঘ্র হইবার এবং ঐ সকল হুদ্দাদার ও সিপাহী লোকের হক্ অর্থাৎ স্বত্ব ও দাওয়া এবং মোকদ্দমার প্রমাণ হওনের সুগম হইতে পারিবার হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ২৬ জুলাই।

পোলীসের ও ফৌজদারী জেলখানার মোতালক বিষয় ও ব্যাপারের বন্দোবস্তকরণের নিমিত্তে কোন বিষয়ের তদারককরণের আবশ্যক হইলে তাহার তদবীর যে মতে করা যাইবেক তাহার নিমিত্তে এবং চৌকীদার লোককে বহাল রাখিবার ও তাহারদিগকে ওয়াজিবী মাহিয়ানা দিবার অর্থে এবং পোলীসের দারোগা ও আমলালোককে তগীর বহালকরণের বিষয়ে যেং দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা শুধরিবার জন্যে এবং যে সকল হুকুমের অনুসারে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ভার নিরূপণ হইয়াছে সে সকল হুকুম শুধরিবার কারণ এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এবং সদর নিজামতের সাহেবদিগের যে সকল মুতফরকা কর্ম্মের নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার অল্পতাহওনের।

১৯ ঊনবিংশ আইন। ২৩ আগস্ত।

গুজারা ঘাট অর্থাৎ খেয়াঘাটসকলের বন্দোবস্ত ভালমতে করিবার ও নদ ও নদী ও ঝীলেতে লোকেরা ও দ্রব্যজাত পারহওনের বাবৎ মাসুল এতাবতা খেয়ার কড়ি লইবার।

২০ বিংশ আইন।

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১২ আইন রদ ও রহিত হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ১২ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২২ সালের ২৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ২৭ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭২ সালের ১২ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ১১ শহর সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের সরকারে ও দেনমার্কের বাদশাহের সরকারেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের জানুআরি মাসের ১৪ তারিখে সলা হইয়া যে সোলেনামা লেখাপড়া হইয়াছে তাহার লিখিত নিয়ম প্রতিপালনকরণের কারণ মোকাম শ্রীরামপুর দেনমার্কের বাদশাহের সরকারেতে ফিরিয়া দেওয়া গিয়াছে অতএব ইহা উচিত বোধ হইতেছে যে ঐ মোকাম শ্রীরামপুর ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের শামিলথাকনের সময়ে সেখানকার কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমার আদালত ও ইনসাফ অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মাদি সুন্দররূপে নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা সমস্ত রদ ও রহিত হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

ই° ১৮০৮ সালের ১২ আইন ও চলিত আইনের অন্য হুকুম রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১২ আইন ও এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত আর যেং হুকুম মোকাম শ্রীরামপুরের কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমার আদালত ও ইনসাফ অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মনির্ব্বাহহওনের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

HOLT MACKENZIE,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

যে সকল কয়েদী লোকেরা দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ হইয়া থাকে তাহারদিগকে কোনং প্রকারেতে আপনং দরখাস্ত তাহা ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজে লেখা গেলেও গুজরাইতে অনুমতি হইবার এবং দেওয়ানী জেলখানার কয়েদীলোকদিগের হিতের অর্থে অন্যং উপায় করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ৯ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২২ সালের ২৮ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ২৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ২৯ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭২ সালের ১১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ৯ শহর রবীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেং আদালতের সাহেবেরা অপরাধিলোকদিগের মোকদ্দমার বিচারকরণের ভার রাখেন্ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে ২৮ আইনের ১৯ ধারানুসারে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে সকল কয়েদীরা ফৌজদারী জেলখানাতে কয়েদ থাকে তাহারদিগের দরখাস্ত ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজে লেখা থাকিলেও তাহা শুনেন্ ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ২০ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ২০ ধারাতে ফৌজদারীর সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে প্রতিমাসে এক বারও আপনং এলাকার জেলখানা দেখিতে যান্ ও সেখানকার কয়েদী লোক তাহারদিগের প্রতি কাহারু কুব্যবহারকরণের যে কিছু নালিশ করে যদি তাহা যথার্থ হয় তবে তাহার তদারক ও প্রতিকার করেন্ ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে কয়েদী লোক সুস্থ ও পরিষ্কার থাকনের বিষয়ে যথোচিত খবরগিরী করেন্ এবং তথাকার নিযুক্ত ডাক্তরসাহেব অসুস্থ কয়েদীদিগের বিষয়ে যাহা কহেন ও তাহারদিগের ঔষধ যাহা করেন্ তাহাতে আপনারা মনোযোগী থাকেন্ ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ফেব্রুআরি মাসের ৮ তারিখে জেলখানার কর্ম্মাদির বন্দোবস্তের বিষয়ে যেং খাস অর্থাৎ বিশেষ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছাপা হইয়াছে তাহাতে ফৌজদারীর সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে প্রতিসপ্তাহে অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে একবারও ডাক্তরসাহেবের সহযোগে জেলখানা দেখিবার নিমিত্তে যান্ ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৬২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩২ ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে দওরাকরণের নিরূপিত সময়েতে জিলা

ও শহরের জেলখানা সকল দেখিতে যান্ ও কয়েদী লোকের আরাম ও আসানের আধিক্যহওনের কারণ যে কিছু উপযুক্ত উপায় ঠাহরেন্ তদনুরূপ একং স্থানের ফৌজদারীর সাহেবদিগ্কে হুকুম করেন ও যদি উপরের লিখিত ঐ সকল হুকুম দেওয়ানী জেলখানা ও তথাকার কয়েদীদিগের প্রতি চলিতে পারে কিন্তু এপর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়া এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি যে ফৌজদারী জেলখানার ও তথাকার কয়েদীদিগের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দেওয়ানী জেলখানার ও সেখানে যে সকল কয়েদী লোক আদালতের ডিক্রীর হুকুম কি অন্যং হুকুম মতে কয়েদ থাকে তাহারদিগের প্রতি চলিবেক এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ডিক্রীমতে কি দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের অন্য হুকুম মতে যাহারা কয়েদ থাকে তাহারদিগের দরখাস্ত কোন্ং প্রকারেতে ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজে লেখা গেলেও তাহা শুনিতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগ্কে অনুমতি থাকিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যেং আদালতের সাহেবদিগ্কে অপরাধি লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার করিতে হয় ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১৯ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে ঐ সাহেবদিগেরে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যে সকল কয়েদীরা ফৌজদারী জেলখানাতে কয়েদ হইয়া জের তজবীজে থাকে কি তজবীজ হওনের পরে ফৌজদারী আদালতের হুকুমমতে কয়েদ থাকে তাহারদিগের দরখাস্ত ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজে লেখা গেলেও তাহা শুনেন তাহার অতিরিক্ত এই ধারানুসারে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগ্কে অনুমতি হইল যে যদি দরখাস্তদেওনিয়ার হলফ অর্থাৎ দিব্যদ্বারা কি অন্য প্রকারে তাঁহার এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে যেং কয়েদীরা ডিক্রীর হুকুমমতে কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমমতে কয়েদ আছে তাহারদিগের যে ইষ্টাম্পকাগজেতে দরখাস্ত লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহার মূল্য দিবার সঙ্গতি নাহি তবে এমতে তাহারদিগের দরখাস্ত ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজে লেখা গেলেও তাহা শুনেন্ ও যদি কয়েদীর দরখাস্তে তাহার প্রতি জেলখানার আমলার কি অন্য কোন ব্যক্তির কুব্যবহারকরণের নালিশের কথা লেখা থাকে তবে বিনা হলফ ও অন্য প্রমাণে তাহা শুনেন্ ইতি।

৩ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগ্কে দেওয়ানী জেলখানাতে প্রতিহপ্তায় একবার যাইতে ও কয়েদীদিগের প্রতি হওয়া কুব্যবহারের নালিশের তদারক করিতে ও তাহারা সুস্থ ও পরি

জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিহপ্তায় অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেওয়ানী জেলখানা দেখিবার নিমিত্তে যান্ ও তথাকার কয়েদী লোক তাহারদিগের প্রতি ঐ জেলখানার দারোগা কিম্বা অন্য আমলার কুব্যবহার করণের যে কিছু নালিশ করে যদি তাহা যথার্থ হয় তবে তাহার তদারক ও প্রতিকার করেন্ ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে ফৌজদারী কয়েদী লোক সুস্থ ও পরিস্কার থাকিবার বিষয়ে এবং তথাকার নিযুক্ত ডাক্তর সাহেব অর্থাৎ চিকিৎসক



ফৌজদারীর

ফৌজদারীর অসুস্থ কয়েদী লোকদিগের তত্ত্বাবার্ত্তা ও ঔষধ করিবার বিষয়ে যেমত মনোযোগী থাকেন্ সেই মত দেওয়ানী জেলখানা ও তথাকার কয়েদী লোকদিগের বিষয়েতেও মনোযোগী থাকেন্ ইতি।

স্কার থাকিবার বিষয়ে ও ডাক্তর সাহেব দেওয়ানীর অসুস্থ কয়েদীদিগের তত্ত্বাবার্ত্তাকরণের বিষয়ে ফৌজদারীর কয়েদীদিগের বিষয়ের মত মনোযোগী থাকিতে হুকুমের কথা।

৪ ধারা।

দায়েরসায়েরের সাহেবেরা দওরার সময় জিলা ও শহরের দেওয়ানী জেলখানা দেখিতে যাইবার ও কয়েদীরা অধিক আরাম ও আসানে থাকিবার বিষয়ে যে উপায় উযুপক্ত বুঝেন্ তদর্থে ফৌজদারীর সাহেবদিগকে হুকুম করিবার ও তাহারা কুব্যবহার ও অসঙ্গত কয়েদের বিষয়ে যে নালিশ করে তাহার তদারক করিবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের যে সাহেবেরদিগ্‌কে জিলা ও শহরের জেলখানা দেখিতে যাইবার ও কয়েদী লোক অধিক আরাম ও আসানে থাকিবার নিমিত্তে যে উপায় আপনারদিগের বিবেচনাতে ঠাহরেন্ তাহা করণের হুকুম এবং স্থানের ফৌজদারীর সাহেবকে দিবার হুকুম আছে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের দেওয়ানী ভারানুসারে এবং স্থানের দেওয়ানী জেলখানা দেখিতে যান্ ও ঐ২ জেলখানার কয়েদী লোকদিগের আরাম ও আসানের আধিক্যহওনের নিমিত্তে যে উপযুক্ত উপায় ঠাহরেন্ তদনুরূপ এবং জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবকে হুকুম দেন্ ও কয়েদীদিগের প্রতি হওয়া কুব্যবহার কিম্বা অসঙ্গত কয়েদ থাকনের কথাসম্বলিত নালিশের শ্রবণ ও বিবেচনা ও তদারক ও প্রতিকার করিতে থাকেন্ ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

HOLT MACKENZIE,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ৮ অষ্টম আইন।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্বানসর্ লীগল আফার্স অর্থাৎ শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিষয়ের ও আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সরবরাহকার এতাবতা অধ্যক্ষ ও ঐ২ বিষয়েতে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের পরামর্শী সাহেবের ভার নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২২ সালের ১৮ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১৯ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৯ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এক্ষণকার চলিত আইনের লিখনমতে সরকারের তরফহইতে দেওয়ানী মোকদ্দমার সরকার তাহাতে ফরিয়াদী অথবা আসামী হন্ আদালতেতে কি প্রথমতঃ কি আপীলমতে দরপেশ করা যাওনের বিবেচনাকরণের ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকে ও ঐ শ্রীযুতের অর্পিত ক্ষমতাক্রমে পৃথক্২ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি আছে ও ঐ বিবেচনা যাহাতে সরকারের ফলোদয় ও হিত এবং মহিমার রক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহা অনায়াসে ও সহজে হইতে পারিবার নিমিত্তে ইহা উচিত বোধ হইল যে রিবেম্বান্সর লীগল আফার্স অর্থাৎ শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিষয়ের ও আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সরবরাহকার এতাবতা অধ্যক্ষ ও ঐ সকল বিষয়েতে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদিগের পরামর্শী সাহেব খ্যাতিতে খ্যাত এক জন কার্য্যকারক সাহেব নিযুক্ত হন্ যে ঐ সরবরাহকার সাহেব কি ভারি২ মোকদ্দমা আদালতে দরপেশ হইলে তাহার সওয়াল ও জওয়াবের নির্ব্বাহেতে কি সরকারের হক্ পাওনের কিম্বা রক্ষণের নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আদালতে দরপেশ করা উচিত বটে কি না ইহা বিবেচনাকরণের সময়ে পরীক্ষার দ্বারা বিহিত বোধ হয় যে সরকারের ও ঐ সকল বোর্ডের সাহেবদিগের সহকারী হন্ ও তাহার অতিরিক্ত ইহা বোধ হইল যে ঐ সিরিশ্তা মোকররহওনেতে ও তাহাতে যে এক জন সাহেবহইতে ফৌজদারী আদালতসম্পর্কীয় বিষয়সকলেরো নির্ব্বাহ ঐ সকল বিষয় ভারী ও তাহার অতি আবশ্যকতার দৃষ্টে সরকারহইতে হুকুম পাইলে এবং চলিত আইনের লিখিত হুকুমের অন্যমত না হইলে শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় অন্য২ বিষয় কি আদালতসম্পর্কীয় বিষয়ের নির্ব্বাহ হইবেক নিযুক্ত থাকিলে কএক প্রকারেতে লোকদিগের ও দেশের হিত হইতে পারে

 একারণ

একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর লীগল্ আফার্সের ভারে এক সাহেব নিযুক্ত হইবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্য হইতে এক জন সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর লীগল্ আফার্স অর্থাৎ শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিষয়সকল ও আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সরবরাহকার ও ঐ সকল বিষয়ে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের পরামর্শদায়কতা ভারে নিযুক্ত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতহওয়া সরকারী মোকদ্দমার নির্ব্বাহ ও তাহার সওয়ালজওয়াবের বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সহায়তা করিবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এ বিষয়ের কর্তৃত্ব আছে যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মাদির নির্ব্বাহহওনের ও ঐ সাহেবের দ্বারা সরকারের হক্ অর্থাৎ স্বত্বের রক্ষণাবেক্ষণহওনের নিমিত্তে যেমত উপযুক্ত বুঝেন্ সেইমত হুকুম দেন্ যে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতহওয়া যে২ মোকদ্দমা সরকারের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার নির্ব্বাহেতে ও তাহার সওয়াল ও জওয়াবেতে যে প্রকারে বিহিত বোধ হয় সেই প্রকারে ব্যাপার কার্য্য করিতে থাকেন্ ইতি।

৪ ধারা।

যে সময়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব আপন বিবেচনার কথা সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার কথা।

অধিকন্তু সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিশেষরূপে ইহা উচিত হইবেক যে যে সময়ে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরহইতে কি সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের কোন সাহেবের নিকটহইতে এই আইনের অনুসারে এ বিষয়ে তাঁহারদিগকে দেওয়া ক্ষমতামতে কোন মোকদ্দমা ঐ সাহেবের নিকট তাঁহার মত ও পরামর্শ লইবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সে সময়ে ঐ মোকদ্দমাতে আপনার করা বিবেচনার বৃত্তান্ত কোন্ পক্ষের হক্ বটে এ কথা সম্বলিত এবং মোকদ্দমার নির্ভর কোন্ বিষয়ের উপর কি তাহার মূল বৃত্তান্তের প্রতি কি সাবুদের প্রকরণের প্রতি কি আইনের নিয়ম ও হুকুমের প্রতি কি শরা কি শাস্ত্রের দলীল কি প্রমাণের প্রতি তাহার বেওরা সহিত লিখিয়া পাঠান্ কিন্তু যদি শরা কি শাস্ত্রের দলীল কি প্রমাণের প্রয়োজন হয় তবে তাঁহার উচিত যে সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামতের মুফ্তী কি পণ্ডিতদিগের স্থানে আপন কৈফিয়ৎ পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার অনুসন্ধান ও তদন্ত করেন্ ইতি।



৫ ধারা।

## ৫ ধারা।

যে সময়ে পৃথক২ বোর্ডের সাহেবেরা ও সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে সহায়তা চাহিবেন তাহার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনরসাহেবের ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে কার্য্যকরণের সময়ে ও সামান্যতঃ মোকদ্দমা আদালতে দরপেশ করা উচিত কি না এ বিষয়ের বিবেচনাকরণের সময়ে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তাঁহার বিবেচনার কথা সম্বলিত কৈফিয়ৎ তলব করেন্ এবং ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে শরা ও শাস্ত্র সম্পর্কীয় বিষয় কি আদালতসম্পর্কীয় মোকদ্দমাতে সহায়তালওনের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে সকল হুকুম হয় তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া অন্য যে প্রকারে উত্তম ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই প্রকারে ঐ সকল বিষয়ের নির্ব্বাহকরণেতে ঐ সাহেবের স্থানে সহায়তা চাহেন্ ইতি।

## ৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ প্রকরণের কথা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত কথা যে প্রকারে ঐ প্রকরণের লিখিত কার্য্যকারক সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে সেইরূপে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

## ৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ প্রকরণের হুকম ফেরফার হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্ধারিত হুকুমের শুধরণ ও নিবর্ত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

কোন আদালতের মোতালক সরকারী ওকালতী কর্ম্ম খালী হইলে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—। যদি কোন আদালতের মোতালক সরকারী ওকালতী কর্ম্ম খালী হয় তবে সে আদালতের সাহেব সে কর্ম্মে কোন ব্যক্তিকে না ঠাহরাইয়া কেবল তাহা হওনের বৃত্তান্ত লিখিয়া জুডিসিয়েল্ সেক্রেটারী সাহেব এতাবতা আদালতের ব্যাপারসম্পর্কীয় সরকারী সিরিশ্তার সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

উকীলেরদের মধ্যে যে জন ঐ খালী পদের উপযুক্ত তাহা শ্রীযুত নিশ্চয় করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—আদালতের উকীলেরদের মধ্যে যে জন ক্ষমতা ও উত্তম কর্ম্ম প্রযুক্ত ঐ কর্ম্মেতে নিযুক্তহওয়ার উপযুক্ত এই বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহা করিবেন এবং তদনুসারে ঐ লোককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

## ৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের মতে

যদি কোন ব্যক্তি মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কিম্বা পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের অথবা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের নামে কিম্বা অন্য

উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা নম্বরওয়ারী ফিরিস্তিতে দাখিলহওনের মতের কথা।

অন্য যে কোন সাহেব আপন ভারানুসারে করা কোন কর্ম্মের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতের আপত্তির যোগ্য তাঁহার নামে কোন আদালতে নালিশের দরখাস্ত দাখিল করে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে মোকদ্দমা উপস্থিতহওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর হক্ বুঝিয়া দিবার বিষয়ে সরকারহইতে কিছু হুকুম দেওয়া উচিত বোধ না হয় ও সেহেতুক ঐ ব্যক্তি ঐ ধারার ৪ প্রকরণের অনুসারে দাঁড়ামতে আদালতে নালিশ করে তবে এমতে ঐ মোকদ্দমা পহিলা দরখাস্ত আদালতে দেওনের তারিখহইতে নম্বরওয়ারী ফিরিস্তিতে দাখিল হইবেক ও ঐ তারিখে নালিশী আরজী দাখিল হইলে যেমত নম্বর বিলিক্রমে তাহার শ্রবণ ও বিচার হইত সেই মত বিলিক্রমে ঐ মোকদ্দমা শুনা ও তাহার বিচার করা যাইবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,
HOLT MACKENZIE,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ৯ নবম আইন।

সুন্দরবন নামে বিখ্যাতা যে ভূমি জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা নদীয়া ও জিলা যশোহর ও জিলা বাকরগঞ্জের মোতালক তাহাতে মালের কমিস্যনরী সিরিশ্তা মোকরর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৬ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ১৫ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১৬ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৭ শহর জমাদীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সুন্দরবন নামে বিখ্যাতা ভূমিতে সরকারের মাল অর্থাৎ খাজানা তহসীলের মোতালক কএক কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে এক জন কার্য্যকারক সাহেব নিযুক্তহওয়া বিহিত বুঝা যাইতেছে এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী এই সালের ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৯ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১৯ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২ শহর জমাদীয়ঃসানীহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

সুন্দরবনের ভূমির কমিস্যনরী ভারে এক সাহেব নিযুক্ত হইবার কথা।

সুন্দরবনের কমিস্যনর খ্যাতিতে খ্যাত এক জন সাহেব সুন্দরবনের মধ্যের ভূমির কমিস্যনরী ভারে নিযুক্ত হইবেন ও যেং আইন এক্ষণে চলন আছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহার অনুসারে আবকারী মহালের কার্য্যের ভারসহিত যেং ক্ষমতা সরকারের মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের আছে ও হইবেক সেইং ক্ষমতা ঐ সাহেবেরো যে ভূমি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকের হুকুমমতে নিরূপণ হইয়া তাঁহার তাবে হয় তাহাতে হইবেক ও যেং কর্ম্ম ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের করিতে হয় তাহা ঐ সাহেবেরো করিতে হইবেক ও জিলার কালেক্টরসাহেবেরা যেমত অধিকার ভেদে বোর্ড রেবিনিউর

ঐ সাহেব বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের তাবে থাকিবার কথা।



নিউর

নিউর সাহেবদিগের হুকুমের তাবে আছেন সেই মত ঐ সাহেবো ঐ বোর্ডের সাহেব দিগের হুকুমের তাবে থাকিবেন ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১০ দশম আইন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের কোন বন্দরহইতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সর কারের হুকুমের তাবে লোকদিগের জাহাজেতে বোঝাই হওনব্যতিরেক সমুদ্রপথে শোরা রফ্তানী হইতে এবং মফঃসলহইতে ইঙ্গরেজভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের হুকুমের তাবে যেং মোকাম কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আছে তাহার কোন মোকামে শোরা রফ্তানী হইতে নিষেধহওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গব রনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৬ আ প্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ১৫ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১৬ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৭ জমাদী য়ল আউলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গলণ্ড ও হিন্দুস্থান দেশেতে তেজারতের কারবারের বৃদ্ধিহইবার এবং ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হক্ বজায় থাকিবার নিমিত্তে ইহা উচিত বোধ হইল যে কলি কাতার হুকুমের তাবে কোন বন্দরহইতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হুকুমের তাবে লোকদিগের জাহাজব্যতিরেক সমুদ্রপথে শোরা রফ্তানীহওয়া বারণ হয় এবং তাহা মফঃসলহইতে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের অন্য যে কোন বাদশা হের হুকুমের তাবে যে কোন শহর কি বন্দর কিম্বা কুঠী অথবা অন্য মোকাম কলি কাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আছে সেখানে যাইতে বারণ হয় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নি র্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজের সরকারের হুকুমের তাবে লোকের জাহাজব্যতিরেক সমুদ্র পথে শোরা রফ্তানী হই তে নিষেধের কথা।

এই ধারানুসারে কলিকাতার হুকুমের তাবে কোন বন্দরহইতে ইঙ্গরেজ বাহাদু রের সরকারে হুকুমের তাবে লোকদিগের জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে সমুদ্রপথে শো রা রফ্তানী হইতে নিষেধ হইল ইতি।

### ৩ ধারা।

মফঃসলহইতে ইঙ্গরে জভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের

ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহভিন্ন ফিরিঙ্গী লোকের অন্য যে কোন বাদশাহের হুকুমের তাবে যে কোন শহর কি বন্দর কিম্বা কুঠী অথবা অন্য মোকাম কলিকাতার হুকুমের তাবে

কোন মোকামে শোরা লইয়া যাইতে নিষেধের কথা।

তাবে দেশের মধ্যে আছে সেখানে মফঃসলহইতে এই আইনের ৮ ধারাতে যে কএক প্রকারের প্রস্তাব করা যাইবেক সেই প্রকারব্যতিরেক শোরা লইয়া যাইতে এই ধারানুসারে অতিনিষেধ করা গেল ইতি।

৪ ধারা।

ঐ হুকুমের অন্যমত করিলে শোরা ক্রোক ও জব্দ হইবার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতার হুকুমের তাবে কোন বন্দরহইতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হুকুমের তাবে লোকদিগের জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে শোরা লইয়া যাইতে প্রবর্ত্ত হয় তবে সে শোরা সরকারে ক্রোক্ ও জব্দহওনের যোগ্য হইবেক এবং যদি কোন ব্যক্তি মফঃসলহইতে উপরের ধারার লিখিত কোন মোকামে শোরা লইয়া যাইতে প্রবর্ত্ত হয় তবে সে শোরা ও তাহা যে নৌকা কি গাড়ী কিম্বা বলদআদি চতুষ্পদের উপরে বোঝাই থাকে তাহাসমেত ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

ঐ হুকুমমতাচরণেতে পঞ্চোত্তরার কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

পঞ্চোত্তরার মোতালক সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে হুকুম আছে যে উপরের প্রস্তাবিত নিষেধ মতাচরণকরণেতে যথাসাধ্যে যথোচিত মনোযোগী ও সচেষ্ট হয় ও এ নিমিত্তে তাহারদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা বরং হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি কলিকাতার হুকুমের তাবে কোন বন্দরেতে ভিন্ন লোকদিগের জাহাজের উপর শোরা বোঝাই হইতে দেখে কিম্বা মফঃসলহইতে ইঙ্গরেজভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের হুকুমের তাবে কোন মোকামের সীমার মধ্যে এই আইনের হুকুমের অন্যমতে শোরা লইয়া যাইতে দেখে তবে তখনি সে শোরা আটক করে ও পোলীসের কার্য্যকারকদিগের আবশ্যক হইবেক যে পঞ্চোত্তরার কার্য্যকারকেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কার্য্যকরণেতে যখন তাহারদিগের স্থানে সহায়তা চাহে তখন তাহারদিগের ঐ কার্য্যকরণের সহকারিতা করে ইতি।

৬ ধারা।

কিছু শোরা আটক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন কার্য্যকারক কিছু শোরা আটক করিলে তাহার কর্ত্তব্য যে এক দিবারাত্রের মধ্যে তাহা পঞ্চোত্তরার যে কালেক্টরসাহেব নিকটে থাকেন্ তাঁহার হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

৭ ধারা।

আটকহওয়া শোরার সহিত ইং ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত সমস্ত

এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে শোরা জব্দহওনের যোগ্য বোধ হইয়া আটক হয় তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত যে কোন কথা স্পষ্টত ইহার প্রতিবন্ধক বোধ হইতে পারে তাহাতে এ বিষয়ের বাধা হইবেক না ও জানা কর্ত্তব্য



যে

যে এই আইনের এই ধারার লিখিত কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কোন ব্যক্তিকে ভিন্ন লোকদিগের জাহাজে বোঝাই করিয়া কি মফঃসলহইতে ইঙ্গরেজভিন্ন অন্য ফিরিঙ্গীদিগের হুকুমের তাবে কোন মোকামের সরহদ্দের মধ্যে শোরা লইয়া যাইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতা আছে ইতি।

হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজভিন্ন অন্য ফিরিঙ্গীদিগের হুকুমের তাবে মোকামসকলের বসিয়া লোকদিগকে অনুমতি আছে যে হুগলীর পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেব আপন বিবেচনাতে তাহারদিগের নিজ খরচের কি খুজরা বিক্রয়করণের নিমিত্তে এক মোনের মধ্যে যে আন্দাজ শোরা উপযুক্ত বুঝেন্ সেই আন্দাজ শোরা ঐ সকল মোকামের সীমার মধ্যেতে লইয়া যাইতে পারিবেক কিন্তু এমত২ প্রকারেতে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের প্রথমতঃ হুগলীর বন্দরের পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের হজুরে এ বিষয়ের দরখাস্ত দিতে হইবেক ও ঐ সাহেব আপন ক্ষমতাক্রমে এক পাস অর্থাৎ ছাড়চিঠী যে ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক তাহার নাম ও শোরার পরিমাণ ও তাহা নিজ খরচের কি খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তেই বা হউক তাহা সমেত লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে দিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ পাসের হুকুম ইঙ্গরেজী ১২ ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা চারি প্রহরের পরে কার্য্যে আসিবেক না ইতি।

যে মতেতে ইঙ্গরেজভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের হুকুমের তাবে মোকামের বসিয়াদিগকে কিছু শোরা ঐ মোকামের সীমার মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবার অনুমতি আছে তাহার কথা।



সমাপ্ত।

A True Translation,

HOLT MACKENZIE,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

তেজারতীর জিনিসের উপরেতে সরকারী মামুল তহসীলের নিমিত্তে মোকাম কক্সবাজারেতে পঞ্চোত্তরার কাছারী মোকরর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ১৮ শহর জমাদীয়ঃ সানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

তেজারতী জিনিসের উপরেতে সরকারী মামুল তহসীল করিবার নিমিত্তে জিলা চাটিগ্রামের দক্ষিণদিগে পঞ্চোত্তররে কাছারী মোকরর করা উচিত বুঝা গেল অত এব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

কক্সবাজারেতে পঞ্চোত্তরার কাছারী মোকরর হইবার ও তাহার সহিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

তেজারতী জিনিসের উপরেতে সরকারী মামুল তহসীল করিবার নিমিত্তে জিলা চাটিগ্রামের দক্ষিণদিগে কক্সবাজার নাম মোকামেতে কিম্বা অন্য যে স্থান উপযুক্ত হয় সেই স্থানে পঞ্চোত্তরার কাছারী মোকরর হইবেক ও সাধারণ যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে কি ইহার পরে চলিত হইবেক তেজারতী জিনিসের উপরেতে সরকারী মামুল তহসীল করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের মোতালক অন্যং স্থানেতে হওয়া কাছারীর সহিত সম্পর্ক রাখে কি রাখিবেক সেই সকল হুকুম মামুল তহসীলের নিমিত্তে এই আইনানুসারে যে কাছারী মোকরর হয় তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় করিবার বিষয়ে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে সেই সমস্ত আইন শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ১৭ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ১৮ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সুবে বেহার ও বারাণসদেশেতে কেবল সরকারের তরফহইতে আফীনের তৈয়ার করিবার কর্ম্মে যে২ সাহেব ও লোকেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের কর্ম্ম করিবার দাঁড়া নিরূপণের এবং সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস করিতে ও আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় করিতে বারণের ও মফঃসলেতে আফীন বিক্রয় ও খরচ হইবার বন্দোবস্তের অর্থে পুনঃ২ কএক আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও যেহেতুক ইহা বিহিত বোধ হইতেছে যে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আফীন কেবল খুজরা বিক্রয় ও খরচ হইবার কারণ জিলা রঙ্গপুরেতে আফীন তৈয়ার হইবার এক সিরিশ্তা মোকরর হয় এবং আফীনের দ্বারা যে টাকা সরকারে পাওয়া যাইতেছে তাহাও পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরমতে সরকারে আদায় হয় ও যেহেতুক সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় ও খরচ হইতে নিষেধের ও মফঃসলেতে আফীন বিক্রয় হইবার ও তাহা খরচকরণিয়া লোকেরা নির্ভাজ খাটি আফীন পাইবার বন্দোবস্তের এবং যে স্থানেতে তাহা খরচ হওয়া বিহিত ও আবশ্যক হয় যথাসাধ্য সেই স্থানেতেই তাহা খরচহওনের অবধারণ হইবার অর্থে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিলে এবং আফীন তৈয়ারহওনের কর্ম্মনির্ব্বাহ হইবার বিষয়ে পূর্ব্বের যে২ দাঁড়া ও হুকুম এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিলে লোকদিগের আরাম ও আসানের কারণ হইতে পারে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

এক্ষণকার চলিত কএক আইন ও ধারা ও প্র

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩২ আইনের ৩ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ১ আইনের ৭ ও ৮

করণ এই ধারানুসারে রদহওনের কথা।

৭ ও ৮ ও ৯ ধারা ও ১৭৯৯ সালের ৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪১ আইন ও ১৮০৭ সালের ৫ আইন ও ১৮০৯ সালের ৬ আইন ও ১৮১০ সালের ১ আইনের ৩২ ধারা ও ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ প্রকরণ ও সরকারের অনুমতিবিনা আফীন তৈয়ার ও বিক্রয়ের বিষয়ে ঐ আইনের লিখিত আর যে২ ধারা সম্পর্ক রাখে ও তাহার প্রসঙ্গ এই আইনেতে হইল না সে সকল ধারা সহিত এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার করিতে নিষেধের কথা।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে সরকারের তরফহইতে ব্যতিরেক ও সরকারের বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার করিতে এই ধারানুসারে নিষেধ হইল ইতি।

৪ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে ভিন্নাধিকার দেশসকলের আফীন আমদানী হইতে নিষেধের কথা।

এই ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের কিম্বা মাহারাষ্ট্রের তাবে দেশের কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকারভিন্ন অন্য২ দেশের উৎপন্ন কিবানান আফীন কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আমদানী হইতে নিষেধ হইল ইতি।

৫ ধারা।

আফীন তৈয়ারহওনের সিরিশ্‌তা কোম্পানির সরকারের চাকর সাহেবদিগের তাবে থাকিবার কথা।

আফীন তৈয়ারকরণের সিরিশ্‌তা আফীনের আজেণ্ট এতাবাতা মোখ্তারকার খ্যাতিতে খ্যাত সাহেবদিগের কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চাকর অন্য যে সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগের তাবে থাকিবেক ইতি।

৬ ধারা।

জিলা রঙ্গপুরেতে আজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা ঐ জিলার তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

সুবে বেহার ও বারাণসদেশেতে আফীন তৈয়ারহওনের যে২ সিরিশ্‌তা মোকরর আছে তাহাব্যতিরেকে জিলা রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের তাবে ঐ জিলার মধ্যে যখন যে স্থান শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিরূপণ হয় সেই স্থানে আফীন তৈয়ারহওনের এক সিরিশ্‌তা কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে আফীন খুজরা বিক্রয় ও খরচ হইবার কারণ নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে মোকরর হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের দাঁড়া

আফীনের আজেণ্ট অর্থাৎ মোখ্তারকার সাহেবদিগের আফীন তৈয়ারকরণের কর্ম্ম নির্ব্বাহ

নির্ব্বাহ হইবার ও তাঁহারদিগের ক্ষমতার বিষয়ে এই আইনেতে যে২ দাঁড়া লেখা গেল সেই২ দাঁড়া ঐ এজেণ্টসাহেবদিগের নায়েবসাহেবদিগের কিম্বা কোম্পানি বাহা দুরের সরকারের চাকর অন্য যে২ সাহেবেরা ঐ এজেণ্টসাহেবদিগের তাবেতে আফীন তৈয়ারকরণের সিরিশ্তার ভার রাখেন তাঁহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সকল এজেণ্টসাহেবের মত এজেণ্টসাহেবের নায়েবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৮ ধারা।

যে সাহেবেরা সরকারের তরফহইতে আফীনের এজেণ্টী এতাবতা মোখ্তারকারী ভারে মোকরর হন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা অন্য যে কেহ ঐ হজুরের তরফহইতে হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে নীচের লিখনানুক্রমে হলফ করেন্। আমি অমুক হলফ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি যে আফীনের ব্যাপারার্থে সরকারহইতে যত টাকা পাইব তাহার ও আফীন যত জন্মিবেক তাহার জমা ও খরচের হিসাব সরকারে তলব হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তৈয়ার করিয়া দাখিল করিব ও যাবৎ আফীনের মোখ্তারকারী কর্ম্মে বহাল থাকিব তাবৎ আপন লাভার্থে আফীনের ব্যাপারের কিছু সম্পর্ক রাখিব না ও হজুরহইতে আমার যাহা পাইবার ধার্য্য হয় তাহাব্যতিরেকে আর কিছুই লাভ করিব না ও আপন জ্ঞাতসারে আপন কোন আমলা ও সম্পর্কীয় লোককে যাহা সরকারেতে মঞ্জুর হয় তাহাব্যতীত আর কিছুই আফীনের দ্বারা লইতে দিব না ইতি।

এজেণ্টসাহেবদিগের হলফের কথা।

৯ ধারা।

আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা প্রতিবৎসর দাদনীর কালের পূর্ব্বে সময়শিরে যে চাসী লোক পোস্তের চাস করিতে সম্মত হয় তাহারদিগের সহিত আইন্দা সনের বাবৎ আফিনের দরের বন্দোবস্ত অর্থাৎ পরিমিত করিবেন্ ও আফীনের দর সেরকরা সিক্কা যত টাকা ধার্য্য হয় তাহার এবং যে পরগনায় যত সিক্কার ওজনী সেরের চলন থাকে তাহার জিগির বন্দোবস্তের কাগজেতে লেখা যাইবেক ও ঐ সাহেবেরা বন্দোবস্ত করা সারা হইলে পর তাহার কাগজের নকল ও তরজমা বোর্ডত্রেডে বিবেচনা হইবার কারণ তথাকার সাহেবদিগের নিকটে অব্যাজে পাঠাইয়া দিবেন ও সে কাগজ বোর্ডে মঞ্জুর হইলে পর ঐ এজেণ্টসাহেবেরা ঐ কাগজের নকল যে২ জিলা ও শহরে পোস্তের চাস থাকে সেই২ জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ও কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে আদালতের কাছারীআদি কাছারীতে লট্‌কাইয়া দিবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন এবং যে পরগনায় যে দরের নিরিখ পড়ে তথায় তাহা প্রচার করাইবেন ইতি।

এজেণ্টসাহেবেরা প্রতিবৎসর পোস্তের চাসী লোকদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা।



১০ ধারা।

১০ ধারা।

মোকররী নিরিখমতে পোস্তের চাসের করারদাদ করিবার নতুবা তাহাতে ক্ষান্ত হইবার কথা।

সকলের ক্ষমতা আছে যে যে চাহে সে বন্দোবস্তী দরে আফীন দিবার করারে সরকারের নিমিত্তে পোস্তের চাস করিবার করারদাদ করে অথবা পোস্তের চাস করিতে একেবারে ক্ষান্ত হয় ইতি।

১১ ধারা।

চাসী লোকদিগের স্থানে এজেণ্টসাহেবেরা যেং একরারনামা লইবেন তাহার কথা।

আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকারসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের মোকরর করা লোকদিগের কর্ত্তব্য যে চাসী লোকদিগের স্থানে পোস্তের বীজ বুনিবার কালে তাহারদিগের যে যত বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাস করিতে চাহে তত বিঘার সংখ্যাযুক্তে পোস্তের চাস করিবার একরারনামা লেখাইয়া লন্ ও তত বিঘার চাস ও আবাদ তাহারদিগের অবশ্য করিতে হইবেক ও একরারমতে চাস না করিলে চাস না করা বিঘাপ্রতি দাদনীর টাকার তিনগুণ ও এক বিঘার কম হইলেও ঐ হারে দণ্ড ঐ চাসীদিগের দিতে হইবেক ও ঐ সকল ভূমির পোস্ত পরিণত অর্থাৎ পুরাহওনের সময়ে এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তিকে পাঠান্ যে সেই ব্যক্তি চাসীদিগের সঙ্গে ভূমিতে গিয়া দুই তিন জন মাতবর চাসী লোককে লইয়া ঐ সকল ভূমিতে যত আফীন জন্মিতে পারে তাহার আন্দাজ অর্থাৎ কুত করে ও এমতে যত আফীন কুত হইবেক ঐ চাসী লোক তত আফীন দাখিল করিবার করার করিবেক ও যদি সেই ভূমিতে ঐ কুতের অধিক আফীন জন্মে তবে তাহাও ঐ চাসী লোক বন্দোবস্তী দরে সরকারে দাখিল করিবেক ও এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে পোস্তের বীজ বুনিবার কাল গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে প্রত্যেক পরগনার যে সকল চাসী লোকদিগের আলাহিদাং একরারনামা লেখাইয়া লওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগের ইসমনবীসীর ফর্দ্দ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার রাখেন্ তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

১২ ধারা।

এজেণ্টসাহেবদিগের আমলালোককে রসুমইত্যাদি লইতে নিষেধ হইবার কথা।

লইলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

আফীনের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা প্রত্যেক আমলা ও কার্য্যকারক ও নায়েব লোককে নিষেধ আছে যে পোস্তের চাস কি আফীন তৈয়ারকরণসংক্রান্ত চাসীপ্রভৃতি কাহারু স্থানে কোন পাকচক্র করিয়া কিছু রসুম কি সেলামী কিম্বা দস্তুরী অথবা আর কিছু নগদে কি জিনিসে না লয় ও যদি ইহা সাবুদ হয় যে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের তাবে লোকদিগের মধ্যে কেহ এই নিষেধ না মানিয়া কিছু লইয়াছে তবে সে ব্যক্তি আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইয়া অধিকন্তু আদালতের সাহেব তাহার পক্ষে ছয় মাসের মধ্যে যে মিয়াদ উপযুক্ত ঠাহরেন্ সেই মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য এবং ২০০ দুই শত টাকার মধ্যে যে জরীমানা তাহার অপরাধের উপযুক্ত হয় তত টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি জরীমানার টাকা না দেয়



তবে

তবে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা তাহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান তবে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে উচিত জানিলে এমত ইশ্তিহার দেওয়ান যে কোন প্রকারে ঐ অপরাধী পুনর্ব্বার সরকারের কোন কর্ম্ম পাইতে পারিবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

বাটখারা ও তরাজু সকলেতে ফৌজদারীর সাহেবের মোহর হইবার কথা।

জিলা সকলের কুঠীতে আফীন ওজন করিরার নিমিত্তে যে২ বাটখারা এবং তরাজু অর্থাৎ দাঁড়ীপাল্লা থাকিবেক তাহার উপরে ফৌজদারীর সাহেবের মোহর হইবেক ও ঐ সাহেব স্বয়ং কিম্বা যিনি তাঁহার তরফহইতে এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তিনি প্রতিবৎসর জানুআরি মাসে কি ফেব্রুআরি মাসে ঐ সকল বাটখারা ও তরাজু দৃষ্টি করিবেন ও যদি এজেণ্টসাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের আমলার মধ্যে কেহ ফৌজদারীর সাহেবের মোহরহীন বাটখারা ও তরাজুতে কি ফৌজদারীর সাহেবের মোহরযুক্ত ওজন কমী বাটখারাতে কি অসমান তরাজুতেই বা ওজন করান্ তবে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমানা ঐ সাহেবের কি তাঁহার আমলার উপযুক্ত বোধ হয় তাহা ঐ সাহেবের কি তাঁহার আমলার দিতে হইবেক ও উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ সেপায়ায় ঝুলান তরাজুতে যথার্থরূপে আফীন ওজন করা যাইবেক ও ইহাব্যতীত আর যে কোন প্রকারে তৌল করা যায় তাহা অসঙ্গত বোধ হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কোন চাসী আপন করারের কম আফীন দাখিল করিলে তাহার, যাহা হইবেক তাহার কথা।

যদি পোস্তের চাসী লোকদিগের মধ্যে কেহ ১১ ধারার লিখিত করারের কম আফীন দাখিল করে তবে আফীনের এজেণ্ট অর্থাৎ মোখ্তারকার সাহেব নীচের লিখন মতে কার্য্য করিবেন এতাবতা যদি এমত দৃঢ় বোধ কিম্বা নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ চাসীর গাফিলীতে কি তদ্রূপ করাতে আফীন কম হইয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহার নালিশ করেন্ ও জজসাহেব চাসীদিগের গাফিলী সাবুদ হইলে এমত হুকুম দিবেন যে যত আফীন কম হইয়াছে তাহার বাবৎ দাদনীর টাকা সালিয়ানা শতকরা ১২ বার টাকা হিসাবে সুদসমেত এজেণ্টসাহেবকে ফিরিয়া দেয় ও আদালতের সাহেবের এ ক্ষমতাও আছে যে যে চাসী আপন করা করার পুরা করিতে উপরের উক্ত কসুর করে তাহার উপর উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে নিরূপণহওয়া সুদের টাকার সংখ্যাহইতে অধিক না হয় এমত অন্য জরীমানা দিবার হুকুম দেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

কোন চাসী ওজন বেশীহওনার্থে আফীনে

যদি পোস্তের কোন চাসী অতিনরম ও তরল আফীন দাখিল করে কি তাহা প্রগাঢ়

জল মিশাইলে তাহার তদারক এজেণ্টসাহেব যে প্রকারে করিবেন তাহার কথা।

প্রগাঢ় চাসী লোকের পরখেতে যেমত চাহি সেমত টন্‌ক ও নীরস না ঠাহরে তবে এজেণ্টসাহেবের কি তাঁহার আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আফীন সুন্দর খাটী ও নিরাট হইবার অর্থে যত খাস্তা অর্থাৎ জলীয় ভাগ বাদ দেওয়া উপযুক্ত তাহা ঠাহরাইবার কারণ আর দুই তিন জন পোস্তের চাসী লোককে সালিস অর্থাৎ মধ্যস্থ মানেন ও সেই মধ্যস্থেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাতে আদালতের সাহেবের নিকটে পক্ষপাত প্রমাণ না হইলে সেই নিষ্পত্তিই উভয়ের মান্য হইবেক ইতি।

## ১৬ ধারা।

চাসী লোক আফীনে অন্য দ্রব্য মিশাইলে এজেণ্টসাহেব যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

যদি পোস্তের চাসীগণের মধ্যে কেহ কাঁচা আফীনে কোন দ্রব্য মিশাইয়া এজেণ্টসাহেবের নিকটে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবের কি তাঁহার আমলার ক্ষমতা আছে যে সেই আফীন তৎক্ষণাৎ জব্দ করিয়া দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষাৎ সেই আফীনের উপরেতে ঐ চাসীর ছাপাআদি কোন নিশানী করাইয়া ও আপন ভারের মোহর করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে সাবধানে রাখান্ ও সেই চাসীকে অনুমতি দেন্ যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সাহেবের নিকটে এ বিষয়ের নালিশ করে ও ঐ চাসী নালিশ করিবার অবকাশ কাল পাইবার নিমিত্তে ঐ এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ জব্দ করা আফীন এক মাসপর্য্যন্ত ঐ মোহর ও নিশানী সহিত বজিনিস্ অর্থাৎ যেমন তেমনি আমানৎ রাখেন যদি ঐ চাসী ঐ এক মাস মুদ্দতের মধ্যে নালিশ না করে তবে ঐ মুদ্দত গত হইলে পর তাহার নালিশ শুনা যাইবেক না ও এমতে ঐ এজেণ্টসাহেবকে অনুমতি আছে যে ঐ আফীন খুলিয়া এ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে তাঁহারদিগের হুকুম হইবার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠান্ ও এ প্রকারেতে ঐ চাসী যত আফীন দিবার করার করিয়া থাকে তাহা সমুদয় দাখিল না করিলে সে নিমিত্তে তাহার নামে তাহার দাখিল করা মিশ্রিত আফীনের অঙ্ক ধর্ত্তব্য না হইয়া জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করা যাইতে পারিবেক ও কোন চাসীর গাফিলীতে আফীন কম হইলে এই আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহার যত টাকা জরীমানাহওনের নিরূপণ হইয়াছে ঐ চাসীর তত টাকা জরীমানা দিতে হইবেক।

## ১৭ ধারা।

জমীদারআদিরা চাসীদিগের স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতুক মোকররী খাজানাহইতে বেশী তলব করিলে তাহার প্রতিকার হওনের মতের কথা।

যদি জমীদার কি ইজারদার অথবা তালুকদার লোক কিম্বা তাহারদিগের কার্য্যকারকেরা প্রজাদিগের কাহারু স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতুক মোকররী খাজানাহইতে কিছু বেশী তলব করে ও লয় তবে সেই প্রজা ও এজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহারদিগের নামে ইহার নালিশ করেন্ ও ঐ আদালতের সাহেব অবিলম্বে এ বিষয়ের তজবীজ করিয়া যদি ইহা সাবুদ হয় তবে যত বেশী লইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার ও তাহার তিনগুণ জরীমানা দাখিল করিবার হুকুম এমত অপরাধির প্রতি দেন্ ইতি।



১৮ ধারা।

১৮ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের প্রত্যেক আমলা আপনং ভারানুসারে করা কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহারা যেং আদালতের অধিকারে থাকেন্ সেইং আদালতের ধরাধর ও জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেন কিন্তু যে ব্যক্তি আফীনের কর্ম্মের বিষয়ে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তাহার কর্ত্তব্য যে এজেন্ট সাহেবহইতে কি তাঁহার আমলা হইতে তাহার পক্ষে যে অন্যায় কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে প্রথমতঃ ঐ এজেন্ট সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও ঐ এজেন্টসাহেবের দেওয়া হুকুমেতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইলে তাহার ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের নালিশের আরজী বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুজুরে দেয় অথবা একেবারে যে জিলা কি শহরের অধিকারে তাঁহারা থাকেন সেই জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে তাহার নালিশ করে ও জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে এমতং মোকদ্দমার যে সকল নালিশ উপস্থিত হয় তাহা শুনা যাওন ও তাহার বিচারকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এজেন্ট সাহেব কি তাঁহার আমলাহইতে আইনের লিখিত হুকুমের অন্য মত হইলে তাঁহার নামে আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা।

আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে আপনং ভারানুসারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের অনুমতিবিনা দেওয়ানী আদালতে কোন নালিশ দরপেশ করেন্ ইতি।

এজেন্ট সাহেবদিগকে বোর্ড ত্রেডের অনুমতি বিনা দেওয়ানী আদালতে কোন নালিশ দরপেশ করিতে নিষেধ হওনের কথা।

২০ ধারা।

জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে এজেন্ট সাহেবদিগের তরফহইতে কি তাঁহারদিগের তরফ লোকদিগহইতে কোন চাসী প্রজা কি আফীন তৈয়ারকরণের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা অন্য কোন ব্যক্তির নামে কিম্বা ঐ প্রজাপ্রভৃতি কাহারু তরফহইতে এজেন্ট সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের কার্য্যকারকদিগের নামে নালিশ দরপেশ হইলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং নালিশ এবং এই আইনের ১৭ ধারামতে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের উপর যে সকল নালিশ হইতে পারে তাহা শুনিয়া রুবকারথাকা আরং সমস্ত মোকদ্দমার তজবীজকরণের পূর্ব্বে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ও আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিসম্পর্কীয় ও আদালতের খরচা দেওয়াইবার ও ডিক্রী জারী করিবার সম্পর্কীয় যেং বিষয়ের নিমিত্তে এই আইনানুসারে বিশেষরূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সে সকল বিষয়ে অন্যং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সহিত নির্দ্ধারিত যে সকল দাঁড়া সম্পর্ক রাখে সেই সকল দাঁড়ামতে কার্য্য করিতে থাকেন্ ইতি।

জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আদালতে উপস্থিতথাকা সমস্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বে আফীনের মোকদ্দমার তজবীজ করিবার কথা।



২১ ধারা।

২১ ধারা।

এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবআদির বিচারযোগ্য তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে জজসাহেবেরা হাত না দিবার কথা।

উপরের উক্ত ধারার অনুসারে এমত বোধ না হয় যে এই আইনানুসারে যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে সকল কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য সে সকল মোকদ্দমাতে হাত দিতে জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

২২ ধারা।

এজেণ্টসাহেবদিগের প্রতি আদালতের হুকুমনামা জারী হইবার মতের কথা।

যদি দেওয়ানী আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকসাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে কোন আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের পক্ষে কোন হুকুম জারী কি তদবীর অর্থাৎ উপায় করিতে হয় তবে সেই আদালতের জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুম কি তদবীরের কথা লিখিয়া পত্রের ন্যায় খাম করিয়া সেই এজেণ্ট সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে আপন ভারের মোহর ও আপন দস্তখৎ করিয়া ঐ এজেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকমনামা পাইবার রসীদ তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া পুনরায় তাহা খাম ও মোহর করিয়া ঐ আদালতের জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেবইত্যাদির নিকটে ফিরিয়া পাঠান্ ইতি।

২৩ ধারা।

এজেণ্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলারা আপনং ভারসম্পর্কীয় মোকদ্দমার লিখন ও কাগজপত্র মাসুল দেওনবিনা ডাকে পাঠাইতে থাকিবার কথা।

এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের নিজ ভারক্রমে করা কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমাসকলের সওয়ালজওয়াবের কারণ জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে তথাকার সিরিশ্তার যে চিহ্নিত উকীল নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের সহিত তাহারদিগের মওক্কেলেরা অর্থাৎ সেই এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা প্রধান আমলারা পদস্থ কি অপদস্থ কালেইবা সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত হুকুমআদি কাগজপত্র অনায়াসে বিনারসুমে সরকারী ডাকে চালাচালি করিতে পারিবার জন্যে অনুমতি আছে যে এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের কেহ যে সময়ে হুকুমআদি কাগজপত্র যে আদালতের উকীলের কি মোখ্তারকারের নিকটে পাঠাইতে চাহেন্ সে সময়ে তাহা খাম ও মোহর করিয়া সেই উকীলের কি মোখ্তারকারের নামে শিরনামা লিখিয়া পরে দোহারা খাম ও মোহর করিয়া তাহার উপরে সেই মোকদ্দমা উপস্থিতথাকা আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তৎকালে আপনি যে পদস্থ থাকেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সময়ে আপনি যে পদস্থ ছিলেন তাহার



নিদর্শন

নিদর্শন নিজ নামযুক্তে লিখিয়া এতাবতা অমুক পদস্থ শ্রীঅমুকের লিখিত লিখন জানাইয়া সরকারী ডাকে চালান করিবেন তাহাতে সেই রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত লিখন পাইলে উকীলের কি মোখ্তারকারের নামযুত খাম না খুলিয়া বজিনিস্ বাক্যার্থ যেমন তেমনি সেই উকীল কি মোখ্তারকারকে দেন্ ও উপরের লিখিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের জন্যে নিযুক্তথাকা ঐ সকল আদালতের সিরিশ্তার চিহ্নিত উকীলগণ ও মোখ্তারকার লোক সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত কাগজপত্র আপনারদিগের মওক্কেল এজেন্টসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলারা তৎপদস্থ কি অপদস্থই বা থাকেন তাঁহারদিগের স্থানে পাঠাইতে চাহিলে তৎকালে তাহা রসুম না দিয়া সরকারী ডাকে পাঠাইতে শক্তি রাখিবেক ও তাহাতে এই গতিক করিতে হইবেক যে সে কাগজপত্র খাম ও মোহর করিয়া সেই মওক্কেলের নামে শিরনামা লিখিয়া আপন নামনিদর্শনে নিবেদনপত্র ধ্বনি দিয়া সেই আদালতের জজসাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে দিবেক ও সে সাহেব সে খামের উপরে দোহারা খাম ও মোহর করিয়া পুনরায় শিরনামা পূর্ব্বের মতে দিয়া তাহাতে আপন লিখিত লিখন নিজনামনিদর্শনে প্রবাচক করিয়া লিখিয়া সরকারী ডাকে চালাইয়া দিবেন ইতি।

আদালতের উকীলেরাও মতনের লিখিত মোকদ্দমার বাবৎ আপনং লিখনপত্রাদি মাসুল দেওনবিনা ডাকে পাঠাইতে পারিবার কথা।

## ২৪ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকদিগের কেহ যে কোন মোকদ্দমায় কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার নিকটে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের নিকটে কি সুবে বেহার ও বারাণসের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে বাদী কি প্রতিবাদী থাকেন্ সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের খবরগিরী অর্থাৎ তত্ত্বাবধারণ করা যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিজের কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের বিবেচনাক্রমে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অনুসারে হয় তবে তাহা করিবার ভার কোন এজেন্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার বিষয় লিপ্ত কোন আমলার প্রতি না দিয়া আপনারাই করিবেন ইতি।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের খবরগিরী করিবার ভার আপনারদিগের প্রতি লইবার কথা।

## ২৫ ধারা।

আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকারসাহেব বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে কি তাঁহারদিগের বিনাহুকুমে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে কি ঐ শ্রীযুতের হুকুমবিনা যে মোকদ্দমা নীচের লিখিত দাঁড়ামতে কোন আদালতে কি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কোন ডিক্রীতে নারাজ হইলে তাহার আপীল করিতে অনুমতি দিতে পারিবার কথা।



কার্য্যকারক

কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দরপেশ করেন সে মোকদ্দমাতে যদি ঐ এজেণ্ট সাহেবের নামে ডিক্রী হয় ও সেই ডিক্রীতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হন তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতে ঐ মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি দেন ইতি।

২৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার কএক প্রকরণের লিখিত কথা নীচে লিখিত কার্য্যকারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকারসাহেবের তাবে যেং কার্য্যকারকের নাম নীচের তফসীলে লেখা যাইতেছে এই ধারানুসারে তাহারদিগের সহিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ প্রকরণের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

তফসীল।

| | |
|---|---|
| সদর কুঠী। | মফঃসল কুঠী। |
| দেওয়ান। | গোমাস্তারা। |
| নায়েব দেওয়ান। | তবীলদারেরা। |
| তহবীলদার। | মুহুরিরেরা। |
| মুহুরির লোক। | পরখিয়া। |
| গুদামের মহাফেজ লোক। | দণ্ডীদার। |
| নাগরীনবীস লোক | |

২৭ ধারা।

আফীনের কুঠীর এজেণ্টসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

আফীনের কুঠীর এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকারসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত কার্য্যকারকদিগের নির্দ্ধারিত বাসস্থানের নামসহিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়া দেশের চলন ভাষাতে তাহার তরজমা ও নকল করিয়া প্রতিবৎসরে একবার ঐ সকল লোক যে জিলায় বাস করে সেই জিলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন ও ঐ এজেণ্টসাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ আমলাদিগের মধ্যে যে তগীর তবদিল হয় তাহারো সমাচার সর্ব্বদা ঐ জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবও কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে দিতে থাকেন ইতি।

২৮ ধারা।

নীচের লিখিত ধারার অভিপ্রায়ের কথা।

সরকারের বিনানুমতিতে পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও খরীদ ও ফরোখ্ত



অর্থাৎ

অর্থাৎ কেনা ও বেচা হইতে ও তাহা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ও রাখা হইতে না পারিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

## ২৯ ধারা।

যে ইসমনবিসী তৈয়ার করিতে ১১ ধারাতে হুকুম আছে তাহা মাজিস্ট্রেটসাহেব ও কালেক্টরসাহেবআদির নিকটে পঁহুছিলে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

পোস্তের চাসী লোকের যে ইসমনবিসী তৈয়ার করিতে ও পাঠাইতে এই আইনের ১১ ধারাতে হুকুম আছে তাহা মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ চাসী লোকের বসত বাটী যেং পরগনায় হয় সেইং পরগনার নাম ও ঐ সকল পরগনা যেং দারোগার এলাকা অর্থাৎ অধিকারে হয় তাহার জিগিরসুদ্ধা ঐ ইসমনবিসীর নকল করাইয়া যেং ব্যক্তির স্থানে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব পোস্তের চাস করিবার একরারনামা লেখাইয়া না লইয়া থাকেন্ তাহারদিগকে ঐ চাস করিতে না দিবার হুকুমনামাসহিত আপনং এলাকা অর্থাৎ অধিকারের পোলীসের ও আবকারীর দারোগাদিগের নিকটে পাঠান্ এবং ঐ মাজিস্ট্রেটসাহেব ও কালেক্টর সাহেব ও অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে যেং দারোগার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে সরকারের তরফহইতে পোস্তের চাস না হয় প্রতিবৎসর সেইং দারোগার নামে এমত হুকুমনামা পাঠান্ যে আপনং এলাকার মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা কোন ব্যক্তিকে পোস্তের চাস করিতে না দেয় ইতি।

## ৩০ ধারা।

চাসী লোকদিগহইতে আফীন তসরুফ হওয়া সাবুদ হইলে যে দণ্ড দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে যে সকল চাসী লোক পোস্তের চাস করিবার নিমিত্তে সরকারের তরফহইতে দাদনী লয় ও আফীন বিক্রয় কি মার্জা করিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তসরুফ করে তাহারদিগের নামে এ বিষয়ের নালিশ কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে হইতে পারিবেক ও যদি তাহা সাবুদ হয় ও তসরুফহওয়া আফীন পাওয়া যায় তবে ঐ আফীনের প্রতিসেরেতে ৮ আট টাকা করিয়া জরীমানা ঐ চাসী লোকদিগের দিতে হইবে ও সেই আফীন সরকারে জব্দ হইবেক ও ঐ আফীন না পাওয়া গেলে যত আফীন তসরুফ হইয়া থাকে তাহার প্রতিসেরেতে ১৬ ষোল টাকা করিয়া জরীমানারূপে ঐ চাসী লোকদিগহইতে দেওয়ান যাইবেক ও ঐ জরীমানাদেওনের অতিরিক্ত ঐ চাসী লোকেরা ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ও নিরূপিত জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে সে নিমিত্তেও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

## ৩১ ধারা।

সরকারের অনুমতি বিনা যাহারা পোস্তের

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ৩ ধারার লিখিত নিষেধ না মানিয়া পোস্তের চাস করে

চাস করে তাহারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

ইহা সাবুদ হইলে প্রতিফল হইবার কথা।

করে তবে ঐ ব্যক্তির নামে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে এ বিষয়ের নালিশ হইতে পারিবেক ও ইহা সাবুদ হইলে যত বিঘা চাস করিয়া থাকে তাহার প্রতিবিঘাতে ২০ কুড়ি টাকা করিয়া দণ্ড ঐ অপরাধির দিতে হইবেক ও যদি তখন পোস্তের গাছ ভূমিতে থাকে ও তাহাহইতে আফীন উঠান না গিয়া থাকে তবে পোস্তের ঐ সকল গাছ মারিয়া ফেলা যাইবেক আর যদি ঐ সকল গাছহইতে আফীন উঠান গিয়া থাকে ও তাহা সরকারের কার্য্যকারকদিগের হস্তগত হইয়া থাকে তবে সে আফীন জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ও যদি সে আফীন সরকারের কার্য্যকারক লোকের হস্তগত না হইয়া থাকে তবে ফিবিঘা ২০ কুড়ি টাকার বদলে ৩২ টাকা করিয়া দণ্ড ঐ অপরাধি ব্যক্তির দিতে হইবেক ও ঐ দণ্ডের অতিরিক্ত ঐ চাসী ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও নিরূপিত জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের টাকা দাখিল না করিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

সমস্ত জমীদারআদির সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হওনের সম্বাদ পাইবামাত্র তাহার সম্বাদ পোলীসের দারোগাআদিকে দিতে হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও সকর কি নিষ্কর ভূমির অন্য অধিকারি লোকের ও সমস্ত সদরী ইজারদারদিগের ও মফঃসলী সকল প্রকার ইজারদার ও তালুকদার ও তাহারদিগের নায়েব লোকের ও সাজওয়াল ও তহসীলদার ও সরবরাহকার লোকের ও এদেশীয় যে সকল লোক সরকারের তরফহইতে কি কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে ভূমির মালগুজারী কি ইজারার ভূমির টাকা তহসীলের কর্ম্মে মোকরর আছে তাহারদিগের আবশ্যক যে আপন২ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে কোন স্থানেতে সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হইবার সম্বাদ পাইলে অবিলম্বে ও সময় শিরে ইহার সমাচার পোলীসের ও আবকারীর দারোগাদিগের নিকটে ও মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নিকটে ও সরকারী মাসুল তহসীলের সাহেবদিগের ও আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের কি তাঁহারদিগের নায়েবদিগের নিকটে দেয় ইতি।

৩৩ ধারা।

উপরের উক্ত লোকেরা সমাচার দিতে গাফিলী করিলে তাহারদিগের যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার কথা।

জমীদারপ্রভৃতি উপরের ধারার প্রস্তাবিত সমস্ত প্রকার যে লোকদিগের শিরে উপরের ধারার লিখিত সমাচার দিবার ভার হইয়াছে তাহারা যদি পোলীসের কি আবকারীর যে দারোগা অতিনিকটে থাকে তাহার নিকটে কি মাজিস্ট্রেটসাহেবের কি ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে অথবা সরকারের মাসুল তহসীলের

নীলের কালেক্টরসাহেবের কি নিমকমহালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের নায়েব কিম্বা আসিষ্টাণ্টদিগের নিকটে উপরের ধারার লিখিত ঐ সমাচর জানিয়া শুনিয়া দিতে গাফিলী করে তবে ইহা কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হুজুরে সাবুদ হইলেঐ জমীদারপ্রভৃতি লোকেরা তাহারদিগের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা যত বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে এই আইনের ৩১ ধারার উক্ত কয়েদব্যতিরেক ঐ ধারার নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

সমস্ত আমলাদিগের নিষিদ্ধ আফীনের সম্বাদ তাহারা যেং সাহেবের অধিকারে ও তাবে থাকে তাঁহারদিগের নিকটে দিতে হইবার কথা।

ঐ সম্বাদ আবকারী মহালের কর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেবকে দিবার কথা।

এই ধারানুসারে সরকারের প্রত্যেক আমলাকে অতিতাকীদ হুকুম হইল যে সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হইয়াছে জানিতে পাইলে তাহার সমাচার তাহারা উপরের ধারার প্রস্তাবিত যে সাহেবদিগের অধিকারে ও তাবে থাকে তাঁহারদিগের নিকটে দিতে কোন প্রকারে গাফিলী না করে ও ইহার অন্যমত করিলে তাহারা কর্ম্মহইতে তগীর হওনের ও নিরূপিত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবআদি যে সাহেবদিগকে এমতং বিষয়ের খবরগিরী করিবার নিমিত্তে অনুমতি হইয়াছে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এমত সম্বাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সেখানকার জিলার কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দেন্ ইতি।

৩৫ ধারা।

পোলীসের কি আবকারী মহালের দারোগারা সরকারের অনুমতি বিনা পোস্তের চাস হওনের সম্বাদ পাইলেতাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

পোলীসের কি আবকারীর কোন দারোগা তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত নিষেধের অন্যথা সরকারের বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস হওনের সম্বাদ পাইলে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে স্বয়ংং সরে জমীনে গিয়া ইহার তহকীক করে ও ইহা সত্য হইলে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহারা যে সাহেবের এলাকা অর্থাৎ অধিকারে থাকে সেই সাহেবকে ইহার সম্বাদ অবিলম্বে জানায় ও পোলীসের ও আবকারী মহালের দারোগাদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ ভূমি চাসকরণিয়ার স্থানে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হুজুরে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী লয় ও ঐ চাসী ব্যক্তি তলবমত জামিনী না দিলে ঐ দারগাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ চাসীকে গ্রেফ্তার করিয়া যে ভূমিতে পোস্তের চাস করিয়া থাকে সে ভূমি কত ইহা সাবুদ হওনের সাক্ষী লোক সহিত মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেয় ইতি।



৩৬ ধারা।

### ৩৬ ধারা।

পোলীসের কি আব কারীর দারোগারা সর কারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিলে তগীর ও জরীমানাহওনের যোগ্য হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে যদি পোলীসের কি আবকারী মহালের কোন দারোগা আপন এলাকার মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা কোন ব্যক্তিকে পোস্তের চাস করিতে দেয় কি কোন প্রকারে সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস করিতে দেখিয়া কি শুনিয়া তাচ্ছল্য করে তবে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে ঐ দারোগা তাহাহইতে হওয়া ত্রুটি ও গাফিলীপ্রযুক্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য ও তাহা সেওয়ায় তাহার জ্ঞাতসারে কি তাচ্ছল্যক্রমে যত বিঘা জমীতে সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে এই আইনের ৩১ ধারার নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

### ৩৭ ধারা।

এজেন্টসাহেবের তাবে ছোট আমলার প্রতি এই ধারার উক্ত অপরাধ প্রমাণ হইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

যদি মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে ইহা সাবুদ হয় যে আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবদিগের তাবে ছোট২ আমলার মধ্যে কেহ সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস হইয়াছে জানিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে তবে সে ব্যক্তি আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক এবং তাহার জ্ঞাতসারে কি তাচ্ছল্যক্রমে সরকারের অনুমতিবিনা যত বিঘা ভূমি পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার সংখ্যাদৃষ্টে এই আইনের ৩১ ধারার নিরূপিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে তাহার বদলে পূর্ব্বে যে মিয়াদে কয়েদ থাকিবার কথা লেখা গিয়াছে সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিবার ও জরীমানার শাস্তি সেওয়ায় ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

### ৩৮ ধারা।

জমীদারপ্রভৃতিরা সরকারের বিনাঅনুমতিতে চাসকরা ভূমির পোস্ত ক্রোক্ করিয়া পোলীসের কি আবকারীর দারোগাদিগকে সমাচার দিতে পারিবার কথা।

যদি জমীদারেরা ও ইজারদারেরা এমত সমাচার পায় যে তাহারদিগের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে সরকারের অনুমতিবিনা ও এই আইনের লিখিত নিষেধের অন্যথা পোস্তের চাস হইয়াছে তবে তাহারদিগেরে ক্ষমতা আছে যে ঐ পোস্ত তৎক্ষণাৎ ক্রোক করিয়া ইহার সমাচার পোলীসের কি আবকারী মহালের যে দারোগা অতিনিকটে থাকে তাহার নিকটে দেয় ও ঐ দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৩৫ ধারার লিখিত হুকুমের মতে কার্য্য করে ইতি।

### ৩৯ ধারা।

যে আফীন নিষিদ্ধ আফীন বোধ হইয়া ক্রোক্ ও জব্দ হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে আফীন সরকারের তরফহইতে তৈয়ার করা গিয়া থাকে কি সরকারের হুকুমমতে বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাব্যতিরিক্ত যত আফীন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা অনুমতি

মতিবিনা ও নিষেধের অন্যথায় প্রস্তুতহওয়া আফীন বোধ হইয়া তাহা যে নৌকায় কি বলদে কি গাড়ীতে কিম্বা বারবরদারীর অন্য যে২ প্রকার বস্তু কি চতুষ্পাদ জন্তুতে বোঝাই থাকে তাহাসমেত ক্রোক্ ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

## ৪০ ধারা।

যাহারা কোম্পানির নীলামে খরীদকরা আফীন সমুদ্রপথে লইয়া যাইতে চাহে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যে আফীন সর্টিফিকটের সহিত না মিলে তাহা জব্দ হইবার কথা।

যে সকল লোকেরা কোম্পানি বাহাদুরের নীলামে খরীদকরা আফীন এ দেশহইতে সমুদ্রপথে অন্য দেশে লইয়া যাইতে চাহে তাহারদিগ্‌কে হুকুম আছে যে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হজুরহইতে কিম্বা তাঁহারদিগের কোন কার্য্যকারকের স্থানে এক সর্টিফিকট আফীন কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের নীলামে খরীদহওনের কথাসম্বলিত ও যত সিন্দুক আফীনের নিমিত্তে সর্টিফিকট লইতে চাহে তাহার প্রত্যেক সিন্দুকের লাট ও নিশানী ও নম্বর ও খরীদকরণিয়ার নাম ও ঐ আফীনের মূল্য ও তাহা বিক্রয়হওনের তারিখযুক্তে লইয়া দরপেশ করে ও যে আফীন সর্টিফিকটের লিখনের সহিত না মিলে তাহা সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

## ৪১ ধারা।

যে২ কার্য্যকারকেরা আফীন ও তাহার বারবরদারীর জন্তুআদি ক্রোক করিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের কথা।

আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকারসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের নায়েব ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের ও জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের কি সরকারী মাসুল তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের নায়েব লোকের ও নিমক মহালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের পেয়াদা ও বরকন্দাজ ও চাপরাসী অপেক্ষা উচ্চ পদের আমলাদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য সমস্ত আফীন তাহার বারবরদারীর বলদ কি গাড়ী কি অন্য২ প্রকার বস্তু কি চতুষ্পাদ জন্তুসমেত ক্রোক করেন কিন্তু কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি জিলার কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার দস্তখতী এক ওয়ারণ্টবিনা কোন নৌকা কিম্বা বারবরদারীর অন্য বস্তু কি চতুষ্পাদ জন্তু কিম্বা যে সিন্দুক অথবা পীপা কিম্বা বস্তা অথবা পুলিন্দাতে আফীনথাকনের সম্ভাবনা হয় তাহা আটক করিতে কি খুলিতে অনুমতি নাহি ও ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার বিনাহুকুমে যে ব্যক্তি কোন নৌকা কি বারবরদারীর অন্য বস্তু কি চতুষ্পাদ জন্তু কিম্বা সিন্দুক কি পীপা অথবা বস্তা কি পুলিন্দা কেবল তাহাতে আফীন থাকনের সম্ভাবনায় আটক করে ঐ নৌকাআদিতে নিষিদ্ধ আফীন না পাওয়া গেলে ও এপ্রকার আটক করিবার বিশিষ্ট হেতু না থাকিলে জিলার কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারকসাহে



বের

বের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার বিবেচনানুসারে সেই ব্যক্তির ঐ আটককরাতে অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক ও এই আইনের অনুসারে এ দেশীয় যে সকল আমলাদিগের আফীন ইত্যাদি ক্রোক্ করিবার ক্ষমতা আছে সে সমস্ত আমলালোকের আবশ্যক হইবেক যে ক্রোককরণের পরে তাহার সমস্ত ভাবগতিকের বেওরা কৈফিয়ৎসহিত সমাচার ইঙ্গরেজী চব্বিশ ঘড়ীর মধ্যে তাহারা যেং সাহেবের তাবে থাকে তাঁহাদিগের নিকটে দেয় ও যেং মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের নিকটে ঐ ক্রোকীর সমাচার পঁহুছে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে অবিলম্বে তাহার সম্বাদ জিলার কালেক্টরসাহেব কি যে অন্য কার্য্যকারক সাহেবের তহবীলে ক্রোক হওয়া সমস্ত আফীন থাকিবেক তাঁহার নিকটে দেন ইতি।

জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে সম্বাদ দিবার কথা।

৪২ ধারা।

সরকারী আমলা লোকের বিনাঅনুমতিতে আফীন তৈয়ার ও কেনা বেচা ও আমদানী ও রপ্তানী হওনের ও রাখণের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

সরকারের প্রত্যেক আমলাকে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে সরকারের বিনা অনুমতিতে আফীন তৈয়ার ও বিক্রয় ও খরীদকরণ ও তাহা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও রাখণের নিবারণ হইবার অর্থে এমত আফীন ক্রোক্ করিতে ও ক্রোক্ করিতে তাহারদিগের ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা যেং সাহেবের তাবে হয় সেইং সাহেবের নিকটে তাহার সম্বাদদেওনতে অতিসচেষ্ট হয় ও যদি ইহা করিতে গাফিলী করে তবে তাহারা আপনং কর্ম্মহইতে তগীর হইবার ও ইহার পরে যে জরীমানার কথা লেখা যাইবেক সেই জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের নিকটে এমত সমাচার পঁহুছে তাঁহার আবশ্যক যে এবিষয়ের সম্বাদ জিলার কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দেন্ ইতি।

৪৩ ধারা।

আফীন ক্রোক্ হইলে ও তাহা কালেক্টর কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের তহবীলে রাখা গেলে যে হুকুমমতে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

যে সময়ে কিছু আফীন ক্রোক্ করা গিয়া জিলার কালেক্টরসাহেবের কি ঐ জিলাতে কোন সাহেব আসিষ্টাণ্টী কর্ম্মে মোকরর থাকিলে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবের তহবীলে রাখা যায় সে সময়ে ঐ কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমুনে জারী করেন যে যদি ক্রোকহওয়া আফীনের কোন দাওয়াদার এক মাসের মধ্যে হাজির না হয় তবে ঐ আফীন সরকারে জব্দ হইবেক ইহাতে যদি ঐ নিরূপিত কালের মধ্যে ঐ আফীনের দাওয়াদার কোন ব্যক্তি হাজির হয় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ ক্রোক হওয়া আফীনেতে ঐ দাওয়াদারের হক অর্থাৎ স্বত্ব আছে কি না ইহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন এমতে যদি ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ দাওয়াদারের উপর ডিক্রী করেন কি আফীনের দাওয়া



দরপেশ

দরপেশ করিতে কেহ হাজির না হয় তবে ঐ অফীন সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে যে মত হুকুম করেন সেই মত কার্য্য হইবেক ইতি।

৪৪ ধারা।

আফীন বোঝাই থাকা নৌকা ও গাড়ী ও অন্য বস্তু কি জন্তু জব্দ হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল নৌকা কি বারবরদারীর অন্য২ যে বস্তু কি জন্তুতে নিষিদ্ধ আফীন বোঝাই থাকে তাহা সমস্ত ও যে সকল পুলিন্দা কি সিন্দুক কি পীপাতে ঐ আফীন ছাপান থাকে তাহা সমস্ত ঘোড়া কি বলদ কি গাড়ী ইত্যাদি যাহা ঐ আফীন লইয়া যাইতে থাকে তাহাসমেত সরকারে জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও তাহা জিলার কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তহবীলে রাখা যাইবেক ও ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ আফীন জব্দ হইলে পর তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকার বিষয়ে পশ্চাৎ যে প্রকার লেখা যাইবেক সেই মত কার্য্য করেন ইতি।

৪৫ ধারা।

যাহারা নিষিদ্ধ আফীন খরীদ করে তাহারদিগের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা নিষিদ্ধ আফীন খরীদ করে কি রাখে সে সমস্ত লোকের নামে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে নালিশ হইতে পারিবেক ও ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে যদি নিষিদ্ধ আফীন তাহা খরীদ করা কি রাখাই বা হউক পাওয়া যায় তবে ঐ আফীন সরকারে জব্দহওনের অতিরিক্ত তাহার সেরকরা ৮ আট টাকার হিসাবে জারীমানা ঐ অপরাধির দিতে হইবেক ও যদি ঐ আফীন না পাওয়া যায় তবে ঐ অপরাধির তাহার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ১৬ ষোল টাকা হিসাবে জরীমানা দিতে হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা ঐ অপরাধী যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে নালিশ করিয়া কি এত্তেলা দিয়া উসুল করা যাইবেক ও যদি ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা পুরা ৫০০ পাঁচ শত না হয় তবে আর এত টাকা জরীমানা যে একুনে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় ঐ অপরাধির স্থানে কালেকটরসাহেব কি অন্য যে সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব আপন ক্ষমতানুসারে লইতে পারিবেন ও ঐ জরীমানার অতিরিক্ত ঐ অপরাধী ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার নিমিত্তেও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।



৪৬ ধারা।

৪৬ ধারা।

যে জমীদারআদির অধিকারে ও জ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ আফীন কেনা বেচা হয় তাহারদিগের যাহা হইবেক তাহার কথা।

সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্য সকর কি নিষ্কর ভূমির অধিকারী ও সদরী ইজারদার ও নায়েব ও গোমাস্তা ও সরবরাহকার ও সাজওয়াল ও তহসীলদারদিগকে ও অন্য যে ২ আমলা সরকারের কি কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মে কি ইজারদারীতে মোকরর আছে তাহারদিগকে জানান যাইতেছে যে যদি তাহারদিগের জ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ আফীন খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাতে যদি তাহারা স্বয়ং তাহা খরীদ করিয়া ও রাখিয়াও না থাকে তথাপি ঐ নিমিত্তে তাহারদিগের উপরের লিখিত জরীমানা এতাবতা সেই আফীন পাওয়া যাওনমতে তাহার সেরকরা ৮ আট টাকা হিসাবে ও তাহা না পাওয়া যাওনমতে ৮০ সিক্কার ওজনের সেরকরা ১৬ ষোল টাকা হিসাবে জরীমানা দিতে হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা উপরের উক্ত প্রকারেতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

৪৭ ধারা।

সরকারের এদেশীয় আমলা লোক কি অপর ব্যক্তিরা অনুমতিবিনা পোস্তের চাস কি আফীন কেনা বেচাহওনের সম্বাদ দিলে যে ইনাম পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে সরকারী যে সকল আমলা কি অন্য২ ব্যক্তিরা সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনের কি আফীন তৈয়ার কি খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় কিম্বা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওনের অথবা রাখণের সমাচার দিবেক কিম্বা নিষিদ্ধ আফীন কি পোস্তের ফসল এই আইনের হুকুমমতে ক্রোক্ করিবেক তাহারা সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাসহওয়া ভূমি ক্রোক্ হইলে পর কি নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক্ ও জব্দ হইলে পর যে ইনামের কথা পশ্চাৎ লেখা যাইবেক সেই ইনাম পাইতে পারিবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

যে কার্য্যকারকসাহেবেরা ইনাম পাইতে পারিবেন তাঁহারদিগের কথা।

মোকাম বেহারের আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকারসাহেব ও তাঁহার নায়েবেরা ও মোকাম গাজীপুরের ও মোকাম রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর সাহেব কি ঐ২ স্থানে অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেব আফীন তৈয়ারীর সিরিশ্তার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা ও সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমকমহালের সুপেরিণ্টেণ্ডণ্টসাহেবেরা নীচের লিখিত ইনাম নীচের লিখিত প্রকারেতে পাইতে পারিবেন ইতি।

৪৯ ধারা।

যাহারদিগের সম্বাদ দেওয়াতে অপরাধির প্রতি জরীমানার কি পো

যদি এই আইনের ৩০ ধারার লিখিত হুকুমমতে যে চাসী লোক সরকারের তরফহইতে পোস্তের ক্ষেত করিবার দাদনী লইয়া তাহার আফীন নিজে তসরূফ করে সেই আফীন না পাওয়া যাওনমতে ঐ চাসী লোকের উপর তাহার সেরকরা ১৬



ষোল

ষোল টাকা হিসাবে জরীমানার হুকুম হয় এবং যদি পোস্তের ফসল নষ্ট করা যাওন মতে কিম্বা পোস্তহইতে উঠান আফীন না পাওয়া যাওনমতে এই আইনের ৩১ ও ৩৩ ও ৩৬ ও ৩৭ ধারার লিখিত কোন প্রকার শাস্তি ও জরীমানার হুকুম কাহারু প্রতি হয় তবে যে ব্যক্তির সমাচারদেওনেতে এপর্য্যন্ত হয় সে ব্যক্তি সরকারী চা কর হয় বা না হয় ঐ জরীমানার অর্দ্ধেক টাকা ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

স্তের ফসল নষ্ট করা গেলে কি তাহার আফীন না পাওয়া গেলে শাস্তির হুকুম হয় তাহারা যে ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

৫০ ধারা।

এই ধারানুসারে যত নিষিদ্ধ আফীন ধরা পড়ে তাহার মূল্য সেরকরা ১০ দশ টাকা নিরূপণ হইবেক ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা অনুমতিবিনা পোস্তের চাসহওনের সমাচার দেয় কিম্বা সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে নিষিদ্ধ আফীন খরীদ ও ফোরোখ্ত অর্থাৎ কেনাবেচা ও স্থানান্তরহওনের সম্বাদ অথবা নিষিদ্ধ আফীনের বিষয়ের অন্য কোন সম্বাদ দেয় যদি তাহারদিগের দেওয়া সমাচারেতে ঐ আফীন ক্রোক ও জব্দ হয় তবে ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তাহা ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া ও ঐ আফীন জব্দহওনেতে এই আইনের মতে জরীমানার যে টাকা উসুল হয় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেক এবং সরকারের যে ক্ষুদ্২ চাকরলোক ঐ সমাচার পাইয়া আফীন ক্রোক্ করে তাহারাও ঐ ইনাম এতাবতা ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২০॥ আড়াই টাকার হিসাবে ও যে জরীমানা পাওয়া যায় তাহার চৌথাই পাইবার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব ঐ ইনাম এক জনকে কি তাহাহইতে অধিক জনকে দেওয়া উপযুক্ত বুঝিলে দিতে পারিবেন ও যদি কেহ ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারকসাহেবের হুকুমেতে অসম্মত হইয়া আপীল করে তবে যে সাহেব এমত মোকদ্দমার আপীল হওনের সময়ে তাহার নিষ্পত্তির হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন তিনি ঐ বিষয়ে যাহা উপযুক্ত বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন ও সুবে বেহারের আফীনের এজেন্ট অর্থাৎ মোখ্তারকারসাহেব ও তাঁহার নায়েবেরা ও মোকাম গাজীপুরের ও জিলা রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব কি ঐ২ স্থানে অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেব আফীনের সিরিশ্তার কর্ম্মে মোকরর থাকেন তাঁহারা ও সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমক মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে ও তাঁহারদিগের তাবে আমলার চেষ্টায় কিছু আফীন ক্রোক্ হওনেতে যে জরীমানা উসুল হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেন কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেব ঐ সাহেবদিগের মধ্যে এক জন কি তাহাহইতে অধিক জনকে ঐ ইনাম

নিষিদ্ধ আফীনের মূল্য ও ইনামের হার নিরূপণের ও তাহা যাহারা পাইতে পরিবেক তাহার কথা।



দিবার

দিবার বিষয়ে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যাহা উপযুক্ত ঠাহরান তাহা করিতে পারি বেন ইতি।

৫১ ধারা।

সরকারী আমলারা অপর ব্যক্তির সম্বাদ দেওনবিনা নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক্ করিলে যে২ ব্যক্তি ইনাম পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

যদি সরকারের কার্য্যকারকেরা উপরি লিখিত ব্যক্তির সম্বাদ দেওনবিনা কিছু নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক্ করেন তবে আফীনের এজেন্টসাহেব এতাবতা মোখ্তারকারসাহেব ও তাঁহার নায়েব ও মোকাম গাজীপুরের তেজারতের কুঠীর সাহেব ও জিলা রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর সাহেব কিম্বা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সে সাহেব ও সরকারী মামুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমক মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের মধ্যে যে২ সাহেবের তাবে আমলার অনুসন্ধানে ও চেষ্টাতে আফীন ধরা পড়ে তাঁহারা তাহার ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা ও ঐ আফীনের বাবৎ যে জরীমানা উসুল হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা ইনামরূপে পাইবার যোগ্য হইবেন ও ঐ সাহেবদিগের যে ক্ষুদ্র২ আমলা আফীন ক্রোক্ করে তাহারাও ৮০ আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে ও ক্রোক্হওয়া আফীনের বিষয়ে যে জরীমানা উসুল হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা ইনামরূপে পাইবেক ইতি।

৫২ ধারা।

নৌকাআদি জব্দ হইয়া বিক্রয়হওয়াতে যত টাকা মূল্য হয় তাহা অংশাংশী হইবার কথা।

সুবে বেহারের আফীনের এজেন্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব ও তাঁহার নায়েব ও মোকাম গাজীপুরের ও মোকাম রঙ্গপুরের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেব কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেব ঐ২ স্থানে আফীনের সিরিশ্তার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা ও মামুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েবেরা ও নিমক মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা আপনারদিগের আমলা লোকের চেষ্টা ও অনুসন্ধানেতে ক্রোক্হওয়া নৌকা ও বারবরদারীর অন্য বস্তু কি জন্তু ও পীপা ও পুলিন্দা ও সিন্দুকইত্যাদি ও ঘোড়া ও গাড়ী ও বলদআদি জব্দ ও বিক্রয়হওনেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইবার যোগ্য হইবেন ও তাঁহারদিগের তাবে যে ছোট২ আমলা লোক ঐ সকল বস্তু ক্রোক্ করে তাহারা যদি ঐ ক্রোক্ গোয়েন্দার সমাচারদেওনেতে হইয়া থাকে তবে ঐ সকল বস্তু জব্দ ও বিক্রয় হওয়াতে যত টাকা মূল্য পাওয়া যায় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ইনামরূপে পাইতে পারিবে ও ঐ চারি ভাগের আর এক ভাগ যে গোয়েন্দার সম্বাদদেওয়াতে ঐ নৌকাআদি ক্রোক্ ও জব্দ হয় সেই গোয়েন্দা ইনামরূপে পাইবেক ও যদি সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা উপরি লিখিত লোকদিগের সম্বাদদেওনবিনা আফীন ক্রোক্ করেন তবে তাঁহার তাবে যে ক্ষুদ্র২ আমলার চেষ্টাতে আফীন ক্রোক্ হয় তাহারা ঐ নৌকা



আদি

আদি বিক্রয় হওনেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইতে পারিবেক ইতি।

৫৩ ধারা।

মফঃসলতে আফীন খরচ হইবার বন্দোবস্তের নিমিত্তে ও সরকারের অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয় হইতে বারণের নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৫৪ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে মফঃসলেতে আফীন খুজরা বিক্রয়করণের দ্বারা যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহা সরকারের আবকারী মহালের বাবৎ উৎপন্ন টাকার মধ্যে গণনা করা যাইবেক ও আফীন খুজরা বিক্রয়হওনের সিরিশতা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের হুকুমের তাবেতে ঐ২ সাহেবদিগের অধিকার বিশেষে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাহারদিগের জিম্মা থাকিবেক ইতি।

আফীন খুজরা বিক্রয়করণেতে উৎপন্নহওয়া টাকা আবকারী মহালের উৎপন্ন টাকার মধ্যে গণনা হইবার কথা।

৫৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে প্রতিবৎসর একবার কি তাহাহইতে অধিকবার আপনারদিগের জিলাসকলেতে খরচ হইবার নিমিত্তে যে আন্দাজ আফীনের দরকারি ও আবশ্যক হয় তাহার সম্বাদ আপন২ অধিকারের দৃষ্টে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনের সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহারও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে দেন্ ও ঐ সাহেবেরা যত২ আফীন চাহেন তাহার বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের বৈঠকে যে প্রকার হুকুম করেন সেই প্রকারে তাহা ঐ২ কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা আপন২ জিলাতে যত আফীনের প্রয়োজন থাকে তাহার সমাচার দিবার কথা।

৫৬ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে লোকেরা অনায়াসে আফীন পাইবার নিমিত্তে যে২ স্থানেতে উপযুক্ত বোধ হয় সেই২ স্থানে সরকারের তরফহইতে আফীন খুজরা বিক্রয় হইবার দোকান মোকরর হইবেক ইতি।

খুজরা বিক্রয় করিবার দোকান মোকরর হইবার কথা।

৫৭ ধারা।

আফীন খুজরা বিক্রয়করণের জন্যে কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে২ কার্য্যকারক

সরকারের মোকরর

করা দোকানে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবার লোক মোকররকরণের কথা।

কারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের তরফহইতে যেং লোক মোকরর হয় তাহারা সরকারের তরফহইতে যেং দোকান মোকরর হয় কেবল সেইং দোকানেতে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবেক ও ঐ দোকানদারদিগের মেহনতানা হয় সমুদয় মাহিনারূপে কি সমুদয় কমিস্যনরূপে অথবা কতক মাহিনারূপে ও কতক কমিস্যনরূপে মোকরর হইবেক ইতি।

৫৮ ধারা।

দোকানদারেরা একং আমলনামা পাইবার ও জামিনী দাখিল করিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে আফীন খুজরা বিক্রয়করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া দোকানদারেরা এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে একং আমলনামা পাইবেক ও ঐ দোকানদারদিগের স্থানে একং কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ও ঐং দোকানদারদিগের আবশ্যক হইবেক যে কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা তলব করিলে মাতবর জামিনী দাখিল করে ইতি।

৫৯ ধারা।

কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথা করিলে যে প্রতিফল হইবে তাহার কথা।

যদি ঐ দোকানদারদিগের কোন দোকানদার আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমত করে তবে আপন দোকানদারী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ও ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি জরীমানার টাকা না দেয় তবে কালেকটরসাহেব তাহার অপরাধের ভাব বুঝিয়া ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ উপযুক্ত ঠাহরেন সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৬০ ধারা।

আবকারী মহালের কার্য্যভারক্রান্ত সাহেবেরা বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে লোকদিগকে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবার পাট্টা দিতে পারিবার কথা।

যদি ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে বিহিত বুঝেন তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা আফীন খুজরা বিক্রয়করণের ক্ষমতা পাট্টার অনুসারে অন্যং ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন ইতি।

৬১ ধারা।

পাট্টা দেওয়া বিহিত বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেবের বিবেচনায় উপরের ধারার লিখিত বিষয় এতাবতা আফীন খুজরা বিক্রয়ের পাট্টা দেওয়া বিহিত বোধ হয় তবে ঐ বিষয়ের কথা ও



পাট্টা

পাট্টাপাওনের সময়ের নিরূপণ ও যেং নিয়মমতে কার্য্য করিলে ঐ পাট্টা বহাল থাকিবেক সেইং নিয়ম লিখিয়া ইশ্‌তিহার দিবেন ইতি।

৬২ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি উপরের ধারার প্রস্তাবিত পাট্টা লইবার বাসনা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে পাট্টা পাইবার কথা ও যে স্থানেতে দোকান করিতে চাহে সে স্থানের কথা লিখিয়া এক দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে দেয় ও এমত দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে দরখাস্তদেওনিয়ার আবশ্যক হইবেক যে পাট্টার লিখিত নিয়মমতাচরণ করিবার বিষয়ে যেমত জামিনী ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব উপযুক্ত ঠাহরান সেই মত জামিনী দাখিল করে ইতি।

খুজরা বিক্রয়করণের পাট্টা যাহারা লইতে চাহে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬৩ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে দরখাস্তদেওনিয়ারা উপরের লিখিত জামিনী দাখিল করিলে পর তাহারদিগকে আফীন খুজরা বিক্রয় করিবার একং পাট্টা এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়া মতে দেওয়া যাইবেক ও ঐ ২ পাট্টা পাইলে ঐং ব্যক্তিরদিগের আপনং নামের পাট্টার অনুযায়ী একং কবুলিয়ৎ লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

জামিনী ও কবুলিয়ৎ দাখিল করিলে পর পাট্টা দিবার কথা।

৬৪ ধারা।

পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়াদিগকে মাসেং যে আন্দাজ আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় সেই আন্দাজ আফীন দেওয়া যাইবেক ও বোর্ড রেবিনিউরসাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনের সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের আবশ্যক যে বিক্রয়করণিয়াদিগের প্রতি তাহারদিগের যে মূল্য দিতে হইবেক তাহার নিরিখ এবং ঐ মূল্যছাড়া দিনুড়ী মাসুলের নিরিখ যে দুই ঐ বিক্রয়করণিয়াদিগের স্থানে কালেক্টরসাহেবেরা তহসীল করিবেন তাহার নিরূপণ করেন্ কিন্তু বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের দৃষ্টে যে ঐ মোকররী মূল্য ও মাসুলের নিরিখ কম হওয়াতে সরকারের পক্ষে কোন প্রকারে ক্ষতি না হয় এবং তাহা বেশীহওয়াতেও বিক্রয়করাণিয়াইত্যাদি লোকদিগের নিষিদ্ধ প্রকারে আফীন খরীদ ও ফরোখ্ত অর্থাৎ কেনা বেচা করিবার প্রবৃত্তি না হয় এমত পরিমাণে ঐ মূল্য ও দিনুড়ী মাসুলের নিরিখ নিরূপণ করেন যে সরকারের পক্ষে অতিশয় ফলদায়ক হয় ইতি।

পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়ারয়াদিগকে আফীন দিবার মতের কথা।

৬৫ ধারা।

যে কর্ম্মের নিমিত্তে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে এমত কোন কর্ম্ম যদি কোন পাট্টাদার আফীন বিক্রয়করণিয়া আপন কবুলিয়তের লিখিত কোন

পাট্টা যে প্রকারে বাতিল হইবেক তাহার কথা।



নিয়মের

নিয়মের অন্য মত করে তবে তাহাতে ঐ বিক্রয়করণিয়ার পাট্টা বাতিল অর্থাৎ অক র্ম্মণ্য হইবেক ও ৫০পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা ঐ অপরাধির দিতে হইবেক ও যদি ঐ অপরাধী ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে ঐ অপরাধী তাহার অপরাধের ভাব দৃষ্টে এক মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ কালেক্টরসাহে বের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও পাট্টা রদ হওনের তারিখ লাগাইত ঐ বিক্রয়করণিয়ার শিরে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে দাখিলকরা কবুলিয়ৎ মতে যত টাকা ওয়াজিবী দেনা হয় তাহাব্যতিরিক্ত তা হার কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমতাচরণ করণেতে সরকারের পক্ষে যে আ ন্দাজ ক্ষতি হয় তাহা যত টাকায়পূরা হয় তত টাকা দণ্ড ও বিক্রয়করণিয়ার দেনা হইয়া তাহা তাহার জামিনদারের স্থানহইতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবার কথা।

পাট্টাদার আফীন বিক্রয়করণিয়াদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা যখন ইচ্ছা করে তখনি আপন২ পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবেক ও যদি তাহারা আপন২ পাট্টা আ লিয়া দিবার নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করে তবে তাহারদিগের স্থানে পাট্টা ইস্তফা করিবার তারিখ লাগাইত ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কা র্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে দা খিলকরা একরারনামামতে যত টাকা পাওনা ওয়াজিবী হয় তাহার অতিরিক্ত আর এক মাসের দিনুড়ী মাসুলের টাকা যাবৎ দাখিল না করে তাবৎ পাট্টার লিখিত নি য়মহইতে এড়াইতে পারিবেক না ইতি।

৬৭ ধারা।

দোসরা দোকানের কারণ আলাহিদা পাট্টা লইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে২ ব্যক্তিকে যে২ পাট্টা দেওয়া যায় সেই এক২ পাট্টাঅনুসারে তাহারা কেবল এক২ দোকান করিতে পারিবেক ও যদি কোন বিক্রয়করণিয়া এক দোকানব্যতীত অধিক দোকান করিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে প্রত্যেক দোকানের নিমিত্তে আলাহিদা২ পাট্টা লয় ও যে এক দোকানেতে সে স্বয়ং আফীন বিক্রয় করে যেমত সেই দোকানের বা বৎ কৌলকরারের জওয়াব দিবার দায় ঐ বিক্রয়করণিয়ার শিরে থাকে সেই মত দোসরা যে দোকানে অন্য ব্যক্তিকে আফীন বিক্রয় করিবার কারণ নিযুক্ত করে সে দোকানের বাবৎ কৌল করারের জওয়াব দিবারো দায় ঐ বিক্রয়করণিয়ার শিরে থাকিবেক ও যে২ পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়া পাট্টার লিখিত স্থানভিন্ন অন্য স্থানে আ ফীন বিক্রয় করে তাহারদিগের অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয়করণের নিমিত্তে এই



আইনানুসারে

আইনানুসারে যত টাকা জরীমানা মোকরর হইয়াছে তত টাকা জারীমানা দিতে হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা

বোর্ড রেনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারা বিহিত বুঝেন তবে কালেক্টরসাহেবদিগকে কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগকে এমত অনুমতি দেন্ যে যদি কোন পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়া কি অন্য কোন ব্যক্তি কোন বাজারেতে আফীন বিক্রয় করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহাকে এক পাট্টা বিশেষ করিয়া ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে দেন্ ও ঐ পাট্টাতে হাটের নাম ও ঐ পাট্টা বহাল থাকিবার মিয়াদের নিরূপণ লেখা যাইবেক ও এমত পাট্টা এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের পাট্টার শরওয়া মতে উপযুক্ত কোন২ কথার ফেরফার করিয়া লেখা যাইবেক ইতি।

বিশেষ পাট্টার কথা।

৬৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা এই আইনানুসারে আফীন বিক্রয়হওনেতে যত টাকা সরকারের নিজ প্রাপ্য হইয়া তহবীলে দাখিল হয় তাহার শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া কমিস্যনরূপে পাইবেন ইতি।

আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা কমিস্যন পাইবার কথা।

৭০ ধারা।

কালেকটরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে আফীন বিক্রয়করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া বিক্রয়করণিয়াদিগের মধ্যে কোন বিক্রয়করণিয়া কিম্বা যে২ ব্যক্তি ঐ বিক্রয়করণিয়ার তরফহইতে ঐ কর্ম্মে মোকরর হইয়া থাকে তাহারা অথবা কোন পাট্টাদার বিক্রয়করণিয়া স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা মিশালকরা আফীন বিক্রয় করে কি করায় তবে ঐ২ ব্যক্তিদিগের পাট্টা কি আমলনামা রদ ও বাতিল হইবেক ও কালেক্টর সাহেবের নিকট এ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ বিক্রয়করণিয়ার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিতে হইবেক ও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ কালেক্টরসাহেব তাহার অপরাধের উপযুক্ত বুঝেন সেই মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ অপরাধী কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ আফীন জব্দ করিয়া নষ্ট করা যাইবেক ও যে নৌকা কি বারবরদারীর অন্য বস্তু কি জন্তু কি গাড়ীআদিতে ঐ আফীন বোঝাই থাকে ও যে সিন্দুক কি পীপা কি পুলিন্দাতে রাখা গিয়া থাকে তাহা সমস্ত ক্রোক ও জব্দ হইবেক ও যে গোয়েন্দার সম্বাদদেওনেতে এপর্য্যন্ত হয় সে

মিশালকরা আফীন বিক্রয় করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।



গোয়েন্দা

গোয়েন্দা অপরাধির অপরাধ প্রমাণ হইলে পর কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব তাহার যত টাকা জরীমানা করেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইতে পারিবেক ইতি।

৭১ ধারা।

আফীন মিশাল করা কি না ইহা তহকীককরণের মতের কথা।

যদি উপরের ধারার উক্ত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি আফীন মিশ্রিতকরণেতে অস্বীকৃত হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের তহকীকের জন্যে ঐ আফীন জিলার ডাক্তর অর্থাৎ চিকিৎসক সাহেবের নিকটে পাঠান ও সেই জিলায় ডাক্তর সাহেব না থাকিলে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে এ দেশীয় প্রধানং চিকিৎসকদিগের মধ্যে দুই জন কিম্বা ততোধিক অথবা অন্যং যে ব্যক্তিরা আফীন পরখ করিতে পারে তাহারদিগকে এই প্রয়োজনের নিমিত্তে তলব করেন ও কালেক্টরসাহেবেরা কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের উচিত যে বিক্রয়করণিয়াদিগকে আফীন দিবার সময়ে তাহার নমুনা তাহারদিগকে দেওয়া আফীনের সহিত মিলাইবার নিমিত্তে আপনারদিগের নিকটে রাখেন ইতি।

৭২ ধারা।

লশ্করী ছাউনীর নিকটে আফীন বিক্রয়হওনের বিষয়ে ইং ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত যেং দাঁড়া লশ্করের ছাউনীর নিকটে শরাব বিক্রয়হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেইং দাঁড়া ঐ ছাউনীর নিকটে এই আইনমতে আফীন বিক্রয়হওনের বিষয়েতেও সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৭৩ ধারা।

পাট্টাদার বিক্রয়কারকদিগের সহিত এই ধারার লিখিত আইনের কএক হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ও ১৮১৪ সালের ১৭ আইনের লিখিত যেং হুকুম শরাব অর্থাৎ মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বাবৎ বাকী টাকা উসুলকরণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে যে সেইং হুকুম যাহারা আফীন বিক্রয় করিবার পাট্টা পায় তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

৭৪ ধারা।

নিষেধের কথা।

এই ধারানুসারে নিষেধ হইল যে সরকারের মোকররকরা দোকানভিন্ন অন্য স্থানে আফীন বিক্রয় হইবেক না ও আফীন বিক্রয় করিবার কর্ম্মে মোকররহওয়া বিক্রয়করণিয়ারাভিন্ন ও যেং ব্যক্তিরা কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে পাট্টা পায় তাহারাভিন্ন অন্য কেহ আফীন বিক্রয় করিতে পারিবেক না ইতি।



৭৫ ধারা।

৭৫ ধারা।

অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয় করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

যে ব্যক্তি অনুমতিবিনা অল্প বিস্তর যে কিছু আফীন বিক্রয় করে সে ব্যক্তির ঐ অপরাধ ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক কিম্বা তাহার বদলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ কালেক্টরসাহেব তাহার অপরাধের উপযুক্ত বুঝেন সেই মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও এ হুকুম যে সকল বৈদ্যেরা রোগি ব্যক্তিরদিগ্‌কে ঔষধরূপে আফীন দেয় তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক না ইতি।

৭৬ ধারা।

অনুমতি বিনা আফীন যাহা রাখিতে পারা যায় তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার তবফহইতে যে ব্যক্তি আফীন বিক্রয় করিবার আমলনামা কি পাট্টা না পায় তাহাকে সে যে জিলাতে থাকে সেই জিলার মধ্যের দোকানসকলের চলন দুই তোলাহইতে অধিক আফীন আপন নিকটে রাখিতে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি ও যদি কাহারু নিকটে ঐ ওজনের অধিক আফীন যাহা রাখিতে অনুমতি না রাখে তাহা পাওয়া যায় তবে ঐ আফীন নিষিদ্ধ বোধ হইয়া তাহা যে চতুষ্পাদ জন্তু কি বারবরদারীর অন্য বস্তুতে বোঝাই থাকে অথবা যে সিন্দুকআদিতে থাকে তাহা সমেত জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ অপরাধী দুই তোলাহইতে অধিক আফীন রাখিবার বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে এ বিষয় ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধী বিনাঅনুমতিতে দুই তোলাহইতে অধিক আফীন খরীদকরণ ও রাখণের প্রতিফলে এই আইনের ৪৬ ধারার নিরূপিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের দ্বারা ইহা প্রকাশ হয় তাহারা এই আইনের ৫০ ও ৫১ ধারার নিরূপিত ইনাম পাইতে পারিবেক ইতি।

৭৭ ধারা।

যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম না খাটিবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে দাদনীলওনিয়া যে চাসী লোকেরা নূতন উঠান আফীন পোস্ত পরিণতহওনকালাবধি এজেন্টসাহেবের নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার কালপর্য্যন্ত আপন২ নিকটে রাখে তাহারদিগের সহিত উপরের ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৭৮ ধারা।

আফীন বিক্রয় করিতে অনুমতিপাওয়া লোক

কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের

দিগের ইসমনবিসী পাঠা ইবার কথা।

মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যে২ ব্যক্তিরা আফীন বিক্রয় করিবার পাট্টা পায় তাহারদিগের ইসমনবিসী আবকারীর দারোগা ও পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে পাঠান্ ও ঐ দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা যে২ সাহেবের তাবে হয় সেই২ সাহেবের হুজুরে অনুমতিবিনা যে২ ব্যক্তিরা আফীন বিক্রয় করে তাহারদিগকে তাহা সাবুদহওনের সাক্ষিসমেত চালান করিতে থাকে ও যদি অনুমতিবিনা আফীন বিক্রয় কি পোস্তের চাসকরণিয়া ব্যক্তিরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগকে তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইবার সাক্ষিলোকসমেত ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব নীচের লিখিত হুকুমের মতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

পোলীসের ও আবকারীর দারোগাদিগের ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৭৯ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের আবশ্যক যে সরকারের অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ও রাখা না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে২ হুকুম ও অনুমতি এই আইনের দৃষ্টে উত্তম ও বিহিত বুঝেন্ তাহা আপনারদিগের তাবে কার্য্যকারকদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৮০ ধারা।

কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার যে২ মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে অনুমতিবিনা পোস্তের চাস ও আফীন তৈয়ার ও খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও রাখণের বাবৎ সরকারের কি গোয়েন্দার পাওনা কোন জরীমানার টাকা উসুল করণের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা ও নালিশ ও এজ্‌হার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে সেই সাহেব শুনিবেন ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত নিয়মের কোন নিয়ম ইহার প্রতিবন্ধক হইবেক না কিন্তু সরকারের কার্য্যকারক লোক দাঁড়ার অন্য মতাচরণ করিলে সে হেতুক তাহারদিগের নামে হওয়া যে সকল নালিশ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের শ্রবণ ও বিচারযোগ্য সে সকল নালিশ শ্রবণ ও তাহার বিচারকরণের কিছু সম্পর্ক ঐ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সহিত থাকিবেক না ও ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে করেন্ ইতি।



৮১ ধারা।

## ৮১ ধারা।

যে মতে মোকদ্দমার বিচার না করা যাইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার এমত ক্ষমতা নাহি যে উপরের লিখিত কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি এজহার জরীমানা কি অন্য দণ্ড হইবার যোগ্য কোন কর্ম্ম করণের পর অবধি ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে দরপেশ হওনব্যতিরেকে তাহার বিচার করেন্ কিন্তু যদি সরকারের তরফহইতে এমত২ মোকদ্দমা ঐ নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পরে দরপেশ করা যায় ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহা দরপেশ না হওনের বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের ক্ষমতা আছে যে তাহার বিচার করেন্ ইতি।

## ৮২ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমার আরজী ও অন্য লেখন ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে না হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে যে সকল মোকদ্দমা ও এজহার ও নালিশ দরপেশ হইবেক তাহার আরজী ও তৎসম্পর্কীয় অন্য২ লেখন ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ও সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ও অন্য২ ব্যক্তিদিগের মধ্যেতে যে কৌলকরার হয় তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা না গিয়া অন্য কাগজে লেখা গেলেও তাহা আদালতে ও কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নিকটে সাবুদের প্রকরণে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

## ৮৩ ধারা।

কালেক্টর কি অন্য সাহেব ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যে২ কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে কাহারু নালিশের এজহারেতে কি দিব্য করাইয়া সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করণানুসারে অথবা দৃষ্টিহওনানুসারে এমত দৃঢ় বোধ হয় যে এই আইনের অন্যমতে কোন প্রজার ক্ষেতে প্রকৃতই পোস্তের গাছ হইয়া বাড়িতেছে তবে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে কোন আমলাদ্বারা পোস্তের ফসল ক্রোক্ না হইয়া থাকিলে আপনারা ঐ ফসল ক্রোক্ ও নষ্ট করান্ ও যদি ঐ কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের এমত বোধ হয় যে কাহারু স্থানে নিষিদ্ধ আফীন আছে তবে তাঁহারদিগ্কে অনুমতি আছে যে তৎক্ষণাৎ ঐ আফীন ধরিবার নিমিত্তে আপন ওয়ারান্ত জারী করেন্ ও ঐ দুই প্রকারেতেই ঐ কালেকটরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব অনুমতিবিনা পোস্তের চাসকরণের কি আফীন রাখণের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগ্কে ধরিবার নিমিত্তে আপন ওয়ারান্ত জারী করিতে ও এ বিষয় সাবুদ হইবার কারণ যে২ সাক্ষির প্রয়োজন হয় তাহারদিগকে তলব



করিতে

করিতে পারিবেন ও এই ধারানুসারে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সহযোগেতে ক্ষমতা আছে যে সমস্ত নৌকা ও বারবরদারীর অন্য বস্তু ও পুলিন্দা ও পীপা ও সিন্দুকআদি যাহাতে আফীন ছাপাইয়া রাখণের সম্ভাবনা হয় তাহা ধরিয়া রাখিয়া তাহার তালাশী লন্ ইতি।

৮৪ ধারা।

কালেক্টর কি অন্য সাহেবের যে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

এতদ্ভিন্ন যদি কেহ কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনের লিখিত কোন প্রকার জরীমানা হইবার উপযুক্ত কোন কর্ম্মকরণের অপবাদ দেয় তবে ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির নামে এক সমন আপন বিবেচনামতে জামিনী তলবের কথাসহিত কি তাহাবিনা ও অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার উপর হওয়া অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়ংকি তাহার উকীল সমনের লিখিত তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে হাজির হইবার কথাযুক্তে এক চাপরাসীর মারফতে জারী করিতে পারিবেন ও যদি ঐ অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে জামিনী লইবার আবশ্যক হয় তবে তাহার নিরূপণ ঐ সমনেতে লেখা থাকিবেক এবং কালেকটরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক হইবেক যে যদি মোকদ্দমার বিষয় সাবুদ হইবার কারণ গোয়েন্দার নাম লিখিয়া দেওয়া সাক্ষিগণের হাজিরহওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তবে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির হাজির হইবার যে সময় নিরূপণ করেন্ সেই সময়ে সাক্ষিগণ হাজির হইবার নিমিত্তে তাহারদিগকে তলব করেন্ ইতি।

৮৫ ধারা।

অবিলম্বে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

কোন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কিম্বা যাহার নামে নালিশ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার ওয়ারান্তের দ্বারা কিম্বা এই আইনের ৩৫ ও ৭৯ ও ৮৪ ধারামতে পোলীসের কি আবকারী মহালের দারোগাদিগের মারফতে গ্রেফ্তার হইয়া আসিলে অথবা আপনি স্বয়ং হাজির হইলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তিরা তাহারদিগের কাছারীতে পঁহুছিবামাত্র যত শীঘ্র হইতে পারে এমতং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ এবং ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি সাক্ষিদিগের হাজিরহওনের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী রাখণের আবশ্যক না থাকে তবে এমতং মোকদ্দমার বিচার সকল সময়ে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কি তাহার উকীল হাজির হইবার নিরূপিত দিবসেতেই করিতে থাকেন্ ইতি।



৮৬ ধারা।

## ৮৬ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে কালেক্‌টরসাহেবদিগের কি অন্য যেং কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের অনুসারে তাঁহারদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা দরপেশ হয় সে সমস্ত মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৫০ আইনের ২ ধারার লিখিত মতে ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২৫ ধারার যে ৬ প্রকরণ দত্ত ও জয় করা দেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত মতে সাক্ষিদিগকে তলব করিতে ও দিব্য করাইতে কি দিব্যের বদলে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইতে পারিবেন আর যদি কোন সাক্ষী দিব্য করিতে না চাহে তবে তাহাকে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে এমতং বিষয়ে চলিত আইনেতে যে কয়েদের নিরূপণ আছে তাহার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ইতি।

কালেক্‌টর কি অন্য সাহেবের হলফ করাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

## ৮৭ ধারা।

কালেক্‌টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক যে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুম তাঁহারদিগের নিকটে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সাক্ষী তলব ও তাহারদিগকে জিজ্ঞাসাবাদকরণ ও সে মোকদ্দমার বিচারকরণের বিষয়ে তাহার নিমিত্তে বিশেষ করিয়া হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকিলে আপনারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ও যদি সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেব কাহারু নামে নালিশ করেন্ তবে তাহাতে ফরিয়াদীর স্বয়ং হাজির হইবার ও তাঁহার জোবানবন্দী করিবার আবশ্যক নাহি কিন্তু ফরিয়াদী ঐ মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তিকে আপন উকীল কি মোখ্তার মোকরর করেন তাহার দ্বারা নালিশ ও সওয়ালজওয়াব হইবেক ইতি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারার্থ নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমের মতে কালেক্‌টর কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেব কার্য্য করিবার কথা।

## ৮৮ ধারা।

কালেক্‌টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার নিকটে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন বিষয়েতে যদি কোন ব্যক্তি দিব্য করিয়া কি হলফ্‌নামা লিখিয়া দিয়া আপন জোবানবন্দী জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখাইয়া থাকে তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনাপরাধের অপরাধী বোধ হইয়া ইহার যে শাস্তি চলিত আইনে নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক ও যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লওয়াইয়া ও শিখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে প্রবৃত্ত করায় সে ব্যক্তিও চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে চলিত আইনের নিরূপিত শাস্তি পাইবার কথা।



৮৯ ধারা।

৮৯ ধারা।

হুকুম জারীহওনেতে দুঁদ্যামী করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের মতে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের হজুরহইতে হওয়া হুকুম জারীহওনেতে দুঁদ্যামী করে তবে সে ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের হুকুম না মাননের যে শাস্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনে ও ১৭৯৫ সালের ৬ আইনে ও ১৮০৩ সালের ২৭ আইনে নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৯০ ধারা

আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে সহায়তা চাহিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করিবার বিষয়ে কিম্বা পোস্তের ফসল ক্রোক্ করিবার কি নিষিদ্ধ আফীন ধরিবার বিষয়ে অথবা আপনারদিগের দেওয়া হুকুম জারী করিবার বিষয়ে পোলীসের দারোগা কি পোলীসের অন্য চাকরদিগের সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে ঐ সাহেবেরা এ বিষয়ের এক রুবকারী লেখাইয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন্ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেব আপনার তাবেদার পোলীসের চাকরদিগের দ্বারা ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুম যদি ন্যায়মতে ব্যতিক্রম না হয় তবে যথাসাধ্য জারী করাইতে থাকেন্ ইতি।

৯১ ধারা।

অপরাধ প্রমাণহওয়া ব্যক্তিদিগকে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

যদি অনুমতিবিনা পোস্তের চাসকরণ কি আফীন খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়করণ কি এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন কিম্বা রাখণপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি জরীমানা কি কয়েদের হুকুম হয় তবে সে ব্যক্তিকে অবিলম্বে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে ঐ হুকুমের রুবকারীসমেত পাঠাইয়া দেওয়া যাইবেক ও জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুম আমলে আসিবার নিমিত্তে যে হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা দেন্ ও জরীমানার যত টাকা উসুল হয় তাহা কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় চালান করেন ইতি।

৯২ ধারা।

এই আইনের অনুসারে যাহারদিগের কয়েদ থাকিবার হুকুম হয় তাহারা দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমমতে যাহারদিগের কয়েদ থাকিবার হুকুম হয় এবং যাহারা জরীমানা দিবার হুকুম হইলে তাহা না দেয় সে সমস্ত লোক কেবল দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।



৯৩ ধারা।

৯৩ ধারা।

যদি অপরাধিকে কেবল কয়েদ রাখা আবশ্যক জানা গিয়া জরীমানার হুকুম তাহার উপর না হয় কিম্বা হুকুমহওনের পরে তাহার স্থানে জরীমানার টাকা পাওয়া যাইতে না পারে গোয়েন্দা কি গোয়েন্দাদিগকে এই আইনানুসারে অপরাধির দিতে হইবার জরীমানার টাকার হিস্যার বদলে সরকারের তরফহইতে দশ টাকা ইনাম রূপে দেওয়া যাইবেক ইতি।

গোয়েন্দা সরকারহইতে দশটাকা ইনাম পাইবার কথা।

৯৪ ধারা।

যদি এই আইনের লিখিত হুকুমের মতে বিচারকরণের পরে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অপরাধ প্রমাণ না হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা খালাস পাইতে পারিবেক ও এমত২ মোকদ্দমা দরপেশ হওনেতে ঐ ব্যক্তিরদিগের যত খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা সরকারের তরফহইতে কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার মারফতে ফিরিয়া পাইবেক ও যদি এমত সাবুদ হয় যে কোন গোয়েন্দার দেওয়া সম্বাদ কেবল দুঃখ দিবার নিমিত্তে কি অমূলক কিম্বা অসঙ্গত ও অনর্থক তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ গোয়েন্দার উপর সাক্ষিদিগের খোরাকি দিবার ও ২০ কুড়ি টাকার অনূর্দ্ধ যত উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা দণ্ড দিবার কিম্বা ১৫ পনের দিবসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম দেন্ ও এই আইনের হুকুমমতে অন্য জরীমানার বিষয়ে হওয়া হুকুম যেমতে জারী হয় এ হুকুমও সেই মতে জারী হইবেক ইতি।

অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ না হইলে অপবাদ দেওনিয়ারপ্রতি যে হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৯৫ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক সাহেবেরা এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা তাঁহারদিগের বিচারযোগ্য তাহার বিচার যথার্থরূপে ও ত্বরাক্রমে করিয়াছেন কি না এবং ঐ কার্য্যকারক সাহেবেরা যে ক্লেশ নিবারণ করিতে পারিতেন বাদি প্রতিবাদিরা এমত কিছু দুঃখ ক্লেশ পাইয়াছে কি না ইহা জানিবার ও বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কিছু কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট তলবকরা আবশ্যক বুঝেন তাহা ঐ কার্য্যকারক সাহেবদিগের স্থানে তলব করেন্ ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের স্থানে কৈফিয়ৎ তলব করিবার কথা।

৯৬ ধারা।

যদি কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার দেওয়া কোন হুকুমে কি করা কোন তদবীরে কোন

যাহারা কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমেতে না



ব্যক্তি

রাজ হয় তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ব্যক্তি নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের হজুরে স্বয়ং কি আপন মোখ্তারকারের দ্বারা কিম্বা কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার মারফতে এক আরজী দিয়া আপীল করে ও ঐ২ বোর্ডের সাহেবেরদিগ্‌কে হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে২ কার্য্যকারক সাহেবের স্থানে আবশ্যক হয় তাহারদিগের স্থানে কৈফিয়ৎ তলবকরণের পরে ন্যায়ের মতানুসারে কালেকটরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের করা হুকুম সম্যক বহাল রাখেন কি কিছু ফেরফার করেন্ অথবা অন্য হুকুম দেন্ ও যদি আপেলাণ্ট আপীল করিবার নিরূপিত কাল এতাবতা এক মাস অতীত হইলে পর কালেক্‌টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমের উপর আপীল করে তবে ঐ সাহেবেরা কোন প্রকারে তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন না ও কালেক্‌টরসাহেবের আবশ্যক যে যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আপীলের দরখাস্ত তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্তে দাখিল করে তবে ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ লিখিয়া শীঘ্র বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও যদি কোন ব্যক্তি তাঁহারদিগের দ্বারাব্যতিরেকে বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে আপীল করে তবে তাহার আবশ্যক যে কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যাঁহার হুকুমের পর আপীল করে তাঁহার হজুরে এ বিষয়ের সম্বাদ দেয় ইতি।

## ৯৭ ধারা।

ইনামের টাকা বাঁটিয়া দিবার ভার যে সাহেবের প্রতি থাকে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা কি মাসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা কি তাঁহারদিগের নায়েবসাহেবেরা অথবা নিমক মহালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা এই আইনানুসারে ইনাম পাইবার যোগ্য হন্ তবে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক যে তাঁহারা যে বোর্ডের তাবে হন্ তথায় এ বিষয়ের সম্বাদ লিখিয়া ইনামের টাকা অংশ করিয়া দিবার বিষয়ে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন্ ও যদি সরকারের কোন আমলা কিম্বা কোন গোয়েন্দা ইনাম পাইবার অধিকারী হয় তবে কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর যদি উপরের ধারামতে ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল না হয় তবে আপীলের কাল গত হইলে পরেই ইনামের টাকা বাঁটিয়া দিয়া তাহার কাগজ তৈয়ার করিয়া আপন নিকটে রাখেন্ ও যদি আপীল হয় তবে ইনামের টাকা অংশ করিয়া দিবার নির্ভর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা সুবে



বেহার

# ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের ইহার যেখানে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের বিষয় হয় তথাকার সাহেবলোক কি সাহেবের ক্ষমতাতে থাকিবেক ইতি।

## ৯৮ ধারা।

যেং মোকদ্দমার বিচার আদালতে হইতে পারে তাহার কথা।

যদি আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেব কি সরকারের অন্য কার্য্য কারক সাহেবের ও অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যেতে পোস্তের চাসকরণ ও আফীন তৈয়ারকরণ ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও খরীদ ফরোখ্ত অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়করণ ও রাখণের বাবৎ এই আইনেতে বিশেষরূপে যাহার বিষয়ে কোন হুকুম লেখা যায় নাহি এমত কোন মোকদ্দমা হইয়া উঠে তবে উভয় পক্ষের প্রত্যেক পক্ষকে অনুমতি আছে যে জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে ঐ মোকদ্দমার নালিশ করেন্ ও ঐ সকল আদালতের সাহেবেরা আইনের হুকুম ও দস্তুর মতে অন্যং মোকদ্দমার বিচারকরণের মত ঐং মোকদ্দমার বিচার করিবেন ইতি।

১ প্রথম নম্বর।

যে ব্যক্তিরা সরকারের তরফহইতে আফীন খুজরা বিক্রয়করণের কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগকে যে আমলনামা দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

শ্রীঅমুকপ্রতি আগে।

আমি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অর্পিতক্ষমতানুসারে তোমাকে অমুক জিলার অমুক পরগনার অমুক মোকামে সরকারের তরফহইতে মোকররহওয়া অমুক কি অমুকং দোকানে কিম্বা আপন দোকান কি দোকান সকলের তাবে অমুক কি অমুকং হাটে আফীন খুজরা বিক্রয় করিতে হুকুম দিতেছি অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত নিয়ম আপন আমলনামা বহাল থাকিবার হেতু বোধ করিয়া তদনুসারে পূরা দেওয়ানৎ ও আমানতে কার্য্য করহ।

১ প্রথম এই যে।—আফীনেতে কোন দ্রব্য মিশাইবা না।

২ দ্বিতীয় এই যে।—আফীন বিক্রয় ও তাহার কারবার করণের মধ্যে সরকারের মুনাফাহওনব্যতিরেক নিজে কি অন্যের দ্বারা আপন মুনাফা কি অন্যের মুনাফা হওনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবা না।

৩ তৃতীয় এই যে।—এক দিবসে এক ব্যক্তির স্থানে আপন জ্ঞাতসারে দুই তোলার অধিক আফীন বিক্রয় করিবা না।

৪ চতুর্থ এই যে।—তোমাকে যে দোকান দেওয়া গেল কেবল ঐ দোকানে কিম্বা ঐ দোকানের তাবে অন্য দোকানে আফীন বিক্রয় করিবা।

৫ পঞ্চম এই যে।—আফীন খরীদ করিতে যে কাল লাগে তাহার অধিক কাল খরীদারদিগকে আপন দোকানে থাকিতে দিবা না।

৬ ষষ্ঠ এই যে।—আপন দোকান সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খুলিবা না ও সূর্য্য অস্তহও নের পরে খোলা রাখিবা না।

৭ সপ্তম এই যে।—যত আফীন বিক্রয় হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার হিসাব নির্দ্ধা রিতরূপে ও নিরূপিত সময়ে তৈয়ার করিবা ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

যে২ ব্যক্তিরা আফীন বিক্রয় করিতে অনুমতি পাইবেক তাহারদিগের পাট্টার শরওয়া।

বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সনে অমুক মোকামে আফীন বিক্রয় করিবার পাট্টার নম্বর অমুক।

পাট্টার শরওয়া এই যে।—শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

আমিশ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অর্পিত ক্ষম তানুসারে তোমাকে অমুক শহর কি কসবা কি গ্রামেতে বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সাল আখেরী লাগাইত আফীন বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতেছি অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত নিয়ম আপন পাট্টা বহাল থাকিবার হেতু বোধ করিয়া পূরা দেও য়ানৎ ও আমানতে কার্য্য করহ ও নীচের লিখিত নিয়মের কোন নিয়মের অন্য মত করিলে এই পাট্টা বাতিল হইবেক।

১ প্রথম এই যে।—প্রতি দিন এত টাকা করিয়া মাসুল সরকারে দাখিল করিবা।

২ দ্বিতীয় এই যে।—আফীনে কোন দ্রব্য মিশাইবা না।

৩ তৃতীয় এই যে।—সঙ্গতরূপে তোমার খরীদকরা কিম্বা পাওয়া আফীনব্যতি রেকে অন্য আফীন বিক্রয় করিবা না।

৪ চতুর্থ এই যে।—তুমি যে দোকানের নিমিত্তে পাট্টা লইয়াছ কেবল সেই দো কানেতে আফীন বিক্রয় করিবা ও যে জিলা কি কসবা কিম্বা গ্রামের নিমিত্তে পাট্টা লইয়াছ তাহার সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন প্রকারে আফীন বিক্রয় করিবা না ও দোসরা পাট্টা লওনবিনা ঐ সরহদ্দের মধ্যে দোসরা দোকান বান্ধিবা না।

৫ পঞ্চম এই যে।—আপন সাধ্যমতে আপন দোকানে জুয়া খেলা ও হঙ্গামা করি তে দিবা না।

৬ ষষ্ঠ এই যে।—চোর ও অন্য২ দুষ্ট লোকদিগকে আপন দোকানে স্থান দিবা না বরং যাহাকে দুষ্ট বোধ থাকে সে যদি তোমার দোকানে যাতায়াত করিতে থাকে তাহার সমাচার মাজিস্ট্রেট্সাহেব কি পোলীসের যে আমলা অতি নিকটে থাকে তাঁ হার নিকটে দিবা।



৭ সপ্তম

৭ সপ্তম এই যে ।—আফীনের মূল্যরূপে পোশাকী কাপড়আদি কোন জিনিস লইবা না।

৮ অষ্টম এই যে ।—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দোকান খুলিবা না ও সূর্য্য অস্তহওনের পরে খোলা রাখিবা না ও রাত্রিতে কাহাকেও দোকানে থাকিতে দিবা না।

৯ নবম এই যে ।—আপন দোকানের সদর দরওয়াজার উপরে পাট্টাদার আফীন বিক্রয়কার এই কথা সে স্থানের চলন ভাষাতে ছাপাকরা এক তখ্তা লট্‌কাইয়া সর্ব্বদা রাখিবা।

১০ দশম এই যে ।—অমুক সনের অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে এই পাট্টা ফিরিয়া দিবা।

১১ একাদশ এই যে।—সরকারের সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ আছে যে পাট্টার লেখা মুদ্দতের মধ্যে ঐ দোকানের উপর কোন প্রকারে মোকররী সেওয়ায় আর কোন প্রকার মাসুল কি বাবসবব মোকরর না করেন ও না লন এবং পাট্টাদার যাবৎ পাট্টার লিখিত নিয়মের মতে কার্য্য করে ও ঐ বিষয়ে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতাচরণ করে তাবৎ পাট্টাদারের পাট্টার লিখিত কর্ম্মাদিকরণে প্রতিবন্ধক না হন ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।



সমাপ্ত ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ফৌজদারী জেলখানার মোতালক বিষয় ও ব্যাপারের সুন্দর বন্দোবস্ত ও তাহার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইবার ও ঐ সকল জেলখানার কয়েদীদিগের মধ্যে এবং রাস্তা বন্দীইত্যাদি এইং প্রকার কর্ম্মে নিযুক্তথাকা কয়েদীদিগের মধ্যে যে কাজিয়া ফসাদ হইতেছে তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে দিবার এবং শহর কলিকাতার লাগাও আলীপুর মোকামে নির্ম্মাণহওয়া জেলখানা সদর নিজামতের সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবার এবং যে সকল অপরাধিকে এ দেশহইতে সমুদ্র পারে পাঠাইবার হুকুম হইয়াছে কি হয় তাহারদিগকে মুরশদ্বীপে কি তাহার মোতালক অন্যং দ্বীপে পাঠান যাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ১৭ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ১৮ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এবং সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরহইতে ফৌজদারী জেলখানার মোতালক বিষয় ও ব্যাপারের সুন্দর বন্দোবস্ত ও তাহার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইবার নিমিত্তে পুনঃং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও ঐং আইনের লিখিত হুকুমের ও এ বিষয়ে উত্তর কালে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার ও রাস্তাবন্দীআদি এইং প্রকার কর্ম্মে নিবিষ্টথাকা কয়েদীদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য আচরণের বিষয়ে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মতাচরণ বিলক্ষণরূপে হইবার অর্থে এই আইন নির্দ্দিষ্ট করা উপযুক্ত ও উত্তম বোধ হইতেছে ও ফৌজদারী জেলখানার কয়েদীদিগের মধ্যে ও অন্যং স্থানে যে সকল কয়েদীদিগকে কয়েদ রাখিবার হুকুম হয় তাহারদিগের মধ্যে যে কাজিয়া ফসাদ হয় তাহার নিবারণ হইবার এবং কয়েদীদিগকে মেহনৎ অর্থাৎ শ্রম করিতে নিবিষ্ট করিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া দাঁড়াসকলের মত কার্য্য হইবার জন্যে ইহা উচিত বোধ হইল যে কয়েদীদিগের কিম্বা তাহারদিগের নেখাবানীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা যে আমলা লোক কোর্টমার্স্যল আদালতের তাবে নহে তাহারদিগকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে দেওয়া যায় ও ইহা বিহিত বোধ হইতেছে যে কলিকাতা শহরের নিকট আলীপুর মোকামে নির্ম্মাণহওয়া জেলখানা ও ঐ জেলখানাতে যে সকল অপরাধি লোক তাহারদিগের উপর স্থানান্তরকরণ কি জীবনা



বধি

বধি কয়েদরাখণের হুকুম হইয়া এবং যে সকল অপরাধি লোক তাহারদিগকে নিরূপিত কতক কাল অর্থাৎ মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদরাখণের হুকুম হইয়া কয়েদ আছে সে সকল কয়েদী লোক সদর নিজামতের সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হয় ও ইহা আবশ্যক হইল যে যে সকল কয়েদীদিগ্‌কে দেশহইতে বাহির করিয়া দিবার হুকুম হয় যদি তাহারদিগ্‌কে এ দেশহইতে মুরশদ্বীপে কি তাহার মোতালক অন্যং দ্বীপে পাঠাইতে হয় তবে তাহারদিগকে পাঠাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব লোক ফৌজদারী জেলখানার বিষয় ও ব্যাপারের বন্দোবস্ত যে সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিবেন তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে কিম্বা সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরহইতে ফৌজদারী জেলখানার মোতালক বিষয় ও ব্যাপারের সুন্দর বন্দোবস্ত ও তাহার নির্ব্বাহ সুন্দরমতে হইবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এ বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের বৈঠকে মঞ্জুর হইয়া সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরহইতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশের কারণ ঐ সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক সেই সমস্ত দাঁড়াতে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে ঐ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলা লোক তাঁহারদিগ্‌কে ফৌজাদারী জেলখানার মোতালক যে সকল বিষয় ও ব্যাপারের ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহার নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

রাস্তাবন্দীআদি এইং মত কর্ম্মে নিযুক্তথাকা কয়েদীদিগের পক্ষে যে মত আচরণ করিবেন তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা যাঁহারদিগ্‌কে রাস্তাবন্দীআদি এইং প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কয়েদীদিগের বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাঁহারদিগের আবশ্যক যে ঐং কয়েদীদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য আচরণ ও ব্যবহারের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীতে সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরহইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন ইতি।

৪ ধারা।

নীচের লিখিত কর্ম্মকারি লোকদিগেরে শা

কাজিয়া ও ফসাদ অর্থাৎ ঝকড়া ও গণ্ডগোল না হইতে পাইবার ও ফৌজদারী জেলখানার কয়েদী লোক এবং অন্যং স্থানে যে সকল কয়েদী লোককে কয়েদ



রাখিবার

রাখিবার হুকুম হয় সে সকল কয়েদী লোক হুকুমের তাবে থাকিবার ও ঐ সকল কয়েদী লোককে মেহনৎ অর্থাৎ শ্রম করিতে নির্দ্দিষ্ট রাখিবার অর্থে নির্দ্দিষ্টহওয়া দাঁড়ার মত কার্য্য হইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ সকল কয়েদী লোক নীচের লিখিত অপরাধ করিলে সরাসরীমতে তাহার তজ বীজ করিয়া তাহারদিগকে শাস্তি দেন্ ইতি।

স্তি দিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে দিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কয়েদীর প্রতি শক্ত মেহনৎ অর্থাৎ কঠিন শ্রম করিবার হুকুম হয় সে কয়েদী কিম্বা যে কয়েদীর প্রতি এমত হুকুম না হইয়াও আইনের লিখিত কোন হুকুমমতে কি যে সকল কয়েদীর প্রতি দায়েরসায়েরী আদালতহইতে কঠিন শ্রম করিতে না হইবার হুকুম বিশেষরূপে না হয় তাহারদিগের বিষয়ে সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে সে কয়েদী কঠিন শ্রম করিবার যোগ্য হইয়া যদি সরারতী কি দুঁদ্যামী করিয়া মেহনৎ করিতে না চাহে এবং যাহাতে শ্রমকরণ ক্ষমা হইতে পারে এমত বৃদ্ধ ও অসুস্থ ও অশক্তও না হয় তবে এমতং কয়েদী মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে অর্পণ হওয়া ক্ষমতাক্রমে শাস্তি পাইতে পারিবেক ইতি।

যেং অপরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেব শাস্তি দিতে ক্ষমতা রাখিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল কয়েদী শ্রম করিবার যোগ্য হইয়া যেং কর্ম্ম করিতে হুকুম হয় তাহা করিতে ইচ্ছাক্রমে গাফিলী ও শৈথিল্য করে তাহারা বিশেষতঃ একবার ধমক্ খাইয়া পুনর্ব্বার করিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতাক্রমে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ফৌজদারী জেলখানার মোতালক কর্ম্মকার্য্যের বন্দোবস্তের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া যে সকল হুকুম ছাপাহওয়া বিশেষ দাঁড়ার লিখনমত দেশের চলিত ভাষাতে তরজমা হইয়া সমস্ত কয়েদীদিগকে জানাইবার কারণ একং তখ্তাতে চপটান গিয়া জেলখানার মধ্যে সকলের দৃষ্টিহওনের স্থানে লটকান থাকে সে সকল হুকুমমত আচরণ করিতে যে সকল কয়েদীরা দুঁদ্যামী করে তাহারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সকল কয়েদীরা দুঁদ্যামী ও বজ্জাতী করে এবং যে সকল কয়েদীরা জেলখানার দারোগাদিগের কি নেখাবান লোকের কিম্বা অন্যং চাকর লোকের সহিত তাহারা আপনং ভারের কর্ম্ম করিবার সময়ে বরাবরী ও বজ্জাতী করে ও যে সকল কয়েদী ঐ সকল আমলাদিগকে গালিগালাজ দেয় কি অসঙ্গত কথা কহে কি যে ভারীং অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি মাজিষ্ট্রেটসাহেবহইতে না হইতে পারিয়া অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিবার আব



শ্যক

শ্যক হয় তাহাভিন্ন কোন অপরাধ করে সে সমস্ত কয়েদী লোক মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে শাস্তি পাইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি কোন কয়েদী কিছু কাজিয়া ফসাদ অর্থাৎ ঝকড়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে কি পলাইবার চেষ্টা পায় কিম্বা বেড়ী পাহইতে খোলে অথবা পলাইবার মনস্থে আপনার কি অন্যের পায়ের বেড়ী তাহাতে উকা ঘসিয়া কি কাটিয়া কি অন্য কোন প্রকারে ক্ষীণ ও ভগ্ন করে ও যে সকল কয়েদী কাজিয়া ফসাদ উপস্থিত করিবার কি পলাইবার মনস্থে কি কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে আপনারা পরস্পর সলা পরামর্শ করে ও সামান্যতঃ যে কোন কয়েদী যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে তাহাতে যদি এমত উৎকট অর্থাৎ ভারি অপরাধ না হয় যে তাহা করিলে চলিত আইনানুসারে তাহার শাস্তি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতাক্রমে হইতে না পারিয়া অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করা আবশ্যক হয় সে সমস্ত কয়েদী মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে শাস্তি পাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

*উপরের উক্ত অপরাধের শাস্তির প্রকার ও পরিমাণের কথা।*

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা সরাসরীমতে তজবীজকরণের পরে নিশ্চয় ইহা বুঝেন যে কয়েদীদিগের মধ্যে কেহ উপরের লিখিত কোন অপরাধের কর্ম্ম করিয়াছে তবে তাঁহারা অপরাধের ভাব ও কয়েদীর অবস্থা ও মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিশেষত ঐ অপরাধ প্রথমতঃ হইয়াছে কি পুনর্ব্বার ইহার দৃষ্টে শাস্তি দিবার বিষয়ে নীচের লিখিতমত ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

*কয়েদীরা নির্দ্ধারিত কর্ম্ম না করিতে চাহিলে কি করিতে গাফিলী করিলে যে শাস্তি পাইবে তাহার পরিমাণের কথা।*

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন কয়েদী সরারতী করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে না চাহে কিম্বা গাফিলী ও শৈথিল্য করে তবে এই আইনের ৫ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে কয়েদীকে বেত মারণদ্বারা অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেন ও যদি ঐ কয়েদী দুঁদ্যামী করিয়া ও হুকুম না মানিয়া কোন কর্ম্ম করিতে না চাহে তবে সে কয়েদী যাবৎ কর্ম্ম না করে তাবৎ তাহার খোরাকী অর্থাৎ আহার এমত অল্প করিয়া দেন যে তাহাতে সে কেবল প্রাণ রক্ষা হইবার উপযুক্ত বল পায় ইতি।

*এই আইনের ৫ ধারার ৩। ৪। ৫ প্রকরণের উক্ত অপরাধের শাস্তির পরিমাণের কথা।*

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণের অনুসারে জানান যাইতেছে যে যদি কয়েদী লোক এই আইনের ৫ ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্ম করে তবে তাহারদিগকে এমত অপরাধের শাস্তির নিমিত্তে চলিত আইনেতে যত ঘা বেত মারণের নিরূপণ হইয়াছে তাহাহইতে এতাবতা ৩০ ত্রিশ ঘাহইতে অধিক না হইয়া মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে যত উপযুক্ত হয় তত ঘা বেত মারা যাইবেক কিম্বা ফৌজদারী জেলখানার মধ্যে অন্যৎ কয়েদীরদিগহইতে ছাড়া করিয়া অলাহিদা স্থানে কয়েদ রাখা যাইবেক ও যদি কোন কয়েদী পলাইবার চেষ্টা পায় তবে



তাহার

তাহার পায় ছাপাহওয়া বিশেষ দাঁড়ার লিখিত হুকুমমতে পাতল ও একরকম করিয়া গড়ান যে মামুলী অর্থাৎ চলন বেড়ী থাকে তাহার বদলে ভারী বেড়ী দেওয়া যাইবেক ও যদি কোন কয়েদী হুকুম না মানে ও বজ্জাতী করে কি জোরজবরী করিয়া কোন কর্ম্ম করে তবে তাহার গলায় উপযুক্ত ওজনের জিঞ্জীর দেওয়া যাইতে পারিবেক ও যদি দুঁদ্যা কয়েদীদিগের হাতে তাহারদিগকে আটকাইবার ও তাহারদিগ হইতে অন্য২ কয়েদীর হানি না হইতে পারিবার নিমিত্তে হাতকড়ী দেওয়া আবশ্যক হয় তবে তাহা দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা ঐ সাহেবদিগের স্থানভিন্ন অন্যত্র মোকরর থাকা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।

আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল যে সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানভিন্ন অন্যত্র জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটী ভারে ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ভারে মোকরর আছেন ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে আপন২ হুকুমের তাবে কয়েদীদিগের বিষয়ে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে সে ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগেরো সেই ক্ষমতা হইবেক ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে সকল মোকদ্দমা এই আইনের লিখিত হুকুমের সহিত সম্পর্ক রাখে সে সকল মোকদ্দমা আপন২ আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করেন ও সোপর্দ্দ করিবার হুকুমনামাতে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২১ ধারার লিখিত হুকুমের দৃষ্টে এ কথা লেখা যাইবেক যে ঐ২ মোকদ্দমা তাহার তজবীজ তহকীক করিয়া আপনি নিষ্পত্তি করেন অথবা মোকদ্দমার মিসিল নিষ্পত্তি করিবার কারণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও যদি আসিষ্টাণ্টসাহেব কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা পান তবে এমত মোকদ্দমাতে হুকুম দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে মত ক্ষমতা রাখেন সেই মত ক্ষমতা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরো হইবেক ও ঐ ২১ ধারাতে ঐ মোকদ্দমার মিসিল পুনরায় দৃষ্টি করিতে হুকুম আছে তাহার করা যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব উপযুক্ত বুঝেন তবে যে মোকদ্দমাতে হুকুম দিবার বিষয়ে আসিষ্টাণ্টসাহেব মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরহইতে পূরা ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন সেই মোকদ্দমার মিসিল পুনরায় দৃষ্টি করিতে পারিবেন ইতি।

৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা এই আইনানুসারে যে সরাসরী তজবীজ করিতে পারেন তাহার খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা লিখিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার সরাসরী তজবীজকরণের সময়ে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী বেওরা করিয়া লিখিতে হুকুম নাহি এবং যে ভারী২ অপরাধের নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাব্যতিরেকে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী দিব্য করাইয়া করিবার আবশ্যক নাহি কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিচার করিতে

করিতে হইলে তাহার রুবকারী সরাসরী তজবীজের ও তদনুসারে অপরাধির যে শাস্তি হয় তাহার কথা এবং কয়েদীর নাম ও তাহার অপরাধ ও সাক্ষিদিগের দেওয়া সাক্ষ্যের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও অপরাধ সাবুদহওনের কথাসম্বলিত লেখাইয়া আপনং সিরিশ্‌তাতে রাখেন ও যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেব স্বয়ং তাহাকে অপরাধ করিতে দেখেন তবে কেবল তজবীজের রুবকার তারিখ দিয়া লেখাইয়া সিরিশ্‌তাতে রাখেন ও যে কার্য্যকারক সাহেবের বৈঠকে ঐ রুবকারী হয় সেই সাহেবের দস্তখৎ ঐ রুবকারীতে হইবেক ও যদি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব জেলখানা দেখিতে যান ও কোন কয়েদী এমত মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের করা হুকুমেতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জানিয়া তাঁহার হজুরে নালিশ করে তবে ঐ রুবকারী ঐ জজসাহেবেরা দৃষ্টিকরণার্থে দরপেশ করিতে হইবেক ও যদি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি আসিষ্টান্টসাহেবের হুকুম রদ করা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে তাহাতে যেরূপ হুকুম দেওয়া আবশ্যক ও চলিত আইনের মতানুযায়ী হয় তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে দেন্ আর যদি দায়েরসায়ের সাহেবের এমত বোধ হয় যে কোন মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবহইতে তাঁহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের মধ্যে এমত কোন অতিগাফিলী কি বিরুদ্ধ আচরণ কি অন্য যেং অসঙ্গত কর্ম্মের রিপোর্ট সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে করিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৬৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩০ ধারা কি চলিত অন্য আইনমতে হুকুম আছে এমত কোন কর্ম্ম হইয়াছে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের স্থানে যে কৈফিয়ৎ তলব করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা তলবকরণের পরে ঐং বিষয়ে রিপোর্ট সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে করেন্ ইতি।

দায়েরসায়ের সাহেব মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দেওয়া হুকুম অনুপযুক্ত জানিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৯ ধারা।

ইং ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার হুকুম ফৌজদারী জেলখানার কর্ম্মে কি কয়েদীদিগের নেগাহবানীতে নিযুক্তথাকা বরকন্দাজ ও পাইকআদির ও সামান্য যেং বরকন্দাজআদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি পোলীসের দারোগাআদির তাবেতে সরকারী কর্ম্ম করিতে থাকে তাহারদিগের প্রতি খাটিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার লিখিত যে হুকুম অনুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতা আছে যে পোলীসের কোন কোতওয়াল কিম্বা দারোগার তাবে কোন নেগাহবানদিগের আপনং ভারের কর্ম্মকরণেতে অতিগাফিলী কি অন্য বিরুদ্ধ আচরণ করণের সাবুদ হইলে কয়েদ ও জরীমানার বদলে তাহার অবস্থা ও অপরাধের উপযুক্ত ও অন্য লোকের চৈতন্যজনক ত্রিশ ঘা বেতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম দিতে পারেন্ সেই হুকুম ফৌজদারী জেলখানার মোতালক কিম্বা কয়েদীদিগের নেগাহবানী করিতে নিযুক্তথাকা বরকন্দাজ ও পাইক কি অন্য ক্ষুদ্র আমলার ও সামান্যতঃ যে সকল বরকন্দাজপ্রভৃতি চাকর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে কি পোলীসের দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি পোলীসের কর্ম্মের ভার থাকে তাহার তাবেতে সরকারী কর্ম্ম করিতে থাকে তাহারদিগের সহিত তাহারা আপনং কর্ম্ম করণেতে অতিগাফিলী কি বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছে সাবুদ হইলে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের আবশ্যক যে জেলখানার আমলা লোক কোন প্রকারে কয়েদীদিগের পক্ষে কুব্যবহার ও আচরণ ও দৌরাত্ম্য না করে এ বিষয়ে সংপূর্ণ মনোযোগ রাখেন এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কয়েদীরা তাহারদিগের নেগাহবানী করিতে নিযুক্তথাকা আমলার নামে যে কিছু নালিশ করে অবিলম্বে তাহার তহকীক করেন ও যদি ঐ নালিশের বিষয় সত্য হয় তবে ঐ আমলা লোক আপনং কর্ম্মহইতে তগীরহওনের অতিরিক্ত তাহারদিগের একং মাসের মাহিয়ানাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানা দিতে কিম্বা ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিতে হইবেক ও বরকন্দাজ কি পাইক কি কোন ছোট চাকর এমত অপরাধ করিলে উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে শারীরিক শাস্তি পাইবেক ইতি।

জেলখানার আমলারা কয়েদীদিগের প্রতি কুব্যবহার না করিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেব মনোযোগ রাখিবার কথা।

কয়েদীদিগের নালিশ করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকরণের অনুসারে এমত বোধ না হয় যে ঐং প্রকরণের লিখিত হুকুমে সিপাহীলোক কি তাহারদিগের হুদ্দাদারলোক অথবা যে অন্যং ব্যক্তি কোর্ট মার্স্যল আদালতের তাবে হয় তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কয়েদীদিগের নেগাহবানীতে নিযুক্তথাকা ঐ সিপাহীআদির মধ্যে কেহ যদি আপন ভারের কর্ম্মকরণেতে এমত কোন গাফিলী কি কোর্ট মার্স্যলের বিচারযোগ্য অন্য কোন বিরুদ্ধাচরণ করে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম সিপাহী ও অন্যং ব্যক্তির প্রতি না খাটিবার কথা।

## ১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের চিত্তে কোন কয়েদীকে সর্ব্বদা তাহার সচ্চরিত্র ও স্বভাব দেখিয়া কি সে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহা সুন্দরমতে নির্ব্বাহ করণহেতুক কিম্বা কয়েদীকে পলাইতে না দিবার মত উত্তমং কর্ম্ম তাহাহইতে হওনপ্রযুক্ত তাহার প্রতি যে শাস্তির হুকুম হইয়াছে তাহা মাফ্ অর্থাৎ ক্ষমাকরণের যোগ্য বোধ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ ঐ কয়েদীর প্রতি যে হুকুম হইয়া থাকে তাহার নকলসমেত সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি মাফ করিবার উপযুক্ত হেতু পান তবে যে সকল কয়েদীরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে কয়েদ হইয়াছে ও তাহারদিগের মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ ঐ শ্রীযুতের হুকুম হইবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাঁহার হজুরে পাঠাইবার আবশ্যক হয় সে সকল কয়েদী লোকব্যতিরেকে ঐ কয়েদীর শাস্তি সম্যক কি তাহার কতক মাফ করিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কোন কয়েদীর শাস্তির মাফ করা উচিত বুঝিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি আসিষ্টাণ্টসাহেবের হজুরহইতে যাহার প্রতি

যেমতেতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব সদর নিজামতে

এত্তেলা না দিয়া কয়েদী কে খালাস দিতে পারেন তাহার কথা।

প্রতি অল্প মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম হইয়া থাকে এমত কয়েদীর মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ উপরের প্রকরণের মতে সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইতে হইলে হুকুম আসিতে বিলম্ব হইবেক বুঝিলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি ঐ কয়েদী উপরের প্রস্তাবিত হেতুপ্রযুক্ত শাস্তি মাফ অর্থাৎ ক্ষমা হইবার যোগ্য হয় তবে তাহাকে খালাস দিবার হুকুম দেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ প্রকার হুকুমহওনের হেতু আপন রুবকারীতে লেখান এ কারণ যে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের হুজুরে তাঁহাকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্তে দওরার সময়ে দরপেশ করিতে পারেন্ ইতি।

১১ ধারা।

আলীপুরের জেলখানা সদর নিজামতের সাহেব দিগের হুকুমের তাবে রাখিবার কারণের কথা।

যে সকল কয়েদীর প্রতি জীবনাবধি কয়েদের এবং দেশছাড়া করিয়া সমুদ্র পারে পাঠাইবার হুকুম এবং যে সকল কয়েদীর প্রতি তাহারদিগের নিবাসের জিলাহইতে অন্যত্র পাঠাইবার হুকুম হইয়াছে সেই সকল কয়েদী লোক সরকারের শাসিত দেশের মোতালক জিলা ও শহরহইতে আসিয়া কলিকাতা শহরের লাগাও আলীপুর মোকামের জেলখানাতে কয়েদ রহিয়াছে এপ্রযুক্তও ইহা উত্তম ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে যে ঐ জেলখানা দেখিতে যাওনের ভার যাহার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণেতে বিশেষরূপে হুকুম লেখা গিয়াছে এবং ঐ জেলখানার দারোগা কি তাহার মোতালক অন্য আমলা তগীরকরণের ক্ষমতা সদর নিজামতের সাহেবদিগের প্রতি থাকে এ কারণ নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

১২ ধারা।

ইং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৬২ ধারা আলীপুরের জেলখানার সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

১প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৬২ ধারার লিখিত যে হুকুমের অনুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তিন ২ মাস অন্তর একং বার ও উচিত বুঝিলে তাহাহইতে অধিকবার জিলা চব্বিশ পরগনার জেলখানা দেখিতে যাওয়া এবং কয়েদীলোক অধিক আরাম ও আসান হইবার নিমিত্তে যে উপায় ও তদবীর করা উপযুক্ত বোধ হয় তদনুরূপ হুকুম মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দেওয়া কর্ত্তব্য হয় সে হুকুম জিলা হাওয়ালী শহর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমের তাবে আলীপুর মোকামের জেলখানার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সদর নিজামতের সাহেবেরা আপনারদিগের মধ্যে আলীপুরের জেলখানা দেখিতে যাইবার যেরূপ পালী ঠাহরান সেইরূপ পালীমতে তাহা দেখিতে যাইবেন ইতি।



১৩ ধারা।

## ১৩ ধারা।

উপরের ধারাতে যে২ হুকুম লেখা গেল তাহার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৪ আইনের অনুসারে জিলা হাওয়ালী শহর কলিকাতা নামে বিখ্যাত যে২ জিলার জেলখানা আলীপুরের জেলখানাহইতে আলাহিদা তাহার বিষয়ে এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কিছু অল্পতা কি ফেরফার হইল এবং আলীপুরের জেলখানাতে কয়েদ থাকা যে২ কয়েদীদিগের প্রসঙ্গ ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণেতে হইয়াছে সে সকল কয়েদীছাড়া জিলা হাওয়ালী শহর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হেফাজাতে থাকা কয়েদীদিগের বিষয়ে ও যে২ কয়েদী আলীপুরের জেলখানার কয়েদী হইয়া ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমের তাবে থাকিয়া রাস্তাবন্দীআদি এই২ প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের বিষয়ে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সে ক্ষমতার কিছু অল্পতা কি ফেরফার উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে হইল এমত বোধ না হয় ইতি।

জিলা হাওয়ালী শহর কলিকাতার জেলখানার বিষয়ে দায়েরসায়ের সাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখেন তাহার কিছু অল্পতা হইল ইহা উপরের লিখিত হুকুমমতে বোধ না করিবার কথা।

## ১৪ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন হুকুমের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা আলীপুরের জেলখানার কয়েদী লোকের কিম্বা জিলা হাওয়ালী শহর কলিকাতানামে বিখ্যাত জিলার জেলখানার কয়েদী লোকের করা যে ভারী২ অপরাধের নিমিত্তে চলিত আইনের মতে তাহারদিগকে বিচারার্থে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দকরণের আবশ্যক হয় সে সকল ভারী২ অপরাধের বিচারকরণের বিষয়ে যে ক্ষমতা রাখেন তাহার কিছু ফেরফার হইল ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেব গুরুতর অপরাধকরণিয়া কয়েদীদিগকে দায়েরসায়ের সোপর্দ্দ করিবার কথা।

## ১৫ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল কয়েদী লোককে দেশান্তর করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে আসিয়াদেশের মধ্যগত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে কোন স্থানে পাঠাইবার বিষয়ে ও ঐ২ স্থানে তাহারদিগের মেহনৎ অর্থাৎ শ্রম করিতে হুকুম দিবার বিষয়ে ও আবশ্যক হইলে তাহারদিগকে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পাঠাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম মুরশদ্বীপে কি তাহার মোতালক অন্য২ দ্বীপে পাঠাইবার ও তাহারদিগকে মেহনৎ

কয়েদীদিগকে মুরশদ্বীপে পাঠাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।



করিতে

করিতে নিযুক্ত করিবার কিম্বা আবশ্যক হইলে তাহারদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইবার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।



সমাপ্ত ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় লড়াইয়ের পল্টনসকলের এ দেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী লোক যে সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী থাকে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অতিশীঘ্র হইবার এবং ঐ সকল হুদ্দাদার ও সিপাহী লোকের হক্ অর্থাৎ স্বত্ব ও দাওয়া এবং মোকদ্দমার প্রমাণহওনের সুগম হইতে পারিবার হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ১০ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ১৩ রজবে জারী করিলেন্ ইতি।

হেতুবাদ।

কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় লড়াইয়ের পল্টনের এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী লোক নানা স্থানে তৈনাৎহওনপ্রযুক্ত প্রায় সর্ব্বদা এই মত ঘটে যে তাহারদিগের নিবাস স্থান ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারহইতে অতিদূরে থাকিতে হয় এবং ফৌজ সম্পর্কীয় কর্ম্মাদি নির্ব্বাহহওনের যে সিরিশ্তা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতে ঐ সকল হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগের আপনং পল্টনহইতে দীর্ঘ কালের নিমিত্তে বিদায় পাওয়া দুঃসাধ্য ও অতিকঠিন ও এই নিমিত্তে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের পক্ষে তাহারদিগের হক্ ও দাওয়া এবং মোকদ্দমার প্রমাণহওনের বিষয়েতে অনেক হানি ও ব্যাঘাত হইয়াছে ও ঐং হুদ্দাদার ও সিপাহী লোক সম্পূর্ণ সত্য এবং ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক আপনং প্রাণপণে সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা অন্তঃকরণে রাখিয়া হিন্দুস্থানের চতুর্দ্দিগেতে যখন যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে উৎকট এবং বীরত্ব ও বিক্রমোপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছে এবং যে সময়ে বাঙ্গলাহইতে সমুদ্র পারে যুদ্ধ প্রয়োজনে যাইতে হইয়াছে তখন যে সকল বিজয়ী সেনা তাহাতে গমন করিয়াছেন ঐ সকল হুদ্দাদার ও সিপাহী লোক বলন্তীররূপে তাঁহারদিগের সঙ্গে থাকিয়া শৌর্য্য ও সত্বরতা প্রকাশ করিয়াছে এতদ্দৃষ্টে ঐ সকল হুদ্দাদার ও সিপাহী লোকের সমুদায় সরকারের অনুগ্রহের যোগ্য হইয়াছে এহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে তাহারদিগের উত্তম কার্য্যকরণ যেপর্য্যন্ত গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা সমস্ত লোকের নিকটে বিদিত হইবার দৃষ্টে যেং মত নির্দ্দিষ্ট করিলে রাজস্বের ও রাজ্যের বন্দোবস্তের নীতি অর্থাৎ যে রাজনীতির দৃষ্টে আদালত ও তহ



সীল

সীল করিবার আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অন্যথা না হয় অথচ ঐ সকল হুদ্দা দার ও সিপাহীদিগের পক্ষে আদালতে মোকদ্দমা করিবার ও দাওয়া প্রমাণকর ণের সুগম হয় তাহাকরণের মনস্থে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

চলিত আইনের লি খিত কএক হুকুম শুধরা যাইবার কথা।

জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে আপনং আদালতের উপস্থিত কি মোতালক মোকদ্দমা ও মামলিয়তের ফরিয়াদী ও আসামীদিগকে লিখনপত্র লিখি তে নিষেধের বিষয়ে যে সকল হুকুম এবং কোন জিলা ও শহরের আদালতে ফরি য়াদী স্বয়ং কি তাহার উকীল নালিশী আরজী দাখিলকরণ বিনা তাহা না শুনা যাইবার অর্থে যে সকল হুকুম এবং জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা নম্বর বিলিক্রমে মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে থাকিবার নিমিত্তে যে সকল হুকুম এবং ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওনবিনা কোন ব্যক্তিকে ডিক্রীর নকল দিতে কি কাহারু স্থানে মোখ্তারনামা লইতে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে নিষেধের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণকার চলিত আইনেতে লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম এই ধারানুসারে নীচের লিখিত হুকুমমতে শুধারা গেল ইতি।

৩ ধারা।

হুদ্দাদার কি সিপাহী যে মোকদ্দমাতে ফরিয়া দী কি আসামী থাকে তা হার খবরগিরীকরণের কারণ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় এ দেশীয় কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন জিলা কি শহরের আদালতে সরাসরী মতে কি সরাসরীভিন্ন এতা বতা নম্বরওয়ারী মতে দাওয়া দরপেশ করিবার মনস্থ করে কি দাওয়ার জওয়াব দিতে চাহে ও আপনি স্বয়ং মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার নিমিত্তে বিদায় অর্থাৎ ছুটি পাইতে না পারে তবে সে হুদ্দদার কি সিপাহী স্বয়ং হাজির হইয়া করিবার মত নালিশ দরপেশ ও মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার ও সে মোকদ্দমার আপীল হওনমতে তাহা করিবার কারণ আপন কোন আত্মীয় কি উপরি কোন ব্যক্তিকে মোখ্তার মোকররকরণের কথাসম্বলিত এক কেতা মোখ্তারনামা এই আইনের শে ষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়া মতে লিখিয়া দিতে পারিবেক ইতি।

মোখ্তারনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে না হই বার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ মোখ্তারনামা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি কিন্তু ঐ হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহীর কর্ত্তব্য যে পল্টনের সরদার অর্থাৎ প্রধান সাহেবের হজুরে এমত মোখ্তারনামা লেখায় ও সেই সরদার সাহেবের উচিত যে ঐ মোখ্তার নামা ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর সম্মতিতে লেখা গিয়াছে ইহার প্রমাণ থাকিবার নি মিত্তে তাহাতে আপন দস্তখৎ করেন ইতি।



৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পল্টনের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ মোখ্তারনামা এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ামতে লেখা চিঠীর শামিলে খাম করিয়া যে আদালতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর মোকদ্দমা দরপেশ থাকে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ চিঠী পাইবামাত্র এক এত্তেলানামা ঐ মোখ্তারনামার লিখিত মোখ্তার কার স্বয়ং কি তাহার মোকরর করা উকীল হাজির হইবার কারণ জারী করেন্ ইতি।

মোখ্তারনামা আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি মোখ্তারনামার লিখিত মোখ্তারকার আদালতে স্বয়ং হাজিরহইতে কি আপন তরফহইতে উকীল হাজির করিতে না চাহে কি মোখ্তারনামার লিখিত কর্ম্মাদি করিতে কবুল না করে কিম্বা মোখ্তারনামা লেখা গেলে পর মরে অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত তাহার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্ম করিতে না পারে তবে রেজিষ্টরসাহেবের ও রেজিষ্টরসাহেব উপস্থিত না থাকিলে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এবিষয়ের এক রুবকারী করিয়া পল্টনের সরদার সাহেবকে জানাইবার নিমিত্তে তাঁহার নামে লিখিত এক ইঙ্গরেজী চিঠীর মধ্যে করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

জজসাহেব মোখ্তারকারের মোখ্তারকারী করিতে স্বীকার না করণের সম্বাদ পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি মোখ্তারনামার লিখিত মোখ্তারকার স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া মোখ্তারনামার লিখিত কর্ম্মাদিকরণের ভার আপনার প্রতি লয় তবে সেই মোখ্তারনামা সিরিশ্তাতে দাখিল হইয়া মোকদ্দমার কাগজের শামিলে রাখা যাইবেক ও ঐ মোখ্তারকার স্বয়ং কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুমমতে মোকরর করা সিরিশ্তার উকীল কি উকীলদিগের দ্বারা মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবেক ও যেমত এক্ষণকার চলিত আইনের দৃষ্টে মোকদ্দমাসকল দরপেশ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় সেই মত এমত২ মোকদ্দমা উপস্থিত ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের বিষয়েও ঐ২ আইনের মতে কার্য্য হইবেক ও ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী ঐ মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামীই বা থাকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের কালে স্বয়ং কি তাহার উকীল হাজির না থাকিলে ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা গিয়া তাহাতে যে সাহেবের বৈঠকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাঁহার দস্তখৎ হইয়া আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের মারফতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে জানাইবার নিমিত্তে পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

মোখ্তারকার মোখ্তারকারী কবুল করিলে মোখ্তারনামা মোকদ্দমার মিসিলে দাখিল হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের কি নীচের লিখিত কোন হুকুম কাহারু স্থানে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর পাওনার দাওয়ার সহিত কি তাহারদিগের ও অন্য কাহারু মধ্যে হওয়া তেজারতের কারবারের দেনা পাওনার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।



৪ ধারা।

৪ ধারা।

হুদ্দাদার কি সিপাহী যে মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী থাকে তাহার এক তরফী তজবীজ না হইতে পারিবার বিষয়ে যে২ হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ দেশীয় হুদ্দাদার কি সিপাহীলোকের নামে যে সকল নালিশ দরপেশ হয় সাধ্যপক্ষে তাহার এক তরফী তজবীজ না হয় এ নিমিত্তে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় হুদ্দাদার কি সিপাহীর নামে নালিশ করিতে চাহে তবে সেই ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে নালিশের আরজীতে কি আপীলের দরখাস্তে আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্ট হুদ্দাদার কি সিপাহী ইহার জিগির ও জ্ঞাত থাকিলে সে যে পল্টনের হুদ্দাদার কি সিপাহী হয় সে পল্টনের টিকানা লিখিয়া দেয় ও যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট ইহা জাহির করিতে না পারে তবে যে আদালতের সাহেব সে মোকদ্দমার তজবীজ করিবেন তিনি যে অনুসন্ধানেতে হইতে পারে তাহার তহকীক্ করিবেন ইতি।

এত্তেলানামা পূর্ব্বমতে পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে রেজিষ্টরসাহেবের ও রেজিষ্টরসাহেব উপস্থিত না থাকিলে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এ দেশীয় যে হুদ্দাদার কি সিপাহীর নামে নালিশের আরজী কি আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহাকে জানাইবার নিমিত্তে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়া মতে লিখিত ইঙ্গরেজী চিঠীর শামিলে ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা ঐ নালিশী আরজী কি আপীলের দরখাস্তের নকলসহিত এক এত্তেলানামা খাম করিয়া ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও যদি প্রথম বারেতে ইহা জানিতে না পারা যায় যে এ মোকদ্দমার আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্ট লড়াইয়ের পল্টনের হুদ্দাদার কি সিপাহী তবে যখন ইহা জানিতে পাওয়া যায় তখন ঐ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা ইঙ্গরেজী চিঠীর শামিলে এত্তেলানামা খাম করিয়া পাঠান যাইবেক ও যদি ফরিয়াদী আপন নালিশী আরজীতে কি আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্তেতে এ মোকদ্দমার আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্ট হুদ্দাদার কি সিপাহী বটে ইহা লিখিতে জানিয়া শুনিয়া আলস্য করে তবে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উপর প্রত্যেক মোকদ্দমার নালিশের প্রথমে যে রসুম দিতে হয় তাহার কি যে ইষ্টাম্পকাগজে নালিশী আরজী লিখিয়া দাখিল করিতে হয় তাহার মূল্যের চৌথাইহইতে অধিক না হয় এত টাকা জরীমানা দিবার হুকুম দেন ইতি।

পল্টনের সরদার সাহেব এত্তেলানামা পঁহুছিবামাত্র হুদ্দাদার কি সিপাহীকে দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পল্টনের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে এত্তেলানামা পঁহুছিবামাত্র যে হুদ্দাদার কি সিপাহীর নাম ঐ এত্তেলানামাতে লেখা থাকে তাহার নিকটে পঁহুছাইয়া পুনরায় ঐ এত্তেলানামা তাহার পৃষ্ঠে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর তাহা পাইবার করারে লেখা রসীদসুদ্ধা ও মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার কারণ মোখ্তারকার মোকরর করিবার নিমিত্তে এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়া মতে লেখা মোখ্তারনামাসহিত ফিরিয়া পাঠান ও যদি পল্টনের সরদারসাহেব কোন বাধাপ্রযুক্ত ঐ এত্তেলানামা সেই হুদ্দাদার কি সিপাহীর নিকটে পঁহুছাইতে না

না পারেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ এত্তেলানামা তাহা পঁহুছাইতে না পারিবার হেতু লিখিয়া তাহার সহিত যে রেজিষ্টরসাহেব কি জজসাহেব ঐ এত্তেলানামা পাঠাইয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠান ও এমতে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে পুনর্ব্বার ঐ সরদার সাহেবকে লিখিয়া পাঠান যে যদি হইতে পারে তবে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে এত্তেলানামার মজমুন জ্ঞাত করাইতে চেষ্টা করেন্ অথবা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া এ বিষয়ের নিমিত্তে অন্য যে উপায় করা আইনের লিখিত হুকুমের মতানুযায়ী হয় তাহা করেন্ ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করিবার কিম্বা নালিশের জওয়াব দিবার কারণ বিদায় লইবার মনস্থ করে তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইবেক সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে এক ইঙ্গরেজী চিঠী পাইবার কারণ পল্টনের সরদার সাহেবের হজুরে নিবেদন করে ও ঐ চিঠীর মজমুন এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ চিঠীতে আরজীর কিছু মজমুন কিম্বা ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের কোন বৃত্তান্ত কি বিবরণ লেখা যাইবেক না ইতি।

পল্টনের সরদার সাহেব হুদ্দাদার কি সিপাহীকে বিদায় দেওনের সময়ে যে হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহীর উচিত যে স্বয়ং ঐ চিঠী রেজিষ্টরসাহেবের ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজসাহেবের হজুরে দেয় যে ঐ সাহেব হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহীর দরখাস্তমতে সিরিশ্তার উকীলদিগের মধ্যে এক জন উকীল নিযুক্ত করিয়া দেন্ যে ঐ উকীল সলা পরামর্শকরণের ও মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ও নালিশী আরজী তৈয়ারকরণের কি তাহার জওয়াব দিবার বিষয়ে সহকার থাকে ও উপরের উক্ত কর্ম্মাদি করিবার নিমিত্তে সিরিশ্তার উকীলদিগের কোন উকীল মোকরর হইলে জজসাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে ঐ উকীলের রসুম ও কর্ম্মের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের কি এক্ষণকার চলিত অন্য কোন আইনের লিখিত হুকুম জানাইয়া দেন্ ইতি।

আদালতের সাহেব হুদ্দাদার কি সিপাহীর তরফহইতে এক জন উকীল মোকরর করিয়া দিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুম জানাইয়া দিবার কথা।

৬ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে এমত বোধ না হয় যে হুদ্দাদার কি সিপাহীকে তাহারা যে কোন আদালতে আপন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকে তথায় আদালতের উকীল মোকররকরণবিনা স্বয়ংমোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে কিম্বা আদালতের সাহেবের মোকরর করিয়া দেওয়া উকীলভিন্ন অন্য উকীল মোকরর করিতে নিষেধ আছে ইতি।

হুদ্দাদার কি সিপাহী আপন মোকদ্দমাতে স্বয়ং সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবার কথা।



৭ ধারা।

৭ ধারা।

এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা সকলের বিচার ও নিষ্পত্তি অতিশীঘ্র করিতে হইবার কথা।

প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইল যে আপন পল্টনহইতে বিদায় পাওয়া হুদ্দাদার কি সিপাহীদিগের এই আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমাছাড়া উপস্থিত করা সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ন্যায়মতানুসারে বিনা নম্বরবিলিতে করিতে থাকেন ইতি।

হুদ্দাদার কি সিপাহীকে দেওয়া ছুটীর মিয়াদ ফুরাইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি হুদ্দাদার কি সিপাহীর ছুটির মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে না পারে তবে যে জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেবের হুজুরে মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাঁহার ক্ষমতা আছে যে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর আর কতক দিনের ছুটি হইতে পারে কি না ইহা জিজ্ঞাসার কথাসম্বলিত চিঠী পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া জওয়াব আসিবাপর্য্যন্ত যত দিন লাগে তত দিনের আর এক মিয়াদ বাড়াইতে পারিবেন কিন্তু যে জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেব এমত মিয়াদ বাড়ান কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের যে সাহেব উপস্থিত থাকেন সেই সাহেব অবিলম্বে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী যে পল্টনের সরদার সাহেবের তাবে থাকে সেই সরদার সাহেবকে এক ইঙ্গরেজী চিঠীর দ্বারা এ বিষয়ে জ্ঞাত করান্ ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী আপন মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে আপন পল্টনেতে ফিরিয়া যায় তাহাতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও তদবীর করিতে বাকী যাহা থাকে তাহা করিবার ভার এই আইনের শেষের লিখিত প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে লেখা মোখ্তারনামার অনুসারে মোকরর করা এক জন মোখ্তারকারকে কিম্বা ওকালৎনামার দ্বারা আপন তরফহইতে মোকরর করা এক জন কি ততোধিক জন উকীলকে দেয় ও এ দুই প্রকারেতেই ফয়সলা কিম্বা ডিক্রীর নকল এই আইনের ৩ ধারার ৫ প্রকরণের মতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে জানাইবার নিমিত্তে তাহার পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক্ হইলে আদালতের সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর উপর ডিক্রীর বাবৎ কি জরীমানার কি দণ্ডের যে টাকা দিবার হুকুম হয় সেই টাকা উসুল করিবার কারণ আদালতের হুকুমমতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর কোন ভূমি কি অন্য কোন স্থাবর বস্তু যদি ক্রোক্ হয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখনমতে পল্টনের সরদার সাহেবের দ্বারা সেই হুদ্দাদার কি সিপাহীকে এ বিষয়ের সম্বাদ করিয়া ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর ঐ ডিক্রী কি অন্য বাবতের টাকা দিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন্ সেই মিয়াদপর্য্যন্ত ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু বিক্রয় করা মৌকুফ রাখেন ইতি।

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

### ৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন জমীদার কি সরকারে মালগুজারীকরণিয়া অন্য যে কোন ব্যক্তির নাম কালেক্টরীর সিরিশ্তাতে দাখিল আছে সে ব্যক্তি যদি কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় হুদ্দাদার কি সিপাহীদিগের মধ্যে হুদ্দাদারী কি সিপাহীগিরীতে চাকর হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে সে যে পল্টনে যে কর্ম্ম রাখে সেই পল্টনের ও কর্ম্মের নামসম্বলিত এক আরজী তাহার ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল করে ও ঐ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের নিদর্শন ঐ সকল কথাসম্বলিত রেজিষ্টরী বহীতে ও ঐ জমীদারের জমী ও জমাসম্পর্কীয় দফ্তরেতে লেখাইয়া রাখেন্ ও যদি মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর ভূমি সমুদয় কি তাহার কতক বিক্রয় করিবার যোগ্য হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের লিখিত ৫ পঞ্চম নম্বরের শরওয়ামতে লেখা এক ইঙ্গরেজী চিঠীর শামিলে ঐ বাকী টাকার সংখ্যা ও তাহা যে তারিখে দেওয়া উচিত ছিল সেই তারিখ ও পল্টন যত দূরে থাকে তাহার ও মোকদ্দমার অন্য ভাবগতিকের দৃষ্টে যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ বাকী টাকা দিবার তলবের কথাসম্বলিত ঐ কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ ও তাঁহার ভারের মোহর ও কালেক্টরীর সরদার আমলার নিশানীযুক্তে এক এত্তেলানামা খাম করিয়া পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী সরকারের বাকীদার হইলে তাহার সমাচার পল্টনের সরদার সাহেবকে দিতে হইবার কথা।

হুদ্দাদার কি সিপাহী বাকীদার হইলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পল্টনের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের পাঠান চিঠীর জওয়াব বাকীদারের নিকটে ঐ এত্তেলানামা পঁহুছিবার তারিখ কি এত্তেলানামা পঁহুছান না হইবার হেতু কথাসহিত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী এত্তেলানামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল না করে তবে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা কৈফিয়ৎ ঐ এত্তেলানামার নকল এবং তাঁহাতে ও পল্টনের সরদার সাহেবেতে যেং চিঠীপত্র লেখা পড়া হইয়া থাকে তাহার নকলসহিত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবেরা প্রত্যেক মোকদ্দমাতে কালেক্টরসাহেবকে যে হকুম দেন্ ঐ সাহেব তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

বাকী টাকা দাখিল না করিলে কালেক্টরসাহেব বোর্ডহইতে হওয়া হকুমমত কার্য্য করিবার কথা।

### ১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত হকুমের অনুসারে এমত বুঝা না যায় যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২০ আইনের লিখিত কোন হকুমের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইল কিম্বা আদালতের সাহেবেরা কি কালেক্টরসাহেবেরা এই আইনের লিখিত

এই আইনানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২০ আইনের লিখিত



হকুমমতে

কোন হুকুমের ফেরফার না হইবার কথা।

হুকুমমতে আপনং ভারানুসারে যে কোন নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন্ তাহার দোষ গুণের বিষয়ে ঐ সাহেবদিগকে কিছু লিখিতে কোন পল্টনের সরদার সাহেবকে অনুমতি আছে ইতি।

যেং ব্যক্তির সহিত এই আইনের হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে এমত বোধ না হয় যে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমাতে সিপাহীগিরী চাকরীহইতে তগীরহওয়া ব্যক্তিরা অথবা সেবন্দীর পল্টনের কিম্বা মোকামী কি গর মোকররী অন্যং পল্টনের কেহ কি ফৌজের চাকর কি সঙ্গীসাথী লোকদিগের কেহ কিম্বা কোন হুদ্দাদার কি সিপাহীর আত্মীয় কি সম্পর্কীয় লোকদিগের কেহ ফরিয়াদী কি আসামী থাকে সে সকল মোকদ্দমার তজবীজের কারণ সামান্য যে সকল চলিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে কিছু ফেরফার হইল জানা কর্ত্তব্য যে কলিকাতা রাজধানীর মোতালক মোকররী অর্থাৎ লড়াইয়ের পল্টনসকলেতে এদেশীয় যে সকল হুদ্দাদার কি সিপাহী নিযুক্ত আছে কেবল তাহারদিগের সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আপ্রিলে ও ১৮১৪ সালের ২২ জুলাইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া কএক হুকুমের অর্থ স্পষ্ট করণার্থে কএক প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের আপ্রিল মাসের ১০ তারিখে এবং ১৮১৪ সালের জুলাই মাসের ২২ তারিখে শ্রীযুত বৈস্ প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকেতে ফৌজের বিষয়ে কএক হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এক্ষণে এই আইনেতে নীচের লিখিত প্রকরণ ঐ কএক হুকুম স্পষ্ট করিয়া ও বিবরিয়া সমস্ত লোককে জানাইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

হুদ্দাদার কি সিপাহীরা কোন স্থানে টাকা পাঠাইতে চাহিলে যে উপায় করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কলিকাতা রাজধানীর ট্রেজুরীর মোখ্তারসাহেবের নায়েব সাহেবের ও দিল্লীর ও লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট সাহেবদিগের ও মালের কালেক্টরসাহেবদিগের ও কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন স্থানে মোকররথাকা ফৌজের বক্শী সাহেবদিগের ও যেং ফৌজের বক্শী সাহেব সরকারের ফৌজের সঙ্গে সরকারের অধিকারভিন্ন অন্যং দেশে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের উচিত যে এদেশীয় যে সকল হুদ্দাদার কি সিপাহী এক স্থানহইতে অন্য স্থানে টাকার হুণ্ডী পাঠাইতে চাহে তাহারদিগের তরফহইতে কিছু টাকা তাঁহারদিগের খাজানাখানা অর্থাৎ তহবিলে দাখিল হইলে তাহার বদলে দর্শনী হুণ্ডী ও তাহা না পঁহুছিলে পঁয়েট্ অর্থাৎ দোকর হুণ্ডী চলিত বাটার হিসাবকরণের পরে অন্য যে খাজানাখানার মোখ্তারকার সাহেব টাকার হুণ্ডী সাকরাইতে ও তাহার লিখিত টাকা দিতে ক্ষমতা রাখেন সেই সাহেবের নামে লেখাইয়া দেন্ ইতি।

কিছু মিনাহ না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী সরকারের কোন রকম নগদ সিক্কাতে কিছু টাকা সরকারের কোন খাজানাখানাতে দাখিল



করে

করে তবে সেই হুদ্দাদার কি সিপাহী অন্য যে খাজানাখানার মোখ্তার সাহেবের প্রতি তাহা দিবার ভার হয় তাঁহার নিকটহইতে কিছু মিনাহ যাওনবিনা সেই রকম নগদ সিক্কা তত টাকার সমান তথাকার চলন সিক্কা যত টাকায় হয় তাহা পাইতে পারিবেক ইতি।

এই আইনের শেষ।

১ প্রথম নম্বর।

মোখ্তারনামার শরওয়া।

লিখিতং শ্রীঅমুক স্থানে নিযুক্তথাকা অমুক রিজিমেণ্টের অমুক পল্টনের অমুক কর্ম্মের চাকর অমুক জিলার অমুক পরগনার মোতালক অমুক মৌজার নিবাসী অমুক জাতি অমুকের পুত্র অমুকস্য মোখ্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক মোকদ্দমাতে অমুকের কি অমুক অমুকের নামে নালিশ করিতে চাহি কিম্বা অমুক মোকদ্দমাতে অমুক কি অমুক অমুক আমার নামে যে নালিশ করিয়াছে তাহার জওয়াব দিতে চাহি একারণ অমুক গ্রামনিবাসী অমুক জাতি আপন আত্মীয় কি উপরি অমুক ব্যক্তিকে আপন তরফহইতে মোখ্তার মোকরর করিলাম ঐ মোখ্তার আমার তরফ হইতে নালিশ দরপেশকরণের বিষয়ে কিম্বা নালিশের জওয়াব দিবার বিষয়ে যাহা২ করে তাহা আমার নিজের করণের মত বোধ হইবেক ও ঐ মোখ্তারের উচিত যে নালিশ দরপেশ করিতে কি নালিশের জওয়াব দিতে যেমত উপযুক্ত বুঝে হয় স্বয়ং রুজু থাকে কিম্বা সিরিশ্তার উকীলেরদিগের মধ্যে এক জন কি ততোধিক জন উকীলকে মোকরর করে ও আপনিও তাহারদিগকে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের বিষয়ে জানাইয়া ও শুনাইয়া দিতে ত্রুটি ও গাফিলী না করে ও মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ মোখ্তার মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিতহওনেতে তাহার সওয়াল ও জওয়াবকরণে যেমত ক্ষমতা রাখে আপীল হইলেও সেই মত ক্ষমতাক্রমে সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবেক ইতি।

অমুক হুদ্দাদার কি অমুক সিপাহীর দস্তখৎ আপন তরফহইতে লেখা অমুক পল্টনের সরদার সাহেবের হজুরে।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের অবশেষে আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেতে ও পল্টনের সরদার সাহেবেতে পৃথক২ বিষয়ে যে সকল চিঠী লেখাপড়া হইবেক তাহার তরজমাহওনের কিছু আবশ্যক নাই একারণ ইঙ্গরেজী ভাষাহইতে বাঙ্গলা তরজমা হইল না ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন

পোলীসের ও ফৌজদারী জেলখানার মোতালক বিষয় ও ব্যাপারের বন্দোবস্তকরণের নিমিত্তে কোন বিষয়ের তদারককরণের আবশ্যক হইলে তাহার তদবীর যে মতে করা যাইবেক তাহার নিমিত্তে এবং চৌকীদার লোককে বহাল রাখিবার ও তাহারদিগকে ওয়াজিবী মাহিয়ানা দিবার অর্থে এবং পোলীসের দারোগা ও আমলা লোককে তগীর বহালকরণের বিষয়ে যে২ দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা শুধরিবার জন্যে এবং যে সকল হুকুমের অনুসারে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ভারনিরূপণ হইয়াছে সে সকল হুকুম শুধরিবার কারণ এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এবং সদর নিজামতের সাহেবদিগের যে সকল মুতফরুকা কর্ম্মের নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার অল্পতাহওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৬ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ১২ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৭ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৯ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারের খরচের অল্পতাহওনের নিমিত্তে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যে সরকারী খরচে পোলীসের ও ফৌজদারী জেলখানার যে সকল সিরিশ্তার বন্দোবস্ত হইয়াছে কখন২ সেই সকল সিরিশ্তা দৃষ্টি ও বিবেচনা করা আবশ্যক হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের লিখিত নিয়ম মতে যে সকল চৌকীদার কি পোলীসের তাবে অন্য আমলা মোকরর হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক তাহারদিগের সিরিশ্তার মজবুতী ও বন্দোবস্ত ও নির্ব্বাহ হইবার নিমিত্তে ইহা বিহিত বোধ হইতেছে যে যে২ সময়ে উপযুক্ত হয় তখন কৌন্সেলের সাহেবেরা ঐ সকল সিরিশ্তা দৃষ্টি ও বিবেচনা করেন ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের জেলখানার দারোগা লোকের ও তাহারদিগের তাবে ক্ষুদ্র আমলাদিগের ও পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগাদিগের ও তাহারদিগের তাবে ক্ষুদ্র আমলা লোকের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দিবার ও যে২ স্থানেতে পোলীসের থানার আমলা তৈনাৎ করা অতিবিহিত হয় সেই২ স্থানে তাহা তৈনাৎ ও নিযুক্ত করা যাইবার নিমিত্তে ঐ সকল আমলাদিগের তগীর বহালীর ও তৈনাৎহওনের বিষয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলন আছে তাহা শুধরা আবশ্যক হইল ও ইহা বিহিত বোধ হইতেছে যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব



দিগকে

দিগ্‌কে তাঁহারদিগের এদেশীয় আমলাদিগের তগীর বহালীর ও পোলীসের দারোগা ও আমলাদিগের জরীমানা করিবার ও তাহারদিগ্‌কে কর্ম্মহইতে সস্‌পেণ্ড করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের সিরিশ্‌তা দৃষ্টি ও বিবেচনা করা ও তাঁহারদিগের যে২ কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে হইবেক তাহার নিরূপণ করা উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইল ও ভারী২ মোকদ্দমার তজবীজকরণব্যতিরেকে যে সকল মুতফরুকা কর্ম্ম এক্ষণে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের ও সদর নিজামতের সাহেবদিগের নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার অল্পতা হয় ও মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবেরা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের মারফৎ কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে চিঠীপত্র লিখিয়া পাঠাইতে পারেন্‌ একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের পোলীসের ও জেলখানার সমস্ত আমলার বৃত্তান্তসম্বলিত এক রেজিষ্টরী বহী তৈয়ার করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের উচিত যে পোলীসের ও জেলখানার মোকররী কি গর মোকররী যে সকল আমলা সরকারের তরফ হইতে মাহিয়ানা পায় ঐ সমস্ত আমলার বেওরা কৈফিয়ৎসম্বলিত এক রেজিষ্টরী বহী এই মতলবের নিমিত্তে যে নক্‌শায় অতিবিহিত হয় সেই নক্‌শাতে তৈয়ার করান্‌ ও ঐ বহীতে সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে পোলীসের ও জেলখানার যত আমলা মোকরর আছে তাহারদিগের সংখ্যার ও প্রকারের ও তাহারদিগের নিযুক্ত হওনের ও তাহারদিগের বাবৎ খরচের বয়ান লেখা থাকিবেক ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের পোলীসের সিরিশ্‌তার বিবেচনা করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের উচিত যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা তাঁহারদিগের সহিত মিলিয়া জিলা ও শহরের পোলীসের ও জেলখানাসকলের সিরিশ্‌তা বিলক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্তে যে সম্বাদ ও খবর উপযুক্ত হয় তাহা ঐ সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল সিরিশ্‌তা বিবেচনাকরণের পরে তাঁহারদিগের মোতালক প্রত্যেক জিলার রক্ষণাবেক্ষণ ও নেগাহবানী হওনেতে কিছু হানি ও ব্যাঘাত না হয় ইহার দৃষ্টে প্রত্যেক জিলার নেগাহবানীর কারণ পোলীসের ও জেলখানার যত আমলা প্রয়োজনোপযুক্ত জানেন তাহার এক ফর্দ্দ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্‌ ইতি।

৩ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা পোলী

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার পরে যে সময়ে তাঁহার



দিগের

দিগের আপন২ সালিয়ানা রিপোর্ট কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতে হয় তখন তাহার সঙ্গে আপন২ এলাকার জিলার পোলীসের ও জেলখানার গত দুই বৎসরের সমস্ত আমলার সংখ্যা ও তাহারদিগের বাবৎ খরচের সংখ্যাসম্বলিত সংক্ষেপে লেখা এক কৈফিয়ৎ ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতে থাকেন ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে পোলীসের আমলা অধিককরণের হেতু সহিত কি অপরাধের কর্ম্ম কমহওন ও পোলীসের সিরিশ্তা দুরস্ত থাকনপ্রযুক্ত কি অন্য২ হেতুপ্রযুক্ত আমলা কমাইবার কথাসম্বলিত আলাহিদা বয়ান ঐ সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

সের সিরিশ্তার আমলার এবং তাহারদিগের বাবৎ খরচের সংখ্যাসম্বলিত সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

৪ ধারা।

পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল চৌকীদার ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের লিখিত নিয়মমতে মোকরর হইয়াছে কি ইহার পরে হয় তাহারদিগের সিরিশ্তার বেওরাসম্বলিত এক২ ফর্দ্দ কৈফিয়ৎ প্রতিবৎসর কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগ্কে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে ঐ আইনের লিখিত হুকুমমতে ঐ সিরিশ্তার বন্দোবস্ত ও মজবুতীর বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখেন ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে আপন২ এলাকার চৌকীদারদিগের কার্য্যকর্ম্ম করণের ও যে২ ব্যক্তির প্রতি চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার টাকা উসুল করিবার ও দিবার ভার থাকে তাহারদিগের ভাবগতিকের খবরগিরী ও অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি না করেন্ বিশেষে পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের উচিত যে যদি এমত জানিতে পান যে চৌকীদারদিগের সিরিশ্তার বিষয়ে তাহার বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমের কিছু অন্য মতাচরণ হইয়াছে কিম্বা যে কোন তদবীর করিলে নিশ্চয় ঐ সকল সিরিশ্তার হিত ও সুধারা এবং বাঞ্ছিত ফলের আধিক্য হইতে পারে তাহা তাঁহার বিবেচনায় আইসে তবে এসকল বিষয়ের কথা মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগ্কে ও আবশ্যক হইলে কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের চৌকীদারদিগের সিরিশ্তার বেওরাসম্বলিত সালিআনা কৈফিয়ৎ কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

৫ ধারা।

জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা উপরের ধারার হুকুমমত চৌকীদারদিগের সিরিশ্তার বিষয়ের সালিয়ানা রিপোর্ট পাঠাইবার নিমিত্তে যে কোন সমাচার ও খবর তাঁহারদিগের স্থানে তলব করেন্ তাহা সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান ও তাঁহারদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা চৌকীদারদিগের সিরিশ্তার বন্দোবস্তের বিষয়ে তাঁহারদিগ্কে যাহা করিতে লিখেন তাহা এক্ষণকার চলিত আইনের মতানুযায়ী হইলে তাহা করেন্ ইতি।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে সম্বাদ পাঠাইবার কথা।



৬ ধারা।

৬ ধারা।

কএক হুকুম রদ হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনের লিখিত যেং হুকুম কোতওয়াল ও দারোগাআদি পোলীসের ও জেলখানার আমলা তগীর বহালকরণের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১১ ও ১২ ধারার লিখিত হুকুম নীচের লিখনানুসারে শুধরা গেল ইতি।

৭ ধারা।

জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগা ও পোলীসের থানার তাবে অন্য আমলা লোকের বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদিগ্‌কে পোলীসের কোতওয়াল ও দারোগা ও পোলীসের থানার তাবে অন্য আমলাকে মোকরর করিবার ও তাহারদিগকে এক থানাহইতে অন্য থানাতে পাঠাইবার ও তাহারদিগের গাফিলী ও অন্য বিরুদ্ধ আচরণ সাবুদ হইলে কি অযোগ্যতা জানা গেলে তাহারদিগ্‌কে আপনং কর্ম্মহইতে সস্পেণ্ড করিবার কিম্বা তগীর করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল ও উপরের লিখিত ঐ সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে তাঁহারদিগের মঞ্জুরীর নিমিত্তে পাঠাইবার কিছু প্রয়োজন নাহি ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে মতেতে জেলখানার আমলা তগীর বহালকরণের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল ব্যক্তি জেলখানার দারোগগিরী কর্ম্ম কি তাহার মোতালক অন্য কোন কর্ম্ম করিবার যোগ্য হয় তাহারদিগ্‌কে সেইং কর্ম্মে মোকরর করেন্ ও তাঁহারদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে ঐ আমলালোকের মধ্যে কাহারু অযোগ্যতা কি বিরুদ্ধ আচরণ সাবুদ হইলে কিম্বা অন্য কোনং বিশিষ্ট হেতুতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তগীর করিবার যোগ্য বোধ হইলে কর্ম্মহইতে তাহার তগীরহওনের হুকুম দেন্ ও সেই হুকুম নাতক্ অর্থাৎ চূড়ান্ত বোধ হইবেক ইতি।

যোগ্য লোকদিগ্‌কে বাচনি করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি আপনং এদেশীয় কোন আমলাকে তগীর করা আবশ্যক বঝেন্ তবে তাহাকে তগীরকরণের হেতু আপনং রুবকারীতে লেখান ও তাঁহারদিগের ইহাও উচিত যে তাঁহারদিগের তাবে কোন আমলার কর্ম্মস্থান খালি হইলে তাহার কর্ম্মে কোন কৃতকর্ম্ম ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ঠাহরাইয়া মোকরর করেন্ ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে যে সকল আমলা আপনং কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহারা তাঁহার কি সাবেক মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের মোকরর করাই বা হউক যাবৎ তাহারা আপনং ভারের কর্ম্ম অন্তঃকরণের সহিত ধর্ম্মক্রমে ও যথার্থরূপে করিতে থাকে তাবৎ তাহারদিগ্‌কে বহাল রাখেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে



সকল

সকল ব্যক্তি পোলীসের কোতওয়ালী কি দারোগগিরী কি জেলখানার দারোগগিরী কর্ম্মে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার সময়ের পূর্ব্বে মোকরর হয় তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম ও যোগ্যতা ও বয়ঃক্রমের সংখ্যা ও পূর্ব্বের করা কর্ম্মের ও সুখ্যাতির কথাসম্বলিত এক ফিরিস্তি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার সময়ে তাঁহার দৃষ্টি ও বিবেচনার কারণ দরপেশ করেন্ ইতি।

দওরার পূর্ব্বে নিযুক্তহওয়া লোকদিগের নামসম্বলিত ফিরিস্তি দরপেশ করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি উপরের প্রস্তাবিত আমলাদিগের মধ্যে কেহ তাহার তগীরীর বিষয়ে জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে আগামী দওরার সময়ে মোকদ্দমার বেওরা ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে আপনার নারাজহওনের হেতু লিখিয়া এককেতা দরখাস্ত দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে দেয় কিন্তু জানান যাইতেছে যে ঐ ব্যক্তি তগীরহওনের পরে যে দওরা হয় সেই দওরাতে ঐ দরখাস্ত দিলেই তাহা শুনা যাইবেক নতুবা ঐ ব্যক্তি কোন হেতুপ্রযুক্ত এমত নাচার হইয়াছিল যে ঐ দওরাতে দরখাস্ত গুজরাইতে পারে নাহি এমত সাবুদ হওনব্যতিরিক্ত শুনা যাইবেক না ইতি।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হুকুমেতে যাহারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তাহারদিগের আরজী দায়েরসায়ের সাহেব শুনিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত দরখাস্ত দৃষ্টিকরণের পরে যদি উপযুক্ত বুঝেন তবে ইঙ্গরেজী ভাষাতে অন্য যে কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেট্সাহেবের দরপেশকরণের ইচ্ছা হয় তাহার সহিত মোকদ্দমার বেওরাযুক্ত মাজিস্ট্রেট্সাহেবের করা রুবকারী তাঁহার স্থানে তলব করেন্ ইতি।

দরখাস্ত দৃষ্টিকরণের পরে দায়েরসায়ের সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—মাজিস্ট্রেট্সাহেবের পাঠান কাগজ দৃষ্টিকরণের পরে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব এমত বুঝেন যে মাজিস্ট্রেট্সাহেব উপরের প্রকরণের মতে তাঁহার প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতানুসারে ঐং প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যমত আচরণ করিয়াছেন তবে অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগ্‌কে যেমত হুকুম আছে যে মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা আপনারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মকরণেতে ব্যতিক্রম করিলে তাহার সমাচার সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে দেন্ সেইমত তাঁহাকে হুকুম আছে যে এমত মোকদ্দমার রুবকারী সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও সদর নিজামতের সাহেবদিগের উচিত যে এমতং প্রকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২৪ ধারার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করেন্ ও যদি উচিত বুঝেন তবে যে ব্যক্তি বিশিষ্ট হেতুব্যতিরিক্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইয়া থাকে তাহাকে বহালরাখণের হুকুম মাজিস্ট্রেট্সাহেবকে দেন্ ইতি।

যে প্রকারেতে দায়েরসায়ের সাহেবেরা মাজিস্ট্রেট্সাহেবের রুবকারী সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান উচিত তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের অনুসারে এমত বোধ না হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগ্‌কে ও সদর নিজামতের সাহেবদিগ্‌কে নিষেধ আছে যে যদি এমত সাবুদ হয় যে পোলীসের কি জেলখানার কোন আমলা এমত

যে প্রকারেতে দায়েরসায়ের সাহেবেরা ও সদর নিজামতের সাহেবে



অপরাধ

র্‌রা পোলীসের আমলা তগীর করিবেন তাহার কথা।

অপরাধ করিয়াছে যে তাহার শাস্তিতে চলিত আইনানুসারে কর্ম্মহইতে তগীর হই তে পারে কিম্বা তাহার নিমিত্তে কোন আইনেতে স্পষ্টরূপে এমত হুকুম নাহি কিন্তু বিচারানুসারে তাহার কর্ম্মহইতে তগীরহওয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব দিগের ও সদর নিজামতের সাহেবদিগের উপযুক্ত বোধ হয় তবে তাহার তগীরহ ওনের হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব পো লীসের আমলার মধ্যে কতক লোক কোন চৌকী আদিতে তৈনাৎ করি বার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১৪ আইনের ৬ ও ৭ ধারার লি খিত হুকুম শুধরণক্রমে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে অনুমতি হইল যে আপন২ এলাকার কোন থানার আমলার মধ্যে এক তেহাইহইতে অধিক না হয় এমত আন্দাজ আম লা সেই থানার অধিকারের মধ্যের কোন চৌকীতে কি গ্রামে কি নদনদীর খেয়াঘা টে কি সরে রাস্তা অর্থাৎ শরাণে অথবা অন্য স্থানে তৈনাৎ করেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্‌সা হেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের বেওরা আপন২ মনস্থের ও বিবেচনার কথাস হিত তাঁহারা পোলীসের যে২ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের এলাকায় থাকেন তাঁহারদি গের নিকটে লিখিয়া পাঠান ইতি।

ঐ আমলা লোক থা নার দারোগার তাবে থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ সকল চৌকীআদিতে তৈনাৎহওয়া পোলীসের আমলা দিগের উচিত যে তাহারা পোলীসের যে থানার মোতালক হয় সেই থানার দারো গার হুকুমের তাবে থাকে ও অপরাধের কর্ম্মহওনের নিবারণ করাতে ও অপরাধি দিগকে ধরিবাতে অতিসচেষ্ট হয় ও তাহারা পোলীসের মোতালক বিষয়ের যে কিছু খবর ও সমাচার জানিতে পায় তাহা থানার দারোগাকে জানায় ইতি।

ঐ আমলাদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তা হার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যাহারদিগকে হঙ্গামা ও ফসাদ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় ও যাহারদিগের পিছে লোকেরা শোরশার করিয়া যায় ও যাহারদিগের নিকটহইতে লুঠের দ্রব্য বাহির হয় তাহারদিগকে কি যাহারা ডাকাইতীকরণেতে খ্যাতহওনহেতুক তাহারদিগের নামে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩ ধারার লিখনমতে গ্রেপ্তারীর ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে গ্রেপ্তার করিবার যোগ্য হয় তাহার দিগকে এবং অন্য লুচ্চা লোকন্দরা ও দুষ্ট বোধহওয়া যে লোক স্পষ্টতঃ আপ নারদিগের গুজরাণের সংস্থান না রাখে ও আপনারদিগের আহওয়াল ঠিক বলিতে না পারে তাহারদিগকে তাহারদিগের নামে নালিশের আরজী দাখিল ও দস্তক জারী হওনবিনা গ্রেপ্তার করিতে পোলীসের দারোগাদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ সকল প্রকারে সেই ক্ষমতা ঐ সকল চৌকীআদিতে তৈনাৎহওয়া আমলা দিগকে দেওয়া গেল কিন্তু উপরের উক্ত প্রকার সেওয়ায় চৌকীআদিতে তৈনাৎ হওয়া পোলীসের আমলাদিগের ক্ষমতা নাহি যে কোন ব্যক্তিকে ঐ আমলারা যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ও থানার দারোগার তাবে হয় সেই মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি দারোগার দস্তক জারীহওনবিনা গ্রেপ্তার করে ইতি।



৪ চতুর্থ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি পোলীসের ঐ আমলারা কোন ব্যক্তিকে গেুস্তার করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মোকদ্দমার বেওরা ও তাহাকে গেুস্তার করিবার হেতু লিখিয়া তাহারা যে থানার মোতালক হয় সেই থানাতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ধরাপড়া ব্যক্তিদিগকে থানাতে পাঠাইবার কথা।

## ৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা মরে কিম্বা আপন কর্ম্মে ইস্তাফা দেয় কি কেহ সেই কর্ম্মহইতে তগীর হয় কিম্বা ঐ কর্ম্মে মোকরর হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ সমস্ত বিষয়ের বেওরা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা যে নক্শা উপযুক্ত ঠাহরান সেই নক্শাতে লিখিয়া ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যে ঐ সাহেবেরা তাহা দেখিয়া তাহার মোকাবিলায় রেজিষ্টরী বহী দুরস্ত করেন এবং পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা রেশ্বৎলওন অপরাধ কি অন্য যে কোন অপরাধে শাস্তিতে কর্ম্মহইতে ছাড়া হইতে হয় তাহা সাবুদহওনপ্রযুক্ত দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কি সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুকুমেতে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইয়া থাকিলে সে কোতয়াল কি দারোগা পুনর্ব্বার ঐ কর্ম্মে মোকরর হইতে না পারে ইতি।

মরণাদি বিষয়ের সমাচার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এমত সম্বাদ পান যে কোন কোতওয়াল কি দারোগা কি পোলীসের অন্য আমলা উপরের লিখিত কারণে একবার আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইয়া পুনরায় সেই কর্ম্মে মোকরর হইয়াছে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে লিখিয়া পাঠান্ যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মহইতে তগীর করেন্ ইতি।

তগীরহওয়া ব্যক্তি পুনরায় মোকরর হইলে এ সমাচার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণের অনুসারে এমত পুরা হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি পোলীসের কোন দারোগা কি জেলখানার কোন আমলা এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত কোন মোকদ্দমা সাবুদহওন হেতুব্যতিরেকে তগীর হয় তবে সে ব্যক্তি সরকারের অন্য যে কর্ম্মের যোগ্য হয় তাহাতে তাহার নিযুক্ত হওনের বাধা হইবেক না ইতি।

কোন দারোগাআদি এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমা সাবুদহওনবিনা তগীর হইলে সরকারের অন্য কর্ম্মে তাহার নিযুক্ত হওনের বাধা না হইবার কথা।

## ১০ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের আপন২ আমলা মোকরর করিতে কি বিশিষ্ট হেতু পাইলে তগীর করিতে পুরা ক্ষমতা আছে ও এ বিষয়ে তাঁহারা যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের আপন২ আমলা তগীর বহাল করিবার ক্ষমতার কথা।

## ১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আপন২ জিলার সীমা সরহদ্দের

জরীমানা করিবার বি



মধ্যের

ষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

মধ্যের পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা কি পোলীসের থানার মোতালক অন্য আমলার জরীমানা করিবার কি তাহারদিগ্‌কে সস্‌পেণ্ড করিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগেরো সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কোন কোতওয়াল আদিকে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ সারাহওন পর্য্যন্ত কর্ম্মহইতে সসপেণ্ড রাখিতে ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপন২ এলাকার সরহদ্দের মধ্যের পোলীসের কোন কোতওয়াল কি থানার দারোগা কি অন্য কোন আমলা কোন বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি তাহারদিগের যে২ বিষয়ের সম্বাদ দেওয়া আবশ্যক তাহা দিতে গাফিলী করিলে কিম্বা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা যে হুকুম করেন্‌ তাহা আমলে না আনিলে যাবৎ ঐ২ বিষয়ের তজবীজ করা সারা না হয় তাবৎ তাহারদিগকে কর্ম্মহইতে সস্‌পেণ্ড রাখেন ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের হুকুম আমলে আনিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা আপন২ কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে পোলীসের কোন কোতওয়াল কি দারোগা কিম্বা অন্য আমলাকে কর্ম্মহইতে সস্‌পেণ্ড করা কিম্বা তাহারদিগের জরীমানা করা উচিত বুঝেন তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনার দেওয়া হুকুমসম্বলিত এক রুবকারী জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠান ও সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেবের উচিত হইবেক যে ঐ রুবকারী পাঠাইবামাত্র ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে পোলীসের কোন দারোগা কি অন্য আমলার স্থানে জরীমানার টাকা উসুল করিবার কি তাহাকে কর্ম্মহইতে সসপেণ্ড করিবার ও অন্য ব্যক্তিকে তাহার স্থানে মোকরর করিবার বিষয়ে আপনার দেওয়া হুকুম জারীকরণের মত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুম জারী করেন্‌ ইতি।

## ১২ ধারা।

কোন জিলাতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিহিত বুঝিলে সেই জিলার কোন থানা আপন নিজের তাবে রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা আপন২ এলাকার কোন জিলাতে পঁহুছিবার সময়ে সেই জিলার এক থানা কি অধিক থানা আপনার নিজ তাবে রাখা বিহিত বুঝেন তবে তাঁহাকে অনুমতি আছে যে তাহা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে চাহেন ও সেই মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমহওনের অপেক্ষা না করিয়া ঐ সাহেবের চাওয়া থানা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন্‌ ইতি।

উপরের উক্ত প্রকারেতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত প্রকারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগ্‌কে পোলীসের কোন আমলাকে কর্ম্মহইতে তগীর কি সসপেণ্ড করিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই ক্ষমতা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে থানা তাঁহার নিজের তাবে থাকে সেই থানার মোতালক পোলীসের আমলার বিষয়ে থাকিবেক ও জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১৬ ধারার ও

১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১৫ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১৬ ধারার লিখিত প্রকার ব্যতিরেকে ঐ থানা কি ঐ২ থানা যাবৎ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিজের তাবে থাকে তাবৎ তাহাতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীবিনা ঐ সাহেবের তুল্য ক্ষমতা আচরণ করিতে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি ইতি।

১৩ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের সিরিশ্তার ও জেলখানার কি মোকররী কি গরমোকররী আমলালোকের সংখ্যার ও তৈনাৎহওনের ও তাহারদিগের বাবৎ খরচের ও থানা এক২ স্থানহইতে অন্যং স্থানে লইয়া যাওনের ও প্রত্যেক থানার সীমা ও সরহদ্দ নিরূপণের বিষয়ে ও সামান্যতঃ যে কোন তদবীর ও উপায় পোলীসের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার বিষয়ে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের মারফতে কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে চিঠীপত্র লিখিয়া পাঠাইতে থাকেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা পোলীসের বাবৎ চিঠীপত্র লিখিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের মারফৎ কৌন্সেলে পাঠাইতে থাকিবার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে এই ধারানুসারে সকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগ্কে এক্ষণে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা কয়েদীদিগের পলাইয়া যাওনের বাবৎ যে সকল রিপোর্ট দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মারফতে সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতেন এক্ষণে তাহার বদলে কয়েদী লোকের পলাইয়া যাওনের বাবৎ সমস্ত রুবকারী ও যে সকল বরকন্দাজের নেঘাবানীহইতে কয়েদী পলাইয়া থাকে তাহারদিগের নেঘাবানীর কৈফিয়ৎ দওরার সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে তাঁহারদিগের দৃষ্টি ও হুকুমহওনের কারণ দরপেশ করেন্ ইতি।

কয়েদীদিগের পলায়নের কৈফিয়ৎ নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার বদলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল কয়েদী কয়েদের মিয়াদ অতীতহওনের পূর্ব্বে পলাইয়া থাকে কিম্বা যে সকল কয়েদী জের তজবীজে থাকন কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওন অথবা ফেয়ল জামিন দেওনহেতুক কয়েদ থাকিয়া পলাইয়া থাকে তাহারদিগের কৈফিয়ৎ ঐ সকল কয়েদীকে গ্রেফ্তারকরণের নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় করিয়া থাকেন্ তাহার কথা ও ঐ সকল কয়েদীদিগকে গ্রেফ্তার করিবার জন্যে কিছু ইনাম দিবার করার করা তাঁহারদিগের বিবেচনায় বিহিত হইলে তাহার কথা তাহার সংখ্যা যুক্তে লেখা এক রুবকারীসহিত পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে কৈফিয়ৎ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ইহা বুঝেন্ যে ঐ

ঐ কৈফিয়ৎ পাইলে



ব্যক্তি

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ইনাম দিবার করারকরণবিনা গ্রেফ্তার হইতে পারে তবে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় অতিবিহিত হয় তাহা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সহিত মিলিয়া করেন্ আর যদি ইনাম দিবার করারকরা বিহিত জানেন্ তবে তাহা প্রচার করিবার নিমিত্তে যে উপায় উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ কিন্তু কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে যদি এক শত টাকাহইতে অধিক ইনাম দিবার করারকরা উপযুক্ত বুঝেন তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম লওনবিনা কোন প্রকারে তাহা করণের হুকুম দিবেন না ও মশহুর ও নামলব্ধ ডাকাইত পলাইলে কি অত্যাবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে অনুমতি আছে যে এক শত টাকার অধিক না হয় এমত আন্দাজ ইনাম দিবার করার করেন্ ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে তাঁহারদিগের মঞ্জুরীর কারণ তাহার সমাচার দেন্ ইতি।

## ১৫ ধারা।

পোলীসের যে আমলারা সুন্দররূপে কর্ম্ম করে কি যে লোকেরা অপরাধিদিগকে ধরিবাতে অতিচেষ্টা করে তাহারা যে ইনাম পাইবে তাহার কথা।

যদি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ইহা বুঝেন্ যে পোলীসের কোন আমলা আপন ভারের কর্ম্ম অতিযত্ন ও মনোযোগপূর্ব্বক ও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছে কি অন্য২ লোকেরা কোন অপরাধিকে গ্রেফ্তারকরণ কি তাহার সন্ধানানুসন্ধানকরণ এই২ মত পোলীসের কর্ম্মকার্য্যের সহায়তাকরণেতে অতিচেষ্টা ও যত্ন ও মনোযোগ করিয়াছে ও সেহেতুক ঐ আমলা ও অন্য ব্যক্তিরা ইনাম পাইতে পারে তবে এমতে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা ও বৃত্তান্ত আপন২ বিবেচনার কথাসহিত পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ও ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা এ বিষয়েতে উপরের ধারার লিখিত হুকুম আপন২ কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু এ হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৮ ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও সদর নিজামতের সাহেবদিগের কোন মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে ঐ ধারার লিখিত প্রকারেতে ইনাম দিবার করার করিবার কিম্বা তাহা দিবার হুকুম দেওনের বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতার কিছু নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইল ইতি।

## ১৬ ধারা।

এই ধারার লিখিত এমারৎআদির মোতালক খরচের নিমিত্তে দেওয়া ভূমি বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বতলে থাকিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৯ আইনের

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে পুল ও সরাই ও কাটরাইত্যাদির মত অস্বামিক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণির হিতার্থে বানাইয়া উৎসর্গকরা এমারৎইত্যাদির খরচের নিমিত্তে দেওয়া সমস্ত ভূমির অধ্যক্ষতা ভার সাবেক দস্তুর মত জিলার অধিকার দৃষ্টে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৯ আইনেতে হুকুম লেখা আছে যে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের উচিত যে ঐ সকল এমারৎ অর্থাৎ পুল ও সরাই ও



কাটরা

কাটরাইত্যাদি মেরামৎ ও মজবুৎ হইবার তদবীর ও উপায় কৌন্সেলের সাহেবদি গের অনুমতি লইয়া করেন সে হুকুম এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

কোনং হুকুম রদ হই বার কথা।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের তাবে জিলাসকলের মধ্যের সরেরাস্তা ও পুল ও সরাই ও কাটরার বিষয়ে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগ কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

সরেরাস্তা ও পুলআদির অধ্যক্ষতা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবেরা আপনং হুকুমের তাবে জিলার মধ্যে উপরের লিখিত সরেরাস্তা ও পুলইত্যাদি কিছু বানান আবশ্যক জানেন তবে ইহার বেওরা কৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরে না পাঠাইয়া এ সকল বিষয়ের সম্বাদ আপনং বিবেচনার কথা সহিত পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের কৌন্সেলে কৈফিয়ৎ পাঠাইবার বদলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত কৈফিয়ৎ পাইলে পর পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে জিলা কি শহরে ঐ সরেরাস্তা কি পুলইত্যাদি কিছু বানাইতে হয় তাহা বানান যাওনেতে কেবল সেই জিলা কি শহরের কিছু গুণ দর্শিবার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সকলের গুণ দর্শে ও উপকার হয় এতাবতা তাহা বানাইলে তেজারতের কারবারের আধিক্য ও পথিক লোকের যাতায়াতের সুগম ও সামান্যতঃ সমস্ত লোকের আরাম ও আসান হইতে পারে এমত বিবেচনা করেন ইতি।

উপরের উক্ত কৈফিয়ৎ পাইলে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ইহাও উচিত যে তাঁহারদিগের তাবে জিলাসকলের ফৌজদারী জেলখানার কয়েদী লোক ঐ সকল পুলইত্যাদি তৈয়ারহওনের বিষয়ে অতিগুণ দর্শে এমত অন্য মেহনতকরণেতে নিবর্ত্ত না থাকিয়া যথাসাধ্য তাহারদিগের দ্বারা ঐ পুলইত্যাদি তৈয়ার হওয়া সম্পন্ন হইতে পারে কি না ইহার তহকীক ও অনুসন্ধান করেন ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের যে বিষয়ের তহকীক করা উচিত তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা কয়েদী লোকের মেহনতের নিরূপণের ও সকল লোক যাইতে পারিবার অর্থাৎ অবারিতদ্বার স্থানসকলের ওসরেরাস্তার ও তাহার ধারের এমারৎইত্যাদির যথার্থ বৃত্তান্তের বিষয়ে জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের স্থানে সম্বাদ চাহিয়া পাঠাইলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা যে সমাচার চাহিয়া পাঠান তাহা তাঁহারদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা কয়েদীদিগের মেহনৎ নিরূপণ আদির বিষয়ে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের স্থানে সম্বাদ চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৮ ধারা।

যদি ঐ রাস্তা কি পুলইত্যাদি তৈয়ারীর নিমিত্তে যত কয়েদী আবশ্যক তাহা জমা করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকম

এক জিলাহইতে কয়েদী জমা না হইলে পোলী

সের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

হুকুম হয় ও যে জিলাতে কয়েদীলোক ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তত কয়েদী সে জিলা হইতে না পাওয়া যায় তবে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের উচিত যে ঐ রাস্তা কি পুলইত্যাদি তৈয়ারীর নিমিত্তে যত কয়েদীর আবশ্যক হয় তাহার সংখ্যার বেওরা ও তাহারদিগের কর্ম্মের নিরূপণ এবং কয়েদীর অল্পতা ও আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যে জিলার জেলখানাহইতে পাঠান যাইতে পারে তাহার কথাসম্বলিত এক ফর্দ্দ কৈফিয়ৎ লিখিয়া সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবেরা যথার্থ ভাবগতিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কয়েদীদিগ্‌কে এক জিলা হইতে অন্য জিলায় লইয়া যাওনের বিষয়ে বিবেচনাপূর্ব্বক যে হুকুম দেওয়া উপযুক্ত হয় তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের নামে দিবেন ইতি।

## ১৯ ধারা।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা সরকারের খরচে এমারৎআদি কিছু বানান আবশ্যক বুঝিলে তাঁহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা উপরের উক্ত রাস্তা কি পুলআদি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের পাঠান কৈফিয়ৎ মতে কি অন্য হেতুপ্রযুক্ত সরকারের খরচে তৈয়ারহওয়া আবশ্যক জানেন তবে তাহার গের্দ্দ পাশে নিযুক্তথাকা সরকারী কার্য্যকারকের কি অন্য২ যে কার্য্যকারকেরা এমারৎ বানাইবার কার্য্যকর্ম্মেতে অবগত থাকেন ও নৈপুণ্য রাখেন তাঁহারদিগের দ্বারা তাহার আন্দাজী খরচ যাহা সুতরাং সরকারহইতে লাগিবেক তাহা জানিয়া শরেওয়ার কৈফিয়ৎ ঐ পুলইত্যাদি বানাইলে যে গুণ দর্শিবেক তাহার কথাসম্বলিত লিখিয়া তাহা বানাইতে যত খরচ লাগিবেক তাহার আন্দাজী হিসাবসহিত কৌন্সেলের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা কৌন্সেলে কৈফিয়ৎ পাঠাইবার সময়ে যে বিষয়ের তহকীক করা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কৌন্সেলের সাহেবদিগের হুজুরে ঐ কৈফিয়ৎ যখন পাঠাইতে হয় তখন কর্ত্তব্য যে ঐ খরচ সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওনব্যতিরেকে হইতে পারে কিনা ইহারো অনুসন্ধান করিয়া তাহার কথা লিখিয়া কৌন্সেলের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠান্ ও ঐ রাস্তা কি পুল ইত্যাদি বানাইবাতে সরকারের যে খরচ লাগিবেক তাহা অপেক্ষা অধিক গুণ দর্শিতে পারে এমত বিশেষ প্রকারব্যতিরেকে তাহা বানাইবার দরখাস্ত না করেন্ ইতি।

## ২০ ধারা।

উপরের লিখিত হুকুমের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে কয়েদী লোককে মেহনৎ অর্থাৎ শ্রম করাইবার অধ্যক্ষতার বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে তাঁহারদিগের সে ক্ষমতা রহিত হইল ইতি।



সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

M. H. TURNBULL,

*Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৯ ঊনবিংশ আইন।

গুজারা ঘাট অর্থাৎ খেয়াঘাটসকলের বন্দোবস্তু ভালমতে করিবার ও নদ ও নদী ও ঝীলেতে লোকেরা ও দ্রব্যজাত পারহওনের বাবৎ মাসুল এতাবতা খেয়ার কড়ি লইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৩ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ৯ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৫ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১০ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১৫ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৮ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সকল লোকের হিতার্থে ও পথিক লোকদিগের আরাম ও আসানের ও দ্রব্যজাত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে বোঝাই ও পার হইবার এবং সরকারের কেফাইতের নিমিত্তে গুজারা ঘাট অর্থাৎ খেয়াঘাটের অধ্যক্ষতা ভার সরকারের কার্য্যকারকদিগকে দেওয়া ও ঐ সকল খেয়াঘাটেতে লোকেরা দ্রব্যজাত পারহওনের বাবৎ মাসুল অর্থাৎ খেয়ার কড়ি লওয়া উপযুক্ত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ২ দাঁড়া আগামি ফসলী ও বিলায়তী ও বাঙ্গলা সাল শুরুহওনঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

## ২ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের তাবেদারীতে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি খেয়াঘাটের বন্দোবস্তের ভার থাকিবার কথা।

এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কালেকটরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের তাবেতে প্রত্যেক খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত ও পারহওনিয় লোকদিগের স্থানে যত করিয়া মাসুল অর্থাৎ খেয়ার কড়ি লওয়া যাইবেক তাহার হারের বন্দোবস্ত ও প্রত্যেক জিলাতে যত খেয়াঘাট হইবেক তাহার ও প্রতিখেয়াঘাটে যত২ মন ওজনী যত২ নৌকা থাকিবেক তাহার বন্দোবস্ত করিবেন এবং কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে ঐ সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকিয়া হয় ঐ সকল খেয়াঘাট মোটে কি আলাহিদা২ করিয়া ইজারদারদিগকে এক সালের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ইজারা দেন কিম্বা সরকারের খাস তহসীলে রাখেন ও উচিত বুঝিলে কোন২ খেয়াঘাটের খাজানা সম্যক মাফ করেন ইতি।

## ৩ ধারা।

খেয়াঘাট খাস তহ

যদি কালেক্টরসাহেবেরা উপরের ধারানুসারে পাওয়া ক্ষমতাক্রমে খেয়াঘাট



খাস

সীলে রাখণঅপেক্ষা ইজারা দেওয়া ভাল বোধ হইলে কালেকটর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

খাস তহসীলে রাখণঅপেক্ষা ইজারদারদিগকে ইজারা দেওয়া ভাল বুঝেন্ তবে তাঁহারা এক২ ইশ্‌তিহারনামা তাহাতে যত করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার সংখ্যা ও প্রতি খেয়াঘাটে যত২ মন ওজনের যত নৌকা থাকিবেক তাহার সংখ্যা ও যে ব্যক্তি যে কোন খেয়াঘাট ইজারা লইতে চাহে সে ব্যক্তি তাহার দরখাস্ত তাঁহার নিকটে দিবার কথা লিখিয়া জারী করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কোন নদ কি নদীর দুই খেয়াঘাট দুই জিলার অধিকারে থাকিলে বোর্ডের সাহেবদিগের ও সুবেবেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

যদি নদ কি নদীর একদিগের খেয়াঘাট এক জিলার কালেক্টরসাহেবের অধিকারে ও আরদিগের খেয়াঘাট অন্য জিলার কালেক্টরসাহেবের অধিকারে থাকে তবে তাহাতে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিসন্যরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে দুই খেয়াঘাটের অধ্যক্ষতা ভার এক কালেক্টরসাহেবকে দেন্ কি যাঁহার অধিকারে যে ঘাট থাকে তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষতা ভার দেন্ ইতি।

৫ ধারা।

ইজারদারদিগের স্থানে কবুলতী লেখাইয়া লইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে খেয়াঘাটের ইজারদারদিগের স্থানে খেয়াঘাটের জমা মাস২ কিস্তিবন্দী কি অন্য প্রকার কিস্তিবন্দীমতে কালেক্টরী কাছারীতে দাখিল করিবার মজমুনে কবুলতী তলব করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই ধারার উক্ত বাকী টাকা উসুল করিবার বিষয়ে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হওয়া হুকুম খাটিবার কথা।

যদি খেয়াঘাটের ইজারদারদিগের শিরে কিম্বা তাহা খাস তহসীলে থাকিলে সরকারী সরবরাহকারদিগের শিরে টাকা বাকী পড়ে তবে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার বিষয়ে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে যথা সাধ্য সেই২ হুকুমমত কার্য্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

কালেকটরসাহেবেরা যে টাকা সরকারের নিজ প্রাপ্য হইয়া তহবীলে দাখিল হয় তাহা হইতে কমিস্যন পাইবার কথা।

এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যত টাকা সরকারের নিজ প্রাপ্য হইয়া সরকারের খাজানাখানাতে দাখিল হইবেক তাহাহইতে যাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের বৈঠকে নিরূপণ করেন তাহা কালেক্টরসাহেবেরা কমিস্যনরূপে পাইবেন ইতি।

৮ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও কমিস্যনরসাহেবেরা ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেব খেয়াঘাট কিম্বা নৌকা বেশী কমী করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিসন্যর সাহেবদিগকে ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবকে অনুমতি আছে যে ইজারদারদিগের হক বুঝিয়া আপন২ ক্ষমতাক্রমে কিম্বা মাজিস্ট্রেটসাহেবের লিখনমতে খেয়াঘাটের ও প্রতি খেয়াঘাটে যত নৌকা থাকে তাহার সংখ্যা বেশী কমী করিতে পারিবেন ইতি।



৯ ধারা।

## ৯ ধারা।

যদি এমত জানা যায় যে কোন খেয়াঘাটের যে উৎপন্ন এই আইনের লিখিত নিয়মানুসারে সরকারে জব্দ হইবেক তাহা দশ সালা বন্দোবস্তের সময়ে কোন জমীদারের জমীদারীর উৎপন্নের শামিলে ধরা গিয়া তাহার হিসাবদৃষ্টে ঐ জমীদারীর ইস্তমরারী জমার ধার্য্য হইয়াছে তবে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের মধ্যে যাঁহারদিগের কি যাঁহার হুকুমমতে এ বিষয়ের তহকীক হইয়া থাকে তাঁহারদিগের কি তাঁহার কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ ও তাহাতে তাঁহারদিগের যে মত ও বিবেচনা হয় তাহার কথাসহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠাইয়া ঐ শ্রীযুতের হুকুম হইবার প্রতীক্ষায় থাকেন ও দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে কোন ব্যক্তি তাহার জমীদারীহইতে খেয়াঘাট আলাহিদাহওনপ্রযুক্ত জমায় কিছু মিনাহ হইবার কি ঐহেতুক তাহার যে খেসারত হইয়া থাকে তাহা দেওয়াইবার প্রার্থনায় তাঁহারদিগের নিকটে আরজী দিলে তাহা মঞ্জুর ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি না করেন্ ইতি।

কোন খেয়াঘাটের উৎপন্ন দশ সালা বন্দোবস্তের সময়ে কোন জমীদারের জমীদারীর উৎপন্নের শামিল থাকিয়া এই আইনানুসারে সরকারে জব্দ হইতে হইলে বোর্ডরেবিনিউ ও কমিস্যনরে ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের আবশ্যক যে যে২ ব্যক্তিরা খেয়াঘাট ইজারা লইবার নিমিত্তে এই আইনের লিখিত নিয়মমতে কৌলকরার করে তাহারদিগকে এবং অন্য২ খেয়াঘাটের সরবরাহকারদিগকে যদি সে খেয়াঘাট সরকারের জায়দাদের মধ্যে না হয় তথাপি এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়া মতে পাট্টা দেন্ ও ঐ সকল ব্যক্তির স্থানে পাট্টার লিখিত নিয়মের মতে কার্য্য করিবার অর্থে ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ামতে কবুলতী লেখাইয়া লন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা ইজারদার লোককে কি অন্য২ ব্যক্তিরদিগকে খেয়াঘাটের পাট্টা দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে হুকুম হইল যে কালেক্টরসাহেবেরা সরকারের খাস তহসীলে থাকা খেয়াঘাটের সরবরাহকারীতে এদেশীয় যে সকল লোকনিযুক্ত হয় তাহারদিগকে ১ প্রথম নম্বরের পাট্টার শরওয়ার লিখিত নিয়ম সম্বলিত এক২ পরওয়ানা দিবেন ও তাহারা পরওয়ানার লিখিত কোন নিয়মের অন্যমত করিলে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের এবং চলিত দাঁড়ার মতে অন্য যে শাস্তি তাহারদিগের অপরাধের উপযুক্ত হয় তাহা পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা যে খেয়াঘাট খাস তহসীলে থাকে তাহার পরওয়ানা সরকারী কার্য্যকারককে দিবার কথা।

## ১১ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে সকল পাট্টা দেওয়া যায় সে সমস্ত পাট্টা নম্বরবিলিক্রমে দেওয়া যাইবেক ও কালেক্টর

পাট্টা সকল নম্বরবিলিক্রমে দেওয়া যাইবার



সাহেবদিগের

ও কালেক্টরসাহেবেরা তাহার রেজিষ্টরী বহী আপনং সিরিশ্তায় রাখিবার কথা।

সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এক রেজিষ্টরী বহী এই আইনের শেষের লিখিত ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে করিয়া আপনং সিরিশ্তাতে রাখেন্ ইতি

১২ ধারা।

এক সন গতহওনের পরে পাট্টা ফিরিয়া দিতে হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটহইতে পাট্টা পায় তাহারদিগের এক বৎসর গতহওনের পরে পাট্টা ফিরিয়া দিতে হইবেক ও যে ব্যক্তি এক বৎসর অতীত হওনের পর এক মাসের মধ্যে পাট্টা ফিরিয়া না দেয় কালেক্টরসাহেব তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে হুকুমনামা জারী করিবেন যে সাবেক পাট্টা ফিরিয়া দিয়া নয়া পাট্টা লয় ইতি।

১৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা ঘাটমাজী ও খেয়ার নৌকার মাজীদিগের চালি চলন ও ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কথা।

লোকদিগের হিতার্থে ও পথিক লোকের কুশল ও স্বচ্ছন্দতার ও তেজারতের কারবারের বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের পোলীসের মোতালক আমলা লোকের আবশ্যক যে ঘাটমাজীর এবং খেয়াঘাটেতে নিযুক্ত থাকা নৌকার মাজী লোকের চালি চলন ও ক্রিয়া দেখিতে ও বিবেচনা করিতে থাকেন ও যদি ঘাটের মাজীগিরীতে কি খেয়ার নৌকার মাজীগিরীতে মোকরর হওয়া কোন মাজী পাট্টার লিখিত নিয়মের অন্যমত করে তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ ও ২ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করণানুসারে শাস্তি দেন্ ও সে যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে সে নিমিত্তেও ছয়মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক এবং ঐ সাহেবেরা উপরের লিখিত হেতুতে ঐ মাজীর তগীরহওনের হুকুম দিতেও পারিবেন আর যদি সেই মাজী খেয়াঘাটের পাট্টা রাখে তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার পাট্টা রদ ও বাতিল করিয়া জিলার কালেক্টরসাহেবকে এ হুকুমহওনের সম্বাদ দেন্ ইতি।

ঐ মাজীদিগকে পাট্টার লিখিত নিয়মের অন্যমত করিলে শাস্তি দিবার কথা।

১৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা পাট্টাদেওয়া খেয়াঘাটসকলের কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী সনের প্রথমে যে সকল খেয়াঘাটের পাট্টা দেওয়া গিয়া থাকে এই আইনের ৪ চতুর্থ নম্বরের শরওয়ামতে সেই সকল খেয়াঘাটের কথাসম্বলিত চুম্বকে মোট কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে যদি কোন খেয়াঘাটের পাট্টা এক জনের স্থান হইতে অন্যের হাতে যায় কিম্বা কাহারু স্থানে ফিরিয়া লওয়া যায় তবে তাহার সম্বাদ সেই খেয়াঘাট যে জিলায় থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে দিতে থাকেন্ ইতি।



২ দ্বিতীয়।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের উচিত যে কালেক্টরসাহেবদিগের পাঠান মোট কৈফিয়ৎ দৃষ্টে প্রত্যেক থানার মোতালক খেয়াঘাটের যথার্থ বৃত্তান্ত বেওরা করিয়া আলাহিদাং লিখিয়া পোলীসের ঐং থানার দারোগাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও তাহা ঐ দারোগাদিগের নিকটে পঁহুছিলে তাহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে ঘাটমাজী ও খেয়ার নৌকার মাজীরদিগ্কে আপন নিকটে তলব করিয়া তাহারদিগের স্থানে এই আইনের শেষের লিখিত ৫ পঞ্চম নম্বরের শরওয়ামতে মুচলকা লেখাইয়া লইয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

প্রত্যেক থানার মোতালক খেয়াঘাটের বেওরা আলাহিদাং লিখিয়া দারোগাদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা তাহা পাইলে দারোগাদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

১৫ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তি পাট্টা না লইয়া খেয়ার নৌকা রাখিয়া তাহাতে করিয়া পার গমনাগমনকরণিয়া লোক কি চতুষ্পদ জন্তু কিম্বা দ্রব্যজাত পার করিয়া তাহাতে যে কড়ি পাওয়া যায় তাহা আপনি লয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে ইহা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে মেহনৎকরণের সহিত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও বিনানুমতিতে ঐ ব্যক্তির রাখা সেই নৌকা কি নৌকাসকল সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

যাহারা বিনাপাট্টায় আপন লাভের নিমিত্তে খেয়ার নৌকা রাখে তাহারদিগের শাস্তির কথা।

১৬ ধারা।

পোলীসের দারোগাদিগের উচিত যে যে যেমন নৌকা তাহার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখে কারণ এই যে ঘাটের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকেরা কোন খেয়াঘাটেতে কর্ম্মোপযুক্ত নৌকাব্যতিরিক্ত অকর্ম্মণ্য নৌকা কোন প্রকারে না রাখে ও আবশ্যক হইলে ভাঙ্গা নৌকা মেরামৎ করে ও যদি সে নৌকা মেরামৎ করিবার যোগ্য না হয় তবে নয়া নৌকা তৈয়ার করে ইতি।

দারোগারা খেয়ার নৌকার বিষয়ে যে তদবীর করিবেক তাহার কথা।

১৭ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর অতীত হইলে পর আপনং এলাকার খেয়াঘাটের নৌকার ভাবগতিকের কথাসম্বলিত একং কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠায় ও যে নৌকা অকর্ম্মণ্য ও অনুপযুক্ত বোধ হয় তাহা ত্যাগ করিয়া তাহার বদলে নূতন নৌকা তৈয়ার করা যাইবেক ও যদি কোন ঘাটমাজী কি খেয়ার নৌকার মাজী এই ধারার লিখিত হুকুমেরমতে তাহারদিগের প্রতি যাহাং করিতে হুকুম হয় তাহা করিতে আলস্য কি অস্বীকার করে তবে দারোগার উচিত যে ইহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে দেয় যে এ বিষয়ে তাঁহার নিকটহইতে কোন্ হুকুম হয় কিম্বা তাঁহার মারফতে এ বিষয়ের সম্বাদ কালেক্টরসাহেবের নিকটে হয় ইতি।

পোলীসের দারোগারা প্রতিবৎসর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে খেয়ার নৌকাসকলের কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।



১৮ ধারা।

## ১৮ ধারা।

নৌকাতে দাঁড়ী মাল্লা কম থাকাতে কি নৌকা অকর্ম্মণ্যহওয়াতে নৌকা উল্‌টিয়া কি ডুবিয়া লোক ডুবিয়া মরিলে ঘাটমাজী কি খেয়ার নৌকার মাজীর প্রতিফল হইবার কথা।

যদি খেয়ার নৌকাতে পারহওনিয়া লোকদিগের মধ্যে কেহ ঐ নৌকা উল্‌টিয়া কি ডুবিয়া যাওয়াতে ডুবিয়া মরে ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এমত সাবুদ হয় যে ইহা লোক অনেক চড়াতে কি জিনিস অধিক উঠাইবাতে নৌকা ভারি বোঝাই হইয়াছে কি দাঁড়ী মাল্লা কম থাকাতে কি নৌকা বেমেরামতীহওয়াতে হইয়াছে তবে যদি এ সকল বিষয় ঘাটমাজী কি খেয়ার নৌকার মাজীর জ্ঞাতসারে অর্থাৎ জানাশুনাতে হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব মোকদ্দমার ভাব ও এই আইনের ১৩ ধারার লিখিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার যত টাকা জরীমানা ও যে মিয়াদে কয়েদ উপযুক্ত ঠাহরান সেই মাজী তাহার যোগ্য হইবেক ও সে ঘাটের ইজারদারের কিম্বা সরবরাহকারের পাট্টা রদ ও বাতিল হইবেক কিন্তু যদি সেই ইজারদার কি সরবরাহকার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এমত সাবুদ করে যে ইহা তাহারদিগের অমনোযোগ ও বেতদবীরেতে হয় নাহি তবে পাট্টা রদ হইবেক না ইতি।

## ১৯ ধারা।

পাট্টা রদ হইলে ইজারা রদ হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি কোন খেয়াঘাটের ইজারদারের পাট্টা উপরের লিখিত হুকুমমতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে রদ ও বাতিল হয় তবে ঐ ইজারদারের ঐ ঘাটের বাবৎ ইজারা রদ হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারের জায়দাদ ভুক্তহওয়া মামুলী খেয়াঘাটের বাবৎ কি তাহাভিন্ন অন্য খেয়াঘাটের বাবৎ পাট্টা রদহওনের বিষয়ে যে হুকুম দেন তাহার সমাচার অবিলম্বে জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেন্ ইতি।

## ২০ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টরসাহেবেরা খেয়ার নৌকাসকলের বেওরাত হকীক করিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে কখনং আপনং আমলার দ্বারা আপনং অধিকারের খেয়ার নৌকা সকলের বিশেষতঃ যে সকল নদ ও নদী ও ঝীল ফলাও ও গহরা হয় তাহার খেয়াঘাটেতে নিযুক্তথাকা নৌকার যথার্থ প্রকার ও গতিকের তহকীক করান্ ও তাঁহারদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে পারহওনিয়া লোকেরা ও দ্রব্যজাত কুশলে ও নির্ব্বিঘ্নে খেয়াঘাটেতে পার হইবার নিমিত্তে এই আইনের লিখিত নিয়মমতে কার্য্য হইবার জন্যে যেং উপায় করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করেন্ ইতি।

১ প্রথম নম্বর।—খেয়াঘাটের ইজারদার কি অন্য সরবরাহকারদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

অমুক শহর কি মৌজা কি কসবা নিবাসী শ্রী অমুক প্রতি আগে তোমাকে অমুক নদ কি নদীর অমুক খেয়াঘাটেতে খেয়ার নৌকা কি নৌকাসকল রাখিতে পাট্টা দেওয়া



গেল

গেল অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত নিয়ম আপন পাট্টা বহাল থাকিবার কারণ জানিয়া পুরা দেওয়ানৎ ও আমানতে তদনুসারে কার্য্য করিবা ইতি।

১ প্রথম এই যে।—মজবুত নৌকা কি নৌকাসকল খেয়াঘাটেতে রাখিবা ও নৌকার দাঁড়ীমালার ও ওজনের যে সংখ্যা নীচের লিখিত কৈফিয়তের নক্শাতে লেখা আছে তাহাই হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় এই যে।—সরকারের সিপাহী লোক আপনং দ্রব্যজাত ও লড়াইয়ের অন্য সরঞ্জাম সুদ্ধা এবং পোলীসের সমস্ত আমলা ও সরকারী অন্যং কার্য্যকারকেরা সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে পার হইতে চাহিলে তাহারদিগকে বিনামাসুলে পার করিবা ইতি।

৩ তৃতীয় এই যে।—সিপাহীদিগকে পার করিবার ও রাত্রিতে নৌকা প্রস্তুত রাখিবার এবং পোলীসের মোতালক সমস্ত বিষয়ের নির্ব্বাহার্থে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরহইতে যে সকল হুকুম হইবেক তাহার মতে কার্য্য করিবা ইতি।

৪ চতুর্থ এই যে।—নীচের লিখিত কৈফিয়তের নক্শাতে যে পরিমাণে মাসুলের হার লেখা আছে সেই পরিমাণে মাসুলের হার এক তখ্তাতে লিখিয়া তাহা খেয়াঘাটের নিকটে সকল লোকের দৃষ্টিহওনের স্থানে লট্কাইয়া রাখিবা ও তুমি ইহাতে অতিসাবধান হইবা যে পার গমনাগমনকরণিয়া লোকদিগের স্থানে মাজী কি দাঁড়ী লোক অধিক কড়ি না চাহে ও না লয় ইতি।

৫ পঞ্চম এই যে।—উপরের লিখিত নিয়মের অন্য মত করিলে কি খেয়াঘাটের কর্ম্মকরণেতে কোন বিরুদ্ধাচরণ করিলে তোমার স্থানহইতে পাট্টা ফিরিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

কৈফিয়তের নক্শা।

| প্রত্যেক নৌকার রকম ও ওজন। | প্রত্যেক নৌকাতে যত দাঁড়ী ও মাজী নিযুক্ত থাকিবেক তাহার সংখ্যা। | পার যাইবার কি আসিবার যত লোক এক বারে নৌকায় চড়িয়া পার হইতে পারে তাহার সংখ্যা। | লোক কি দ্রব্যজাত কি চতুষ্পদ জন্তুআদি পার করিবার মাসুল যাহা লওয়া যাইবেক তাহার সংখ্যা। |
|---|---|---|---|
| | | | |



২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় নম্বর।—ইজারদার লোক কি সরবরাহকার লোক যে কবুলিয়ত লিখি য়া দিবেক তাহার শরওয়া।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাকিন অমুক স্থান কবুলিয়তপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জিলার কালেকটরসাহেবের হজুরহইতে অমুক নদ কি নদীর অমুক থানার অধি কারের অমুক খেয়াঘাটেতে নৌকা কি নৌকাসকল অমুক তারিখ লাগাইৎ রাখি বার নিমিত্তে পাট্টা পাইলাম অতএব একরার করিতেছি যে নীচের লিখিত নিয়মস কল আপন পাট্টা বহাল থাকিবার কারণ জানিয়া অতিসচেষ্ট ও মনোযোগী হইয়া তদনুসারে যথোপযুক্তরূপে কর্ম্ম করিব ও তাহাতে কসুর করিলে আমার পাট্টা রদ হইবেক ইতি।

১ প্রথম এই যে।—খেয়াঘাটেতে মজবুত নৌকা কি নৌকাসকল রাখিব ও পাট্টার নীচের লিখিত কৈফিয়তের নকশাতে নৌকার ওজনের ও দাঁড়ী মালার সংখ্যা যত নিপরুণ হইয়াছে তত ওজনের নৌকা ও তাহাতে তত দাঁড়ী মালা রাখিব ইতি।

২ দ্বিতীয় এই যে।—সরকারের সেপাহী লোক আপনং দ্রব্য সামগ্রী ও লড়াই য়ের আরং সরঞ্জামসুদ্ধা ও পোলীসের সমস্ত আমলা ও সরকারের অন্যং কার্য্যকা রক লোক সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে পার হইতে চাহিলে তাঁহারদিগকে বিনামাসুলে পার করিব ইতি।

৩ তৃতীয় এই যে।—সরকারের সিপাহীলোককে পার করিবার ও রাত্রিতে নৌকা প্রস্তুত রাখিবার বিষয়ে এবং পোলীসের মোতালক সমস্ত কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে মা জিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরহইতে যেং হুকুম হয় তাহার মতে কার্য্য করিব ইতি।

৪ চতুর্থ এই যে।—পাট্টার নীচের লিখিত কৈফিয়তের নকশাতে যে পরিমাণে মাসুলের হার লেখা আছে সেই পরিমাণে মাসুলের হার এক তখ্তাতে লিখিয়া তাহা খেয়াঘাটের নিকটে সকল লোকের দৃষ্টিহওনের স্থানে লট্‌কাইয়া রাখিব ও আমি ইহাতে অতিসাবধান থাকিব যে আমার জ্ঞাতসারে মাজী কি দাঁড়ী লোক পার গম নাগমনকরণিয়া লোকদিগের স্থানে বেশী কড়ি না তলব করে ও না লয় ইতি।

৫ পঞ্চম এই যে।— উপরের লিখিত নিয়মের অন্যমত হইলে কিম্বা খেয়াঘা টের কর্ম্মকরণেতে কিছু বিরুদ্ধাচরণ হইলে আমার স্থানহইতে পাট্টা ফিরিয়া লও নের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় নম্বর।

অমুক জিলাতে অমুক সনে খেয়াঘাটের বাবৎ যে সকল পাট্টা ইজারদারদিগকে কি অন্য সরবরাহকারদিগেরে দেওয়া গিয়াছে তাহার রেজিষ্টরী বহীর নকশা।

| পাট্টার নম্বর | পাট্টার তারিখ | যাহাকে পাট্টা দেওয়া গেল তাহার নাম। | যে খেয়াঘাটের বাবৎ পাট্টা দেওয়া গেল তাহার জিগির। | যে খেয়াঘাট যে থানার এলাকায় আছে তাহার জিগির। | পাট্টাসকল ফিরিয়া লওনের ও তবদীলহওনের ও যাহারদিগের এক সনের নিমিত্তে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে তাহারা সেই সনের মধ্যে মরিলে তাহার জিগির এবং পাট্টার মিয়াদ গতহওনের পর যে তারিখে পাট্টা ফিরিয়া লওয়া যায় তাহার জিগির। |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## ৪ চতুর্থ নম্বর।

### অমুক জিলাতে যে২ খেয়াঘাটের পাট্টা দেওয়া গিয়াছে তাহার খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কৈফিয়তের নকশা ।

| যে খেয়াঘাট যে শহর কি কসবা কি মৌজার নিকটে তাহার নাম। | যে নদ কি নদীর খেয়াঘাট তাহার নাম। | যে থানার এলাকার খেয়াঘাট তাহার জিগির। | যে দুই স্থানের পথের মধ্যের খেয়াঘাট সেই দুই স্থানের নাম | খেয়াঘাটের পাট্টাদার ইজারদার কি সরবরাহকারের কি সরকারের খাস তহসীলের সরবরাহকারের নাম ও ইজারা দেওয়া যাওনমতে তাহার মিয়াদের জিগির । | লোকদিগের কি চতুষ্পদ জন্তুর কি দুব্যজাতের পারের বাবৎ নিরূপিত মাসুলের হার। | খেয়াঘাটে নিযুক্ত থাকা নৌকাসকলের রকম ও ওজন ও সংখ্যার কথা। | সর্ব্বকালে যত লোক নৌকাতে চড়িয়া পার হইতে পারে তাহার সংখ্যা। | মাজীর নাম ও দাঁড়ীলোকেরসংখ্যা। | ইজারা মুরতে সালিয়ানা জমার তাইন ও খাস তহসীলে খাকনমতে সালিয়ানা উৎপন্নের আন্দাজ। | নদ কি নদী সর্ব্বকাল এতাবতা বার মাস নৌকায় চড়িয়া পার হইবার যোগ্য কি কএক মাস তাহার কথা । | যে জমাদারের জমীদারীর মধ্যের খেয়াঘাট তাহার নাম। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কোদাল কাটী রাম পুর বোওয়ালিয়ার নিকট। | গঙ্গা। | রামপুর বোওয়ালিয়ার থানা। | নাটুর ও মুরশিদাবাদের রাস্তার মধ্যে। | ইজারদার রাজকিশোর ইজারার মিয়াদ ১ এক বৎসর। | ফিজন ৴১০ বোঝা সমেত ফিজন ৶ ভার সমেত ফিজন ।৶ সওয়ার সমেত ফিঘোড়া ।৶ ফিউট ॥৶ ফিগাড়ী ।৶ ফিহাতী ৬ | তিন নৌকা পাঁচ২ শত মোন ওজনী। | প্রতিনৌকায় আশী জন করিয়া। | সেখ ভোলা ও আলীবক্শ ও জানমহমুদ মাজী ও ফিমাজী তিন২ দাঁড়ী। | সালিআনা ২৬০০ | বার মাস নৌকায় পার হইবার যোগ্য | দেয়ানৎ খাঁ। |

৫ পঞ্চম নম্বর।

মাজ্জীলোকের স্থানে যে মুচলকা লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

লিখিতং শ্রীঅমুক মুচলকা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক থানার এলাকার অমুক নদ কি নদীর খেয়াঘাটের মাজ্জীগিরী কর্ম্মে মোকরর হইলাম অতএব একরার করিতেছি যে নীচের লিখিত নিয়মের মতে যথোপযুক্তরূপে কার্য্য করিব।

১ প্রথম এই যে।—খেয়ার নৌকা চালাইবার কারণ নীচের লিখিত কৈফিয়তে যত জন দাঁড়ী লেখা আছে তত জন দাঁড়ী সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিব।

২ দ্বিতীয় এই যে।—নীচের লিখিত কৈফিয়তের নিরূপিত মাসুলহইতে কিছুমাত্র অধিক মাসুল খেয়ার নৌকাতে পার গমনাগমনকরণিয়া কাহারু স্থানে লইব না।

৩ তৃতীয় এই যে।—লোকেরা নৌকায় চড়িলে পরে নৌকা পার দিবার সময়ে কাহারু স্থানে কিছু তলব করিব না।

৪ চতুর্থ এই যে।—অনেক লোক একেবারে নৌকায় চড়িয়া পার হইতে চাহিলে তাহারদিগের মধ্যে নৌকার পরিসর ও নীচের লিখিত কৈফিয়তের উক্ত নিয়ম দৃষ্টে যত লোক উপযুক্ত হয় তত লোক নৌকায় চড়াইব।

৫ পঞ্চম এই যে।—যদি বদমাইশ্ ও দুষ্ট বোধ হওয়া লোকেরা পার হইবার নিমিত্তে জমা হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার পোলীসের যে থানা অতিনিকটে থাকে সেই থানাতে দিব।

৬ ষষ্ঠ এই যে।—মাজিষ্ট্রেটসাহেব সরকারের সিপাহীদিগকে পার করিবার ও রাত্রিতে নৌকা প্রস্তুত রাখিবার ও পোলীসের মোতালক অন্য২ কর্ম্মের নিমিত্তে যে সকল হুকুম করেন্ তাহার মতে কার্য্য করিতে কসুর করিব না।

৭ সপ্তম এই যে।—যদি আমি এই মুচলকার লিখিত নিয়মের কিছু অন্যমত করি তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেব চলিত দাঁড়ানুসারে আমার অপরাধের মত যে জরীমানা ও যে মিয়াদে কয়েদ উপযুক্ত ঠাহারন সেই জরীমানা দিব ও সেই মিয়াদে কয়েদ থাকিব ইতি।



কৈফিয়তের

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ১৯ ঊনবিংশ আইন।

কৈফিয়তের নক্শা।

| প্রত্যেক নৌকার রকম ও ওজন। | প্রত্যেক নৌকাতে যত দাঁড়ী থাকিবেক তাহার সংখ্যা। | পার গমনাগমনকরণিয়া যত লোক একেবারে নৌকায় চড়িয়া পার হইতে পারে তাহার সংখ্যা। | লোক কি দ্রব্যজাত কি চতুষ্পদ জন্তুআদি পারহওনের বাবৎ মাসুল যত করিয়া লওয়া যাইবেক তাহার নিরূপণ। |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |



সমাপ্ত।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ২০ বিংশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৩ আইনের লিখিত কএক হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৫ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ১০ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১৯ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ৫ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ৩ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রচণ্ডতর প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীতৃতীয় জর্জ ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের ও আফ্‌ আমেরিকাদেশীয় উনৈটেডইষ্টেট্‌সের মধ্যে তেজারতের যে আহদনামা অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের নিয়মপত্র লেখাপড়া হইয়াছে তাহাতে হিন্দুস্থান দেশের মধ্যে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে বন্দর ও মোকামে আমেরিকাদেশীয় লোকদিগের তেজারতের কারবার হইবার বিষয়ে বিশেষ কএক নিয়ম লেখা গিয়াছে এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত দাঁড়া আইনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার লিখিত কএক হুকুম মৌকুফ থাকিবার কথা।

এই ধারানুসারে হুকুম দেওয়া যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত তেজারতের আহদনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র যাবৎ বহাল থাকিবেক তাবৎ ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার লিখিত যে২ হুকুম আমেরিকাদেশীয় লোকদিগের জাহাজের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই২ হুকুম মৌকুফ থাকিয়া তাহার বদলে ঐ তেজারতের নিয়মপত্রের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত যে২ নিয়মের প্রসঙ্গ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে সেই সকল নিয়ম কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলেতে জারী ও চলন থাকিবেক ইতি।

অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রচণ্ডতর প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রী তৃতীয় জর্জ ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের ও আফ্‌ আমেরিকাদেশীয় উনৈটেডইষ্টেট্‌সের মধ্যে তেজারতের যে নিয়মপত্র হওনের কথা স্থির হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের জুলাই মাসের ৩ তারিখে লেখা গিয়া ইঙ্গলণ্ডদেশের রাজধানী লণ্ডন শহরেতে উভয় পক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াছে



তাহার

তাহার লিখিত ধারার মধ্যে ৩ তৃতীয় ধারা এই যে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীল শ্রীইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ ইহা স্বীকার করিলেন যে হিন্দুস্থানদেশের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হুকুমের তাবে বন্দর ও মোকামে এতাবতা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও পুলোপিনাঙ্গ দ্বীপেতে আমেরিকাদেশীয় লোকেরা অবিরোধে ও বিনাবাধাতে আপনারদিগের জাহাজ লইয়া যাতায়াত করিতে পারিবেন ও ঐ জাহাজের লোকদিগের পক্ষে সুব্যবহার ও আচরণের ত্রুটি হইবেক না এবং আমেরিকাদেশীয় লোকদিগকে অনুমতি হইল যে তাঁহারা যে সকল জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী হওনের বারণ নাহি সে সকল জিনিসের তেজারতের কারবার হিন্দুস্থান দেশের ঐ বন্দর ও মোকামে ও আমেরিকাদেশের মোতালক স্থানেতে বিনাবাধাতে করিতে পারিবেন এবং তাঁহারদিগের এই নিয়ম প্রতিপালনকরণ আবশ্যক হইবেক যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ও অন্য কোন সরকার কি দেশের মধ্যেতে ঐক্যবাক্য না থাকনের সময়ে তাঁহারা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অনুমতিবিনা কোন প্রকারে ঐ সকল বন্দর ও মোকামহইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রাদি সামগ্রী কি জাহাজের সরঞ্জাম কিম্বা তণ্ডুল লইয়া গিয়া তেজারৎ করিতে পারিবেন না ও যে সময়ে আমেরিকা দেশীয় লোকদিগের জাহাজ ঐ সকল বন্দর ও মোকামেতে আসিবেক তখন তাঁহারদিগের স্থানে সেই জাহাজ আসিবার বাবৎ মাসুল কি আর কিছু বিলায়তের এতাবতা ইউরোপের জাতিসকলের মধ্যে যে২ জাতি এ সরকারের সহিত অতিসম্প্রীতি রাখেন্ তাঁহারদিগের জাহাজ ঐ সকল বন্দর ও মোকামেতে আসিবার কালে যত করিয়া লওয়া যায় তাহাহইতে কিছুমাত্র অধিক লওয়া যাইবেক না এবং আমেরিকাদেশীয় লোকদিগের স্থানে তাঁহারদিগের জাহাজে বোঝাই হইয়া আমদানী কি রফ্তানী হওনের জিনিসের উপর মাসুল কি অন্য বাবতে কিছু যত করিয়া উপরের উক্ত জাতির স্থানে তাঁহারদিগের জাহাজে সেই২ রকম জিনিস বোঝাই হইয়া আমদানী কি রফ্তানীহওনহেতুতে লওয়া যায় তাহাহইতে কিছুমাত্র অধিক লওয়া যাইবেক না কিন্তু হিন্দুস্থানদেশের মোতালক ঐ সকল বন্দর কি মোকামের কোন বন্দর কি মোকামহইতে কোন রকম জিনিস আমেরিকাদেশীয় লোকদিগের জাহাজে বোঝাই হইয়া রওয়ানা হইতে হইলে তাহা আমেরিকাদেশের মোতালক বন্দর কি স্থানভিন্ন অন্য কোন বন্দর কি স্থানে উঠিতে পারিবার অনুমতি নাহি ও উপরের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে আমেরিকাদেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানদেশে সমুদ্রের কিনারায় তেজারতের কারবার করিতে পারিবেন কিন্তু জানান যাইতেছে যে আমেরিকাদেশের জাহাজ ঐ দেশহইতে বোঝাইকরা জিনিসসমেত উপরের লিখিত বন্দরের কোন বন্দরেতে প্রথমতঃ পঁহুছিয়া পরে সে বন্দরহইতে সেই সমুদয় জিনিস কি তাহার কতক জিনিসসমেত ঐ সকল বন্দরের আর কোন বন্দরে যাইতে হইলে উপরের উক্ত নিষেধেতে এ বিষয়ের নিষেধ বোধ হইবেক না ও ঐ সকল জাহাজ হিন্দুস্থানের মধ্যের ঐ সকল মোকামে কিম্বা চীনের বাদশাহের তাবে দেশেতে যাইবার কি তথাহইতে ফিরিয়া যাইবার সময়ে পথের



মধ্যে

মধ্যে তেজারতের কারবারের কারণব্যতিরেকে খাদ্য ও পেয় সামগ্রী লইবার নিমিত্তে কেপনাম স্থানে ও সান্তহেলেনা নাম দ্বীপে কিম্বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের তাবে অন্য যেং স্থান আফ্রিকা কি হিন্দুস্থানদেশের সমুদ্রের মধ্যে আছে সেইং স্থানে লঙ্গর করিয়া থাকিতে পারিবেক ও এই ধারার লিখিত প্রকারেতে যখন যে হুকুম কি আইন ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারহইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া প্রকাশ হয় তখন আমেরিকাদেশীয় লোকেরা সেই হুকুম ও আইনের তাবে থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

সান্তহেলেনা দ্বীপে আমেরিকাদেশীয় লোকের জাহাজের ও তাঁহারদিগের যাতায়াতহওনের বারণের কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ আহদনামা অর্থাৎ নিয়মপত্রের ৩ ধারার মর্ম্ম বিবরিয়া ও স্পষ্ট করিয়া সমস্ত লোককে জানাইবার নিমিত্তে এমত ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐ তেজারতের আহদনামা অর্থাৎ নিয়মপত্রে উভয় পক্ষের মোহর ও দস্তখৎ হওন কালে উভয় মধ্যে এমত কৌল করার হইয়াছে যে সান্তহেলেনা দ্বীপে যাবৎ জেনরল নাপোলওন্ বোনাপার্ট বাস করেন তাবৎ আমেরিকাদেশীয় লোকেরা আপনারদিগের জাহাজ ঐ দ্বীপে লাগান করিতে ও আপনারা ঐ দ্বীপে কোন প্রকারে যাতায়াত করিতে পারিবেন না ইতি।



সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

# ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ২২ দ্বাবিংশ আইন।

---

পোলীসের চৌকীদার লোক নিযুক্ত ও তাহারদিগের মাহিয়ানার ধার্য্য করিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা পরিবর্ত্ত করা ও শুধরা গিয়া ও কথান্তর সংযোগপূর্ব্বক নূতন নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক আইনেতে সংগ্রহ হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের তারিখ ২৭ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ১৪ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২৩ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১৫ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ৮ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ৭ সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের যে ১৩ আইন শহর ঢাকা ও আজীমাবাদ ও মুরশিদাবাদেতে পোলীসের চৌকীদারলোক নিযুক্ত ও তাহারদিগের মাহিয়ানার ধার্য্য করিবার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ৩ ও ১৬ আইনের অনুসারে কলিকাতার হুকুমের তাবে সুবেজাতের মধ্যের যে সকল সদর মোকামেতে জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা প্রায় সর্ব্বদা থাকেন্ শহর বারাণসছাড়া সেই সকল মোকামের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছে তাহার লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত করা ও শুধরা উচিত বোধ হইল ও উপরের লিখিত শহর ও মোকামেতে পোলীসের চৌকীদার মোকরর ও তাহারদিগের মাহিয়ানার ধার্য্য করিবার বিষয়ে এক্ষণকার চলিত দাঁড়া শুধরিয়া ও তাহাতে অন্য যেং কথা সংযোগ করা আবশ্যক তাহা করণপূর্ব্বক নূতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করা ও তাহা এলাকা কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের দায়েরসায়েরী আদালতের অধিকারের মধ্যের যে সকল মোকামে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা থাকেন সে সকল মোকামেতেও সম্পর্ক রাখা উচিত, ও উত্তম বোধ হইল এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১ পহিলা আপ্রিলহইতে শহর ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদে ও কলিকাতার হুকুমের তাবে সুবেজাতের মধ্যের যে সকল সদর মোকামে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা প্রায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন্ সে সকল সদর মোকামে এবং কলিকাতা ও উপরের উক্ত শহরের দায়েরসায়েরী আদালতের অধিকারের মধ্যের যেং মোকামেতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা থাকেন্ সেইং মোকামে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১ আপ্রিলহইতে কএক আইন রদ হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের নির্দ্ধারিত ১৩ আইন ও ১৮১৪ সালের নির্দ্ধারিত ৩ ও ১৬ আইন ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১ আপ্রিলহইতে রদ ও রহিত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারার লিখিত শহর ও মোকামেতে যাহারদিগহইতে চৌকীদার নিরূপণ ও নিযুক্ত করাণ ও তাহারদিগের মাহিয়ানা দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত আইনের অনুসারে মোকররহওয়া সমস্ত চৌকীদারলোক এবং শহর ঢাকা ও আজীমাবাদ ও মুরশিদাবাদেতে কিম্বা কলিকাতার হুকুমের তাবে সুবেজাতের মধ্যের যে সকল সদর মোকামে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা থাকেন্ সে সকল মোকামে কিম্বা কলিকাতা ও উপরের লিখিত শহরের দায়ের সায়েরী আদালতের অধিকারের মধ্যের যেং মোকামেতে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা থাকেন্ সে সকল মোকামেতে পোলীসের নিযুক্ত আমলা লোকের সহকারিতার কারণ যে সকল চৌকীদার মোকরর করা আবশ্যক বোধ হয় সে সমস্ত চৌকীদার যে সকল লোকের হিত ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে এমত চৌকীদার বেশী করা কর্ত্তব্য তাহারদিগহইতে নিরূপণ ও নিযুক্ত করাণ ও তাহারদিগের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক ও এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে এমত চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা এই আইনের নীচের লিখিত হুকুম ও বিশেষ লিখনমতে উপরের উক্ত লোকদিগহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

চৌকীদারেরা নগদ মাহিয়ানা পাইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে পোলীসের আমলার সহকারী যে সকল চৌকীদার উপরের লিখিত আইনের লিখিত কথানুসারে মোকরর হইয়াছে কি এই আইনের লিখিত দাঁড়ার অনুসারে মোকরর হয় তাহারা আপনারদিগের মেহনতানাতে নগদ টাকা মাহিয়ানা পাইবেক ও তাহারদিগের মাহিয়ানার সংখ্যা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব তাহারদিগের মত লোকেরা যত করিয়া পায় তাহার দৃষ্টে তিন টাকার অধিক না হয় ও দুই টাকার কম না হয় ইহা বিবেচনা করিয়া নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

চৌকীদারদিগের সংখ্যানিরূপণ যাহার ক্ষমতানুসারে হইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত শহর ও মোকামের প্রতি মহল্লাতে যে চৌকীদারেরা মোকরর হইবেক তাহারদিগের সংখ্যানিরূপণ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতাক্রমে সেইং মহল্লার বসিয়া লোকের স্পষ্ট কি বোধহওয়া অবস্থার দৃষ্টে হইবেক কিন্তু লোকেরা বাস করিতে থাকে এমত পঞ্চাশং দোকান কি বাটী পিছে দুই জন চৌকীদারের বেশী নিযুক্ত হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

চৌকীদারদিগের মা

উপরের লিখিত শহর কি মোকামের প্রতিমহল্লার বসিয়া লোকদিগের স্থানে



তাহারদিগের

তাহারদিগের চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দেওয়া যাওনের নিমিত্তে প্রতিমাসে যাহা তহসীল হইবেক তাহার প্রত্যেক বাটীর কিম্বা দোকানের মালিকের স্থানে ও তাহারা উপস্থিত না থাকিলে সেই দোকান কিম্বা বাটীতে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা থাকে তাহারদিগের স্থানে প্রতি মাসে ৵০ দুইআনা হিসাবহইতে অধিক লওয়া যাইবেক না ইতি।

মাহিয়ানা দেওনের নিমিত্তে যে হারে তহসীল করা যাইবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

ঐ শহর কি মোকামের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন মহল্লার বসিয়া লোকেরদিগের অযোত্র কি সেই মহল্লাতে কম বসতপ্রযুক্ত চৌকীদার মোকররকরণের প্রয়োজন না হয় তবে তাহারদিগ্কে চৌকীদার মোকররকরণহইতে মাফ্ অর্থাৎ ক্ষমা করেন্ ইতি।

মাজিস্ট্রেট্সাহেব যে প্রকারে মহল্লার বসিয়া লোককে চৌকীদার মোকররকরণেতে মাফ্ করিবেন তাহার কথা।

৮ ধারা।

জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ও এই আইনের ৩ ধারার উক্ত মোকামেতে নিযুক্তথাকা জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১ আপ্রিলহইতে নীচের লিখিত প্রকারেতে এই আইনের লিখিত হুকুমের মতাচরণ করেন্ ইতি।

যে তারিখহইতে ও যে প্রকারে এই আইনের লিখিত হুকুমমত কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

ঐ মাজিস্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের উচিত যে প্রতিমহল্লাতে সেই২ মহল্লার বসিয়া লোকদিগের মধ্যে পাঁচ জন বাটীওয়ালা মাতবর ধনবান লোককে বাচনী করিয়া এই নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করেন্ যে তাহারা আপনারা মিলিয়া পঞ্চাইত করিয়া প্রথমতঃ ইহার বন্দোবস্ত করে যে চৌকীদারলোক নিযুক্তহওনের নিমিত্তে মাথোটরূপে প্রতিমহল্লার বসিয়া লোকদিগের স্থানে কি আন্দাজ তহসীল হইবেক ও তাহার পর প্রতিবৎসর পুনর্ব্বার তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যদি শুধরিবার যোগ্য হয় তবে তাহা করে এবং এপ্রকার চৌকীদারলোক নিরূপণ করিয়া নিযুক্ত করে ও তাহার মঞ্জুরী মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের হুজুরহইতে হইবেক কিন্তু মাথোটের টাকা উসুলকরণের কি অন্য যে কোন কর্ম্মের প্রস্তাব এই আইনেতে স্পষ্টরূপে নাহি তাহার নির্ব্বাহকরণের ভার পঞ্চাইতের ব্যক্তিদিগের প্রতি থাকিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা পঞ্চাইতের নিমিত্তে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

১০ ধারা।

যাহারা পঞ্চাইতের কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহারদিগকে আদালতের মোহরে ও মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবের দস্তখতে তাহারদিগের যে২ কর্ম্ম করিতে

আদালতের মোহরে ও মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্ট

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দস্ত খতে ব্যক্তিরা সনন্দপাই বার কথা।।

করিতে হইবেক তাহার বেওরাসম্বলিত এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে সনন্দ দেওয়া যাইবেক ইতি।

## ১১ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব মাথোটের হার দোহারা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা।

মাথোটী অঙ্ক দিবার নিমিত্তে নিরূপণকরা ব্যক্তিদিগের নামসম্বলিত যে ফিরিস্তি সনন্দের লেখা হুকুমমতে পঞ্চাইতের ব্যক্তিদিগের তৈয়ার করিতে হইবেক তাহা মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নীচের ধারার লিখিত হুকুমমতে মাথোটের হার সমান না হওনের এতাবতা বেশীহওনের কি মাথোটের যে অঙ্ক নিরূপণ হয় তাহা দিবার শক্তি না থাকনের বিষয়ে নীচের ধারার লিখিত হুকুমমতে যে কোন নালিশ দরপেশ হয় তাহার বিবেচনা করণের পরে মাথোটের হার পুনরায় দৃষ্টি ও বিবেচনাপূর্ব্বক শুধরিয়া উপযুক্তমতে ও ন্যায়ানুসারে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নির্দ্ধার্য্য করেন যে এপ্রকার শুধরা যাওনেতে মোটে যত টাকা বাকী থাকে তাহাতে এই আইনের ৪ ধারার লিখিত বিশেষ কথার মতে মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বিবেচনাতে যত চৌকীদার মোকরর করা আবশ্যক বোধ হয় তাহারদিগের মাহিয়ানা দিতে কুলায় ইতি।

## ১২ ধারা।

কেহ মাথোটের অঙ্ক অসমান নিরূপণ হওয়াতে আপনাকে অন্যায় গ্রস্ত বুঝিলে যে মত করিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চাইতের ব্যক্তিদিগের বিবেচনাক্রমে তাহার শিরে মাথোটের যে অঙ্কপাত হয় তাহাতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে কিম্বা তাহার শিরে যে কম হিস্যা মোকরর হইয়াছে তাহা দিতে নিতান্ত অশক্ত ও কাতর হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে আপন অসম্মতি ও অন্যায়গ্রস্তহওনের কারণসম্বলিত এক দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে দেয় ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার দরখাস্তের লিখিত কথার সত্যতার বিষয়ে তাহাকে হলফ্ করাইয়া যেং তহকীক করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করিয়া মাথোটের অঙ্ক শুধরেন্ কিম্বা ন্যায়মতে তাঁহার বিবেচনায় অন্য যে তদারক করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ ও এমতং দরখাস্তে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইয়া জারী হইবেক ইতি।

যে মতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা ইষ্টাম্পভিন্ন অন্য কাগজে লেখা দরখাস্ত লইবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল ব্যক্তিরা উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে দরখাস্ত দিবার মনস্থ করে যদি তাহারা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য দিবার শক্তি আপনারদিগের না থাকনের এজহার করে ও তাহার সত্যতার নিমিত্তে হলফ্ করে তবে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১৯ ধারার লিখিত হুকুমসত্ত্বেও মাজিষ্ট্রেটসাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা দরখাস্ত লন্ ইতি।



১৩ ধারা।

১৩ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত প্রকারে মাথোটের অঙ্কনিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য হইলে তাহার সাফ নকল এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ামতে সকল লোক সহজে পড়িতে ও বুঝিতে পারিবার মত স্পষ্ট শব্দ ও অক্ষরে লেখা এস্তেলানামাসহিত যেং মহল্লাতে মাথোট হয় সেইং মহল্লাতে লোকদিগের দৃষ্টিপাত ও গমনাগমনহওনের স্থানে ছোট বড় সমস্ত লোককে জানাইবার কারণ লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক ও ঐ প্রকারে তাহার দোসরা নকল পোলীসের থানাতে লটকাইতে হইবেক ও আর এক নকল মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সিরিশ্তাতে থাকিবেক ইতি।

মাথোটী অঙ্ক ও তাহা যাহারদিগের স্থানে তহসীল হইবেক তাহারদিগের নাম প্রচার করিবার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে মাথোটী অঙ্ক দিবার কারণ নির্দ্দিষ্টহওয়া ব্যক্তিদিগের নাম ও দোহারা দৃষ্টি ও বিবেচনাপূর্ব্বক শুধারা গিয়া ১ নম্বরের পঞ্চাইতের সনদের লিখিত দাঁড়ামতে নির্দ্ধার্য্যহওয়া মাথোটের অঙ্কসম্বলিত এক ফিরিস্তি এই আইনের শেষের লিখিত ২ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা এস্তেলানামার নীচে লিখিয়া উপরের উক্ত প্রকারে প্রতিবৎসর ছোট বড় সমস্ত লোককে জানাইবার কারণ লট্কাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

প্রতিবৎসর শুধরা যাওয়া মাথোটী অঙ্ক প্রচার করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রস্তাব এই আইনের ৩ ধারাতে করা গিয়াছে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার কারণ মোকররহওয়া মাথোটের টাকায় নোকসান অর্থাৎ কম্‌তী হয় তবে তাহা পূরা হইবার নিমিত্তে কোন সনেতে পঞ্চাইতের ব্যক্তিদিগের মারফৎ মাথোটের হার শুধরান্ কিন্তু এ প্রকারেতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নোকসানী অর্থাৎ কমীহওয়া যে টাকা পূর্ব্বের মাথোটী অঙ্ক শুধরিয়া পূরা করা আবশ্যক তাহার সংখ্যা ও সনন্দের নীচের শরওয়ামতে নূতন মাথোটের কৈফিয়ৎ উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইবার কথাসম্বলিত আপনং ভারের মোহর ও দস্তখতে এক পরওয়ানা পঞ্চাইতের লোকদিগের নামে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কোনং প্রকারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা কোন বৎসরেতে মাথোটী অঙ্ক শুধরাইতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা।

মাথোটের টাকা উসুল করিবার ও পোলীসের চৌকীদার সিরিশ্তার মোতালক কাগজ প্রকৃতপ্রস্তাবে রাখিবার ও এই আইনানুসারে মোকররহওয়া চৌকীদারদিগকে মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ দেশীয় কৃতকর্ম্ম মাতবর কোন ব্যক্তিকে বাচনি করিয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে মোকরর করেন ও ঐ ব্যক্তি সদর চৌকীদারী বখশী নামে খ্যাত হইবেক ও

মাথোটী টাকা উসুল করিবার ও অন্যং কর্ম্ম করিবার কারণ এক জন বখশী মোকরর হইবার কথা।



কিছু

কিছু মাহিয়ানা ও সিরিশ্তার কাগজ লেখাপড়ার সরঞ্জামের খরচের নিমিত্তে কিছু নগদ টাকা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনাক্রমে পাইবেক ও মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে যথাসাধ্য মহল্লার বসিয়া মাতবর২ লোকের সম্মতিক্রমে এমত ব্যক্তিকে বিবেচনা ও বাচনি করেন ইতি।

১৬ ধারা।

বখ্শীর হলফ্ করিবার ও তাহার কর্ম্মে পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলা হাত না দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে নিযুক্তহওয়া বখ্শী লোক কেবল এই আইনানুসারে নিরূপণহওয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেক ও তাহারদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে অর্পিত কর্ম্ম যথার্থরূপে ও ধর্ম্মক্রমে করিবার অর্থে হলফ্ করাণ যাইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে অতিতাকীত হুকুম আছে যে ঐ বখ্শীর নীচের লিখিত কর্ম্মাদির নির্ব্বাহকরণেতে কোন প্রকারে পোলীসের কোন দারোগা কি আপনারদিগের তাবে অন্য কোন আমলাকে কি সামান্যতঃ কোন ব্যক্তিকে হাত দিতে না দেন্ ইতি।

বখ্শীর যে২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ বখ্শীর উচিত যে সনদের লিখিত হুকুমমতে পঞ্চাইতের লোকদিগের তৈয়ার করা ফিরিস্তির দৃষ্টে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে মাথোটী অঙ্ক দিবার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া ব্যক্তিদিগের নাম ও প্রত্যেকের যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার অঙ্ক ও প্রতিমহল্লাতে মোকররহওয়া চৌকীদারদিগের নাম ও তাহারদিগের সংখ্যাযুক্তে লিখিয়া এক রেজিষ্টরী বহী পত্রঅঙ্ক দিয়া ও তাহাতে মাজিষ্ট্রেট্কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দস্তখৎ করাইয়া তৈয়ার করে ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ বখ্শীর কর্ত্তব্য যে বাঙ্গলা কি ফসলী প্রতি মাসের ১ পহিলা তারিখে সাধ্যমতে নিজে কিম্বা চৌকীদারদিগের সহকারিতাক্রমে শহরের কি মাজিষ্ট্রেট্কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের থাকিবার মোকামের শরহদ্দের বাসিন্দা নির্দ্দিষ্টহওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির মাথোটের যে অঙ্ক দেনা ওয়াজিবী তাহা তহসীল করে ইতি।

চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ বখ্শীর নিকটে লেখাপড়া জানে এমত ব্যক্তি আপন মাথোটী অঙ্ক দিয়া আপন দাখিল করা অঙ্কের বাবৎ এক রসীদ দুরস্ত করিয়া লিখিয়া তাহার নিকটে দস্তখৎ করিবার কারণ উপস্থিত করিলে ঐ বখ্শীর কর্ত্তব্য যে তাহাতে আপন দস্তখৎ করে ও সে ব্যক্তি লেখাপড়া কিছুই না জানিলে ঐ বখ্শীর কর্ত্তব্য যে তাহার দাখিলকরা অঙ্কের এক রসীদ আপন তরফহইতে লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া তাহাকে দেয় ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ বখ্শীর কর্ত্তব্য যে বাঙ্গলা কি ফসলী প্রতিমাসের ১০ তারিখে

তারিখে মাজিস্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজস্ট্রেটসাহেবের নিকটে বাকীদারদিগের নাম ও তাহারা যেং মহল্লায় থাকে তাহার নাম ও প্রত্যেকের শিরের বাকীর সংখ্যাসম্বলিত এক ফিরিস্তি এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরে শরওয়ামতে লিখিয়া দাখিল করে ও ঐ ফিরিস্তি পাইলে পর ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেং হুকুম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে তাহার মতে কার্য্য করেন ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ঐ বখ্‌শীদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মারফৎ চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার বাবৎ যত টাকা তহসীল হয় তাহা মাজিস্ট্রেটসাহেবের তহবীলে আমানৎ রাখিয়া তাহার রসীদ আদালতের খাজাঞ্চীর স্থানে তাহার দস্তখতে লয় ইতি।

সপ্তম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে হুকুম হইল যে ঐ বখ্‌শী বাঙ্গলা কি ফসলী প্রতিমাসের আখেরীতে পোলীসের দারোগাদিগের সহিত মিলিয়া পোলীসের সমস্ত চৌকীদারকে মাজিস্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবের কাছারীতে হাজির করায় যে প্রত্যেক চৌকীদারকে মাজিস্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট কিম্বা আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাৎ মাহিয়ানা দেওয়া যায় ও তাহার রসীদ তাহারদিগের স্থানে যে প্রকারে উপযুক্ত সে প্রকারে লওয়া যায় ইতি।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কোন বাকীদারের নামে কোন সমন কি এত্তেলানামার জারী করিতে হইলে তাহা বখ্‌শীর লিখিতে হইবেক এবং ঐ বখ্‌শীর উচিত যে বাকী টাকা উসুল করিবার কারণ মাজিস্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবের হুকুমে তাহার মারফতে যত নীলাম হয় তাহার যথার্থ হিসাব ঐ সাহেবদিগের হজুর হইতে যে শরওয়ামতে তৈয়ার করিতে তাহার প্রতি হুকুম হয় সেই মতে তৈয়ার করে এবং নীলামের মোতালক অন্য যেং কর্ম্ম করিতে মাজিস্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেব তাহাকে হুকুম করেন তাহার মত কার্য্য করে ইতি।

১৭ ধারা।

বাকী উসুল করিবার নিমিত্তে মাজিস্ট্রেটসাহেব যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

উপরের ধারার ৫ প্রকরণের প্রস্তাবিত বাকীদারদিগের কৈফিয়ৎ লেখা ফিরিস্তি মাজিস্ট্রেটসাহেব কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ফিরিস্তির পৃষ্ঠে সেই বাকীদার লোক তাঁহারদিগের আপনং কাছারীতে হাজির হইবার তলবী সমনের মজুমুন লিখিয়া জারী করেন ও মাজিস্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে স্বয়ং কিম্বা আপন আসিষ্টাণ্টসাহেবের দ্বারা মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা করিয়া তাহার তজবীজ করেন ও যে ব্যক্তিকে বাকীদার বোধ হইয়াছে সে যদি কহে যে আপন হিস্যার অঙ্ক দিয়াছে তবে মাজিস্ট্রেটসাহেব কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার দেওয়া অঙ্কের যে রসীদের প্রস্তাব এই আইনের ১৬ ধারার ৪ প্রকরণেতে লেখা



গিয়াছে

গিয়াছে তাহার স্থানে তলব করেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমাতে অন্য যেং তহকীক করা আবশ্যক হয় তাহা করেন্ ও যদি ঐ তহকীককরণদ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ইহা বুঝেন যে প্রকৃতই ঐ ব্যক্তির শিরে কিছু বাকী আছে তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে বাকী টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে বাকীদারে বাকী আদায়হওনের উপযুক্ত অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ ও বিক্রয় করিবার নিমিত্তে এক পরওয়ানা ঐ বখ্শীর নামে পাঠান ও এবিষয়ে ঐ সাহেবদিগের দেওয়া সমস্ত হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইয়া জারী হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

আবশ্যক হইলে পোলীসের দারোগা ক্রোক্ ও বিক্রয়েতে বখ্শীর সহায়তা করিবার কথা।

পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে ঐ সকল কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে ঐ বখ্শীর যে কিছু সহায়তার আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় যথোপযুক্ত ও যথার্থরূপে তাহা করে ও যদি বাকীটাকা আদায়করণের নিমিত্তে উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে বাকীদারের বস্তু বিক্রয় করিতে হয় তবে প্রথমতঃ মহল্লাতে প্রচার করিবার নিমিত্তে ঢোল ফিরাণ যাইবেক তাহার পরে পূর্ণ প্রকাশিতরূপে বস্তু বিক্রয় করা যাইবেক ও তাহাতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহাহইতে বাকী আদায়হওন বাদে যাহা ফাজিল হয় তাহা সেই বাকীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেকে ও যদি বাকীদার আপনার শিরের বেবাক বাকী টাকা বিক্রয়ের পূর্ব্বে দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ ক্রোকী বস্তু বিক্রয় করা মৌকুফ হইয়া তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

বখ্শীর নামে হওয়া নালিশের তজবীজ করিবার ও তাহার দণ্ডের কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি ঐ বখ্শীর নামে গরওয়াজিবী জেয়াদা তলবকরণের বাবৎ কিম্বা এই আইনানুসারে তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মকরণেতে তাহাহইতে দাগাবাজী কি কারসাজী কি অন্য অসঙ্গত কর্ম্মহওন বাবৎ যে কোন নালিশ হলফের দ্বারা দরপেশ হয় তাহার তজবীজ কেবল মাজিষ্ট্রেটসাহেব কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব করিবেন ও যদি অপবাদিত বখ্শীর অপরাধ মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে প্রমাণ হয় তবে ঐ বখ্শী আপন ভারের কর্ম্মহইতে তগীরহওনের ও ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ফৌজদারী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও জেয়াদা তলবী কি দাগাবাজী ও কারসাজী করিয়া অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে যত টাকা তহসীল করিয়া কি লইয়া থাকে তত টাকা তাহার স্থানহইতে অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেলাইয়া দেওয়া যাইবেক ও যত দ্রব্য অন্যায় ও অসঙ্গতরূপে ক্রোক্ কি বিক্রয় করিয়া থাকে অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সেই বস্তু কি তাহার মূল্য ঐ বখ্শীর ফিরিয়া দিতে হইবেক ও তাহা না দিতে পারিলে তাহার বদলে পুরা মিয়াদ এক বৎসরের মধ্যে যত দিন ঐ দ্রব্যের মূল্য না দেয় তত দিনপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ বখ্শী যে অপরাধকরণেতে অপবাদিত হইয়াছে যদি সে অপরাধ তাহাকে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ



করিতে

করিতে হইবার মত হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে তাহাকে চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ আদালতে সোপর্দ্দ করেন্ ইতি।

২০ ধারা।

নালিশ অসঙ্গত ও অনর্থক বোধ হইলে ফরিয়াদীকে শাস্তি দিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতার কথা।

যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনায় ঐ বখ্শীর উপর তাহার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মাদির নির্ব্বাহকরণেতে অসঙ্গত কর্ম্মকরণের তহ্মতে হওয়া কোন নালিশ কেবল বিবাদ বিরোধের কি দুঃখ দিবার নিমিত্তে কিম্বা কেবল অসঙ্গত ও অনর্থক বোধ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে অসঙ্গত নালিশকরণিয়া ব্যক্তিদিগের শাস্তির নিরূপণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১০ ধারাতে ও ১৮১১ সালের ৭ আইনের ৫ ধারাতে যে২ দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা দেখিয়া তদনুসারে ফরিয়াদীর স্থানে জরীমানা লওন ও তাহাকে কয়েদ রাখণের দ্বারা শাস্তি দেন্ ইতি।

২১ ধারা।

পঞ্চাইতের কোন ব্যক্তি পঞ্চাইতী করিতে না চাহিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে পঞ্চাইতের কর্ম্মে মোকরর হইয়া বিশিষ্ট হেতুব্যতিরিক্ত এই আইনানুসারে নিরূপণহওয়া কর্ম্মাদি করিতে না চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের খাতির পসন্দ অর্থাৎ মনোনীত এক ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মের আপন এওজীরূপে দেয় ও তাহা না দিলে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ব্যক্তির আহওয়াল বুঝিয়া পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ড লওনের হুকুম দেন্ ও ঐ টাকা ঐ ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল হইতে পারিবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে পঞ্চাইতের ভারে মোকররহওয়া লোকেরা তাহারদিগের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা করিতে যদি ত্রুটি করে কিম্বা কোন ওজর বাহানা করে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনি স্বয়ং মাথোটের বন্দোবস্তেতে মনোযোগ করিয়া হেফাজাৎ অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে যত চৌকীদারের আবশ্যক হয় তাহা পোলীসের দারোগার সহযোগক্রমে বখ্শীদ্বারা মোকরর করেন্ কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কোন প্রকারে আবশ্যকহওনব্যতিরিক্ত ঐ ক্ষমতামতাচরণ করিবেন না ও যদি মহল্লার বসিয়া লোকেরা আপনারা সকলে মিলিয়া আপনারদিগের মাথোট বিলি আপনারা করিবার ও এই আইনের নির্দ্ধারিতমতে চৌকীদার মোকরর করিবার অনুমতি লইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে দরখাস্ত দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ ঐ সাহেবেরা ঐ ক্ষমতামত কার্য্যকরণে ক্ষান্ত হইবেন ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনানুসারে

এই আইনানুসারে যে২ চৌকীদার মোকরর হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২



মহল্লার

মোকররহওয়া চৌকীদারদিগের যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

মহল্লার বসিয়া লোকদিগের ধন ও প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ ও নেগাহবানী সর্ব্বদা করে ও তাহারদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে যাহাকে কোন ব্যক্তিকে বধ করিবার কি ডাকাইতী ও রাহাজানী অর্থাৎ বাটপাড়ী কি সিন্ধমারী কিম্বা চুরী করিবার সময়ে অথবা কোন ভারী হঙ্গামা করিবার কালে পায় তাহাকে কিম্বা যাহার পিছেং লোকেরা শোর শার করিয়া ধায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা যে থানার দারোগা কি শহর কোতওয়ালের হুকুমের তাবে থাকে তাহার নিকটে পঁহুছাইয়া দেয় এবং বিশেষরূপে তাহারদিগের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে যদি মহল্লার সরহদ্দের মধ্যে কোন খাঙ্গীদার কি ডাকাইত অথবা খ্যাত কি সন্দেহহওয়া অন্য বদমাইশ লোক গতিবিধি করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার থানার দারোগা কি কোতওয়ালের নিকটে দেয় কিন্তু তাহারদিগ্‌কে তাকীদ হুকুম আছে যে মারপীট কি গালীগালাজ কি পরদার কি গর্ভপাতের মোকদ্দমাতে হাত না দেয় ও পোলীসের চৌকীদারেরা উপরের উক্ত প্রকারব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা পোলীসের দারোগা কি শহর কোতওয়ালের দস্তক রাখণবিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবেক না।

## ২৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনাহুকুমে চৌকীদারেরা তগীর না হইবার ও তাহারদিগের গাফিলী ও বিরুদ্ধাচরণ কি অন্য অপরাধের শাস্তি যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা।

এই আইনানুসারে পোলীসের যে সকল চৌকীদার নিযুক্ত হয় তাহারা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনাহুকুমে আপনং কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক না ও যে কোন চৌকীদারহইতে আপন কর্ম্মকরণেতে গাফিলী কি বিরুদ্ধাচরণ করণের অপরাধ হইয়াছে নিশ্চয় বোধ হয় কিম্বা ডাকাইতী কি অন্য অসঙ্গত কর্ম্ম করিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্যকরণের অপরাধ তাহার প্রতি সাবুদ হয় সে চৌকীদার মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরহইতে আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হইয়া শরা ও আইনের মতে অন্য শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

## ২৪ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে সালিয়ানা কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন তাহার কথা।

জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগেরও এই আইনের ৩ ধারার উক্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে বখ্‌শীর দ্বারা আপনং এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সীমা সরহদ্দের মধ্যে এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে মোকররহওয়া সমস্ত চৌকীদারদিগের নাম ও চৌকীদারী সিরিশ্‌তার মোতালক অন্যং কথাসম্বলিত এক কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লিখিত ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে তৈয়ার করাইয়া প্রতি বৎসর জানুআরি মাসে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে দৃষ্টি হইবার কারণ পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের মারফতে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে থাকেন ইতি।



১ প্রথম নম্বর।

## ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সাল ২২ দ্বাবিংশ আইন।

### ১ প্রথম নম্বর।

### সনন্দের শরওয়া।

অমুক শহর কি কসবা কি মোকামের অমুক থানার মোতালক অমুক মহল্লার বসিয়া শ্রীঅমুক অমুক প্রতি আগে তোমারদিগ্কে পঞ্চাইতের কর্ম্মের সনন্দ দেওয়া যাইতেছে যে তোমরা ঐ মহল্লার বসিয়া লোকদিগের নেগাহবানী ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে মোকররহওয়া চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার কারণ ঐ মহল্লার বাটীওয়ালা কি দোকানদার লোকের স্থানে যে মাথোটী অঙ্ক তহসীল হইবেক তাহার বিলিবন্দোবস্তকরণে এবং চৌকীদার লোক নিরূপণ ও নিযুক্তকরণেতে নীচের লিখিত দাঁড়ার মত কার্য্য করহ।

১ প্রথম।

তোমরা চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে উপরের লিখিত মহল্লার সরহদ্দের মধ্যের লোকথাকা প্রত্যেক দোকান কি বাটীর মালিক কি প্রধান বাসিন্দার স্থানে মাথোটী যে হিস্যা তহসীল হইবেক তাহার নিরূপণ করিবা এবং যথাসাধ্য ন্যায় মতে ও ঐ মহল্লার বসিয়া লোকদিগের ক্লিষ্ট ও বোধহওয়া অবস্থা ও আহওয়ালেতে ও তাহারদিগের প্রত্যেকের যেং বস্তুর নেগাহবানী ও রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক তাহার মূল্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ বসিয়া লোকদিগের যাহার স্থানে যত করিয়া তহসীল হইবেক তাহা নিরূপণ করিবা এই নিয়মে যে কোন ব্যক্তির শিরে তাহার অবস্থা ও আহওয়াল যেমন হউক প্রতিমাসে ১ এক টাকার অধিক ও ৴০ এক আনার কম না হয় এবং একুন করিয়া মোটে লোক থাকা পঞ্চাশং দোকান কি বাটী পিছে তাহার প্রত্যেক দোকান কি বাটীর মালিকের স্থানে ৵০ দুই আনাহারে লইতে হইলে যেমত হইত সেই মত ৬৷০ ছয় টাকা চারি আনার অধিক না হয়।

২ দ্বিতীয়।

যদি ঐ মহল্লার কোন দোকান কি বাটীর মালিক কি বাসিন্দা এ প্রকার দুস্থ হয় যে ক্লিষ্টই মাসং ৴০ এক আনা হিস্যা দিতে পারে না তবে তাহাকে সম্যক প্রকারে মাথোট মাফ করা যাইবেক।

৩ তৃতীয়।

মহল্লার সমস্ত বসিয়া লোকের শিরে মোটে মাথোটী টাকা এমত আন্দাজ মোকরর হইবেক যে এত জন চৌকীদার জনাহী এত টাকা মাহিয়ানায় মোকরর হইবার উপযুক্ত হয়।

৪ চতুর্থ।

উপরের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে মাথোটের ধার্য্যহওনের পর এক ফিরিস্তি প্রত্যেক দোকানদার কি বাটীওয়ালার নাম ও পেশা অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহারদিগের যত করিয়া মাথোটী হিস্যা দিতে হইবেক তাহার পরিমাণসম্বলিত নীচের লিখিত



শরওয়ামতে

শওয়ামতে তৈয়ার করিয়া তাহাতে আপনারদিগের দস্তখৎ করিয়া মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে দাখিল করিবা।

৫ পঞ্চম।

এই আইনানুসারে পোলীসের যে সকল চৌকীদার ঐ মহল্লার বসিয়া লোকের নেগাহবানীর নিমিত্তে মোকরর হইবেক তাহারা তোমারদিগের দ্বারা নিরূপণ ও নিযুক্ত হইবেক তোমারদিগের আবশ্যক যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের অনুসারে এখনপর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকা চৌকীদারদিগের নাম ও সংখ্যা মাজিস্ট্রেট্সাহেবকে জানাইবা ও কোন চৌকীদারহইতে তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে গাফিলী কি বিরুদ্ধাচরণকরণের অপরাধ হইলে কিম্বা গরহাজিরী কি অন্য হেতুতে চৌকীদারের স্থান খালী হইলে তাহার সমাচার তোমারদিগের মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে কি ঐ মহল্লা পোলীসের যে দারোগার তাবে হয় তাহার নিকটে দিতে হইবেক।

৬ ষষ্ঠ।

তোমরা প্রতি বৎসর যখন মাজিস্ট্রেট্সাহেব হুকুম করেন্ তখন উপরের দাঁড়াতে দৃষ্টি রাখিয়া মাথোটী হার স্থধরাইবা।

পঞ্চাইতের লোকেরা যে কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেটসাহেব কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে পাঠাইবেক তাহার শরওয়া।

মহল্লার নাম।

| মাথোটী অঙ্ক দিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া ব্যক্তিদিগের নাম। | পেশা অর্থাৎ ব্যবসায়ের কি জাতির কথা। | মাসং মাথোটের অঙ্ক। |
|---|---|---|
| গোকুল দাস | মহাজন | ॥০ |
| অমুক | মুদী | ।০ |
| অমুক | সেক্‌রা | ৵০ |
| অমুক | তৈল বিক্রয়কার | /০ |



২ দ্বিতীয় নম্বর

## ২ দ্বিতীয় নম্বর।

### এত্তেলানামার শরওয়া।

যেহেতুক অমুক শহর কি কসবা কি মোকামের অমুক মহল্লার বসিয়া লোকের ও তাহারদিগের মাল আমওয়ালের রক্ষণাবেক্ষণ ও নেগাহবানীর নিমিত্তে অমুক২ চৌকীদার মোকরর হইয়াছে ও ঐ চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত মাথোটের হার পঞ্চাইতের দ্বারা ধার্য্য হইয়াছে অতএব নীচেতে যেং ব্যক্তির নাম লেখা গেল তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ মাস মাসের যে হিসাা নীচেতে নিরূপণ হইয়াছে তাহা যে বখশী মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরহইতে তাহা উসুল করিবার কারণ মোকরর হইয়াছে তাহার নিকটে সময় শিরে বিনাওজরে দেয় ও তাহা এই এত্তেলানামার তারিখহইতে দিতে হইবেক ও ফসলী কিম্বা বাঙ্গলা প্রতিমাসের ৫ তারিখে কি তাহার পুর্ব্বে সর্ব্ব কালে দাখিল করিতে হইবেক ও যদি কোন ব্যক্তির স্থানে বাকী পড়ে তবে সেই বাকীদারের অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ ও বিক্রয় হইয়া বাকী উসুল হইবেক।

| আসামী। | জাতি কিম্বা পেশা। | মাসং মাথোটী অঙ্ক। |
|---|---|---|
| | | |
| | | |



৩ তৃতীয় নম্বর।

## ৩ তৃতীয় নম্বর।

## রেজিষ্টরী বহীর নক্শা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১৬ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের মতানুযায়ি রেজিষ্টরী বহী।

| মহল্লার নাম। | পঞ্চাইতের লোকদিগের নাম। | যে সকল লোকদিগের প্রতি মাথোট হইয়াছে তাহারদিগের নাম। | জাতি কিম্বা ব্যবসায়। | মাসং মাথোটের অঙ্ক। | প্রতিমাহ মল্লার মাথোটী জমার সংখ্যা। | চৌকীদারদিগের নাম। | চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার সংখ্যা। | বাজেখরচ নিমিত্ত ফাজিল টাকার অঙ্ক। | কৈফিয়ৎ ও যদি পঞ্চাইতের লোক মোকরর না হয় তবে তাহার কথা। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |



৪ চতুর্থ নম্বর।

## ৪ চতুর্থ নম্বর।

## কৈফিয়তের নক্শা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১৬ ধারার পঞ্চম প্রকরণের মতানুযায়ি কৈফিয়ৎ।

| মহল্লার নাম | বাকীদারদিগের নাম। | জাতি কি ব্যবসায়। | তহসীলহওয়া মাথোটী টাকা অঙ্ক। | ও তারিখে উসুল না হইয়া বাকী থাকা অঙ্ক। | বাকীদারেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনং বস্তু বিক্রয়হনের পূর্ব্বে যে বাকী টাকা কি কড়ি দাখিল করিয়াছে তাহার অঙ্ক। | যে প্রকারে যে সময়ে বাকী টাকা উসুল হইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ ও ক্রোক্ ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইয়া থাকিলে তাহার তারিখ ও তফসীল। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |



সমাপ্ত।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের যেং তারিখে যেং
বিষয়ের যেং আইন জারী হয় তাহার
মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার
ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

## ৩ তৃতীয় আইন। ৩১ জানুআরি।

৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত নগদ কি বস্তুর মূল্যের দাওয়ায় প্রথমতঃ কি আপীলমতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতেতে নালিশ হওয়া যে সকল মোকদ্দমা ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবদিগের হুজুরে কি সদর আমীনদিগের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ রুবকার হয় তাহার উভয় বিবাদির যে খরচা দিতে হয় তাহার অল্পতা করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ও ঐ সনের ২৩ আইনের লিখিত কোন২ হুকুম শুধরিয়া স্পষ্ট করিবার।

## ৫ পঞ্চম আইন। ২৮ ফেব্রুআরি।

নিধি অর্থাৎ পোঁতা ধনেতে সরকারের ও প্রজালোকের হক্ অর্থাৎ স্বত্ব হইবার বিবরণ স্পষ্ট করিয়া লিখিবার ও এমত ধন পাওয়া গেলে যে২ দাঁড়া মত কার্য্য হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার।

## ৭ সপ্তম আইন। ১৮ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ৪ ধারার লিখিত মজমুনের মধ্যে যাহা পোলীসের চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা ৩ তিন টাকা হইতে অধিক না হইবার অর্থে লেখা গিয়াছে তাহা শুধরিবার।

## ৮ অষ্টম আইন। ২ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার।

## ৯ নবম আইন। ২২ জুলাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৫ আইন রদ ও রহিত হইবার।

## ১২ দ্বাদশ আইন। ১২ আগস্ত।

দত্ত ও জয়করা দেশেতে ও সুবে বেহারে ও বারাণসদেশেতে ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও ঐ পরগনার মোতালক অন্য২ পরগনাতে পাটওয়ারীগিরী ভার বিলক্ষণরূপে নিরূপণ করিবার।

## ১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২৬ আগস্ত।

জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে যে সকল মহাল আছে সে সকল মহালেতে কানুনগোয়ী সিরিশ্তা মোকরর্ হইবার নিমিত্তে ও ঐ জিলা

ও

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

ও মহালেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত নিয়মসকলের মত কার্য্য হইবার।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ৯ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ৯ সেপ্তেম্বর।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যের কোন বন্দরে কি স্থানেতে বাহির হইতে সমুদ্রপথে যে লবণ আমদানী হয় তাহার উপর মাসুল মোকরর্ করিবার।

১৬ যোড়শ আইন। ৯ সেপ্তেম্বর।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যের কোন বন্দরে কি স্থানেতে বাহির হই তে সমুদ্রপথে যে আফীন আমদানী হয় তাহার উপর মাসুল মোকরর্ করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ১৬ সেপ্তেম্বর।

ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের আদালত ও ন্যায় ও বিচারসম্পর্কীয় কোনং কথা শুধ রিবার।

১৮ অষ্টাদশ আইন। ১৬ সেপ্তেম্বর।

এ দেশীয় কোনং আমলা লোকের আপনং পাওয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে হলফ্ অর্থাৎ দিব্যকরণের বিষয়ে এক্ষণে যেসকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরিবার এবং অন্য যে যে কথা আদালতের এদেশনিবাসি আমলার ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদাল তের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা শুধরিবার ও বিবরিয়া লিখি বার।

১৯ ঊনবিংশ আইন। ১৬ সেপ্তেম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার আদালত ও ইনসাফ্ অর্থাৎ ন্যায় ও বিচারের কর্ম্ম নির্ব্বাহের মোতালক চলিত কোনং আইন শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার এবং খাজানার বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে সরাসরী তজবীজ হইয়া যেং হুকুম হয় তাহা জারীহওনের।

২০ বিংশ আইন। ৭ অক্তোবর।

পোলীসের দারোগাদিগকে ও তাহারদিগের তাবে অন্য কার্য্যকারকদিগকে কার্য্যের দাঁড়া জানাইবার নিমিত্তে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মাননের প্রতিফলের অর্থে ও পোলীসের আমলালোক কোনং প্রকারেতে ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারদিগের ও গ্রামের মণ্ডল ও অন্য প্রধানেরদিগের স্থানে সহায়তা চাহিবার অর্থে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে চলিতেছে সেইং দাঁড়া শুধরা যাইবার।

২১ একবিংশ আইন।

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

২১ একবিংশ আইন। ২৮ অক্তোবর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরিবার ও বিবরণ করিয়া লিখিবার।

২৩ ত্রয়োবিংশ আইন। ২৮ অক্তোবর।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরিবার ও যে সকল ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সীমাসরহদ্দছাড়া যে সকল ভূমি আছে তাহার জমাতে সরকারের হকু অর্থাৎ রাজস্ব নিরূপণ করিবার।

২৪ চতুর্বিংশ আইন। ৯ দিসেম্বর।

সুবে বেহার ও বারাণসদেশ ও জিলা রামগড় ও ভাগলপুর ও পুরণিয়াতে যে কমিস্যনরী সিরিশ্তা মোকরর্ হইয়াছে তাহার মোতালক হুকুম শুধরিবার এবং কমিস্যনরসাহেবদিগের ঐ সুবা ও দেশে ও জিলাতে যেমত ক্ষমতা হইয়াছে জিলা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরেতে ঐ সাহেবদিগের সেই মত ক্ষমতা হইবার এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এক জন সাহেবকে কিম্বা কমিস্যনরসাহেবকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গেলে তিনি কোনং প্রকারেতে যে ক্ষমতা মত কার্য্য করিবেন তাহা নিরূপণ করিয়া লিখিবার।

২৫ পঞ্চবিংশ আইন। ৯ সেপ্তেম্বর।

কলিকাতার টাকশালেতে যে পয়সা জরব্ হয় তাহার ওজনের নিরূপণ করিবার এবং সরকারের হুকুমের তাবে টাকশালেতে জরবহওয়া সকল প্রকার পয়সা চলন হওনের।

২৬ ষড়বিংশ আইন। ১৬ দিসেম্বর।

কলিকাতা কি ফরোখাবাদ কিম্বা বারাণসের টাকশালে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে অন্য যে কোন টাকশাল জরবের নিমিত্তে হয় তাহাতে জরবহওয়া ফরোখাবাদী রকম টাকা সকল চলন হইবার।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

*Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত নগদ কি বস্তুর মূল্যের দাওয়ায় প্রথমতঃ কি আপীলমতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতেতে নালিশ হওয়া যে সকল মোকদ্দমা ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবদিগের হজুরে কি সদর আমীনদিগের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ রুবকার হয় তাহার উভয় বিবাদির যে খরচা দিতে হয় তাহার অল্পতা করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ও ঐ সনের ২৩ আইনের লিখিত কোন২ হুকুম শুধরিয়া স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৩১ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ২০ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২৮ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ২১ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ১২ রবীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত নগদ কি বস্তুর মূল্যের দাওয়াতে নালিশহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার উভয় বিবাদির যে খরচা দিতে হয় তাহার অল্পতা করা ও ৬৪ চৌষট্টি টাকার ঊর্দ্ধ নগদ কি বস্তুর মূল্যের দাওয়ায় যে সকল মোকদ্দমা আপীলমতে উপস্থিত হইয়া জিলা কি শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারার লিখিত কথা সম্পর্ক রাখা ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৯ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে যে২ সন্দেহ হইয়াছে তাহা মিটান উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১ মার্চহইতে কলিকাতার হুকুমতের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

জিলা কি শহরের আদালতে ৬৪ টাকার অনূর্দ্ধ নগদ কি মূল্যের দাওয়ায় যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ কি আপী

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ৬৪ চৌষট্টি টাকাহইতে অধিক না হয় এমত নগদ কি বস্তুর মূল্যের দাওয়ায় যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতেতে এই আইনের লিখিত হুকুম জারী ও চলনহওনের কারণ নিরূপণহওয়া তারিখের পরে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত হয় তাহার



তজবীজ

লমতে উপস্থিত হয় তা হার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আ ইনের লিখিত কোন২ কথা সম্পর্ক রাখিবার ক থা।

তজবীজ জিলা কি শহরের জজসাহেবেরা স্বয়ং করেন কি বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে তাহা সদরআমীনদিগকে কি রেজিষ্টরসাহেবদিগকেই বা সোপর্দ্দ করেন তাহার প্রতি দৃষ্টি না করা গিয়া সে সকল মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারার ৪ প্রকরণের ও ২৯ ধারার ৩ প্রকরণের ও ৩৮ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

সদর আমীনদিগের নিষ্পত্তির উপর আপী ল হইয়া বিচারার্থে রে জিষ্টরসাহেবদিগকে সো পর্দ্দ হওয়া ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ নগদ কি মূল্যের মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গ রেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারার লিখিত হুকু ম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে২ মোকদ্দমা সদর আমীনদিগের নিকটে নিষ্পত্তি পাইয়া সেই নিষ্পত্তির উপর তাহার আপীল হইয়া জিলা কি শহরের রে জিষ্টরসাহেবদিগকে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সোপর্দ্দ হয় সেই২ মোকদ্দ মার আপীল যে নিষ্পত্তির উপর হয় সেই নিষ্পত্তিতে যত নগদ টাকা কি বস্তুর মূল্য দিতে আপেলাণ্টের উপর প্রথমে হুকুম লেখা গিয়াছে সে টাকার কি মূল্যের সং খ্যা যদি ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক হয় তবে সে সকল মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারার লিখিত যে২ হুকুম রেজিষ্ট রসাহেবের আদালতে দাখিল হইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য নিরূপণের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সা লের ২৩ আইনের ২ ধারা ও ৪৯ ধারার ২ প্র করণের লিখিত মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার কথা।

এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল যে মুনসেফদিগের ও সদর আমীনদিগের নিকটে রুবকার হওয়া যে সকল মোকদ্দমাতে রাজীনামা দাখিল হয় সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী রা অথবা আপেলাণ্টেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারা ও ৪৯ ধা রার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে ঐ সকল মোকদ্দমার নালিশের প্রথমকার নি রূপিত রসুম কি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য সমুদয় কি তাহার কতক ফিরিয়া পাইতে পা রে কি না অতএব ঐ সন্দেহ মিটাইবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ঐ২ প্রকারেতে ঐ ফরিয়াদীরা কি আপেলাণ্টেরা নালিশের প্রথমকার নিরূপিত রসুম কি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য যাহা সমুদয় ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৯ ধারার ২ প্রকরণের লিখনানুসারে সদরআমীন কি মুনসেফদিগের পাইবার হুকুম আছে তাহার কিছুই ফিরিয়া পাইতে পারিবেক না ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION.

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

নিধি অর্থাৎ পোঁতা ধনেতে সরকারের ও প্রজালোকের হক্ অর্থাৎ স্বত্ব হইবার বিবরণ স্পষ্ট করিয়া লিখিবার ও এমত ধন পাওয়া গেলে যেং দাঁড়ামত কার্য্য হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ২৮ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৩ সালের ১৮ ফাল্গুণ মওয়াফে ফসলী ১২২৪ সালের ২৬ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১৯ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৩ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ১১ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক নিধি অর্থাৎ পোঁতা ধন পাওয়া গেলে তাহার বিষয়ে মুসলমানের শরায় যেং হুকুম ও হিন্দু লোকের শাস্ত্রে যেং বিধান আছে তাহাতে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে ও পোঁতা ধন পাওনিয়াদিগের বিষয়ে একরূপ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

যেমতে ও যে নিয়মে পোঁতা ধন যে পায় তাহারি হইবেক তাহার কথা।

যদি সরকারে শাসিত দেশের মধ্যে মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখা কি অন্য প্রকারে গোপনে রাখা আশ্রফী কি টাকাইত্যাদি সোণা কি রূপার মুদ্রা কিম্বা মুদ্রাভিন্ন সোণা কি রূপা অথবা মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন কিম্বা উত্তমং বস্তু পাওয়া যায় ও ইশ্তিহার দিয়া বিলক্ষণ প্রচার ও প্রকাশকরণের পরে তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী না মিলে তবে সেই নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকা হইতে অধিক না হইলে এবং তাহা পাওনিয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পশ্চাৎ এই আইনেতে যেং নিয়ম লেখা যাইতেছে তাহার মত কার্য্য করিলে সেই পোঁতা ধন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পাইয়া থাকে তাহা সেই ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদিগের হইবেক ইতি।

### ৩ ধারা।

পোঁতা ধন পাইলে

যদি কোন ব্যক্তি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানে উপরের ধারার উক্ত

পাওনিয়ার যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

উক্ত কোন প্রকার পোঁতা ধন পায় তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সেই স্থান যে জিলার কি শহরের মোতালক হয় সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে দেয় ও সেই ধন তাহার ঠিক্‌ঠাক্ তফসীলের ফর্দ্দসহিত ঐ জিলা কি শহরের আদালতে আমানৎ রাখে ইতি।

৪ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ইশ্‌তিহার দিবার ও যে কালের মধ্যে দাওয়াদারদিগের হাজির হইতে হইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

আদালতে এমত ধন আমানৎ হইলে ও তাহা তাহার তফসীলের ফর্দ্দের সহিত খুব মিলাইয়া দেখা গেলে পর আমানৎকরণিয়া ব্যক্তিকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের হজুরহইতে তাহার রসীদ দেওয়া যাইবেক ও ঐ জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহার নামা দেশের চলন ভাষাতে এই মজমুনে যে যে কেহ ঐ ধনে আপন অধিকার পাইবার দাওয়া রাখে তাহার উচিত যে এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে স্বয়ং কি আপন উকীল এই আদালতে হাজির হইয়া কি করিয়া আপন দাওয়া সাবুদ করে লেখাইয়া আপন কাছারীতে ও জিলার কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান ইতি।

৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা এমত ধনেতে সরকারের অধিকার হইবার দাওয়া দরপেশ করিবার কথা।

যদি এমত ধনে সরকারের হকীয়তের অর্থাৎ অধিকারহওনের দাওয়া করা কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের বোর্ড কমিস্যানরসাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেব কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত নিয়ম মতে তাহাতে সরকারের অধিকার হইবার দাওয়া দরপেশ করিয়া দাওয়া সাবুদ করিবার উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন্ ও উপরের ধারার প্রস্তাবিত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিয়মমতে ঐ ধনের বাবৎ দাওয়া প্রজালোকের তরফহইতে কি সরকারের তরফহইতে দরপেশ হইলে জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সরাসরী তজবীজ করেন ও তাহাতে যদি আমানৎহওয়া সম্যক কি কতক ধনে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের হক নিঃসন্দেহ সাবুদ হয় তবে সেই ধন যে তাহার হকদার হয় সেই পাইবেক ও সেই ধন যে ব্যক্তি পাইয়া থাকে তাহার যাহা খরচ খরচা হইয়া থাকে তাহা তাহাকে তাহার পাওনজন্য উপযুক্ত ইনামের সহিত দেওয়ান যাইবেক ইতি।

জিলা কি শহরের জজ সাহেবেরা সরাসরী তজবীজ করিবার কথা।

জজসাহেব যেমতে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার কথা।

৬ ধারা।

সরকারের কি অন্য কাহারু তরফহইতে দাওয়া দরপেশ না হইলে ও ধনের সংখ্যা এক লক্ষ টাকার অধিক না

যদি এই আইনের ৪ ধারার উক্ত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের তরফহইতে কোন দাওয়া দরপেশ না হয় কিম্বা দাওয়া কি দাওয়া সকল দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজে তাহা সাবুদ না হয় ও এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া সেই পোঁতা নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক



লক্ষ

লক্ষ টাকার অধিক না হয় তবে জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ধন যে ব্যক্তি কি যাহারা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে এই আইনের হুকুমমত কার্য্যকরণেতে যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা কাটিয়া লইয়া এই আইনের ২ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে সমর্পণ করেন্ ইতি।

ইলে জজসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

## ৭ ধারা।

যদি এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া পোঁতা নগদের কি জিনিসের মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক হয় ও কোন প্রকারে তাহার উপর কাহারু করা দাওয়া সত্য ও সাবুদ না হয় তবে যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা তাহা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে উপরের ধারার লিখিতমতে সিক্কা এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম হইবেক ও তাহা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা সরকারে থাকিবেক ইতি।

পোঁতা নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক হইলে ও তাহার দাওয়া সাবুদ না হইলে জজসাহেব যে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

## ৮ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহার সমাচার জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে না দেয় ও সেই ধন আদালতে আমানৎ না রাখে তবে সেই ধনেতে সে ব্যক্তির কিছু স্বত্ব ও অধিকার হইবেক না ও তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাও এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে ইনাম বখশিশ্ দেওয়াইবার হুকুম আছে তাহা কিছুই কোন প্রকারে পাইবেক না ও এ প্রকারে যত ধন গোপনে রাখিয়া থাকে পরে যদি তাহার উপর দাওয়া দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজেতে আর কোন ব্যক্তির হক্ সাবুদ হয় তবে সেই ধন তাহার সুদ ও ইহার মোকদ্দমাতে সে ব্যক্তির যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাসমেত তাহার মালিককে দেওয়ান যাইবেক ও যদি সেই ধনে কাহারু কোন দাওয়া সাবুদ না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের সম্মতিক্রমে সরকারী উকীল দাওয়া দরপেশ করিলে সে ধন ক্রোক্ হইতে পারিবেক ইতি।

পোঁতা ধন পাইয়া ছাপাইয়া রাখিলে তাহা পাওনের অধিকার ও পুরুস্কার লোপ হইবার কথা।

## ৯ ধারা।

জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন আদালত হইতে এই আইনমতে সরকারী বিচারানুসারে এমত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি হইলে সে নিষ্পত্তির উপর সামান্য যে সকল দাঁড়া সরাসরী আপীলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়ামতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

জিলা কি শহরের আদালতের নিষ্পত্তির উপর প্রাবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবার কথা।



১০ ধারা।

১০ ধারা।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের দুই কি ততোধিক জজসাহেবের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে এমতং মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জজসাহেবের হুজুরহইতে যেং নিষ্পত্তি হয় তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কেবল নিষ্পত্তি দেখিয়া কিম্বা মোকদ্দমা মোতালক কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সরাসরী আপীলমতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে বিশিষ্ট হেতু পান্ তবে ঐ আদালতে এমত আপীল মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ও এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সরাসরী আপীলের নিমিত্তে সামান্য যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবেক ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী আপীল মঞ্জুর হইবার নিয়মের কথা।

VOL. VI. 126.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ৪ ধারার লিখিত মজমুনের মধ্যে যাহা পোলীসের চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা ৩ তিন টাকাহইতে অধিক না হইবার অর্থে লেখা গিয়াছে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ১৮ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১৭ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ৮ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ৩০ জমাদিয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের লিখিত নিয়মমতে নিযুক্তহওয়া পোলীসের চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা ঐ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুমমতে ৩ তিন টাকার অধিক হইতে পারে না ও কোন২ জিলাতে চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা সংখ্যাহইতে অধিক নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশেতে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

ই° ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ৪ ধারা শুধারা যাওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ৪ ধারার লিখিত সংখ্যাহইতে বেশী নিরূপণ করা ও দেওয়া মঞ্জুর করিতে পারিবেন কিন্তু এই নিয়মে যে এ প্রকার মাহিয়ানা বেশী হইয়া চারিটাকার অধিক না হয় ইতি।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের উচিত যে ঐ চৌকীদারলোকের মত চৌকীদার লোকেরা যত করিয়া মাহিয়ানা পায় তাহার দৃষ্টে কি অন্য২ বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত কিম্বা দেশের রেওয়াজ ও চলনমতে যদি ইঙ্গরজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের লিখিত নিয়মমতে নিযুক্তকরা চৌকীদারলোককে ৩ তিন টাকাহইতে বেশী মাহিয়ানা দেওয়া তাঁহারদিগের বিবেচনায় উপযুক্ত



হয়

হয় তবে ইহার সমাচার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।



সমাপ্ত।

A True Translation,

W. H. MACNAGHTEN,

*Acting Translator of the Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ২ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ২২ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ১৪ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারার লিখিত নিয়মমতে যে কমিস্যনরসাহেবেরা মোকরর হন তাঁহারদিগ্কে ঐ আইনের ৭ ধারার অনুসারে এমত হুকুম আছে যে সদর দেওয়ানী আদালত কি বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার সহিত অপবাদি ব্যক্তি সম্পর্ক রাখেন তথাকার সাহেবদিগের তাবে থাকেন ও ঐ আইনের ১৩ ও ১৪ ধারার লিখনমতে এমত বোধ হইতেছে যে ঐ কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবেরা আপনারদিগের করা সমস্ত কুবকারী ও মোকদ্দমার সকল দস্তাবেজ ও সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা ও সে বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার কথা লিখিয়া উপরের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবদিগ্কে সে মোকদ্দমার তজবীজকরণের ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের হজুরে পাঠাইয়া দিবেন ও ইহাও বুঝা যাইতেছে যে তাহার পরে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কি ঐ২ কোন বোর্ডের যে সাহেবেরদিগের সহিত উপস্থিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তাঁহারদিগের ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র ও দস্তাবেজ ও অপবাদি ব্যক্তির প্রতি কোন অসঙ্গত ক্রিয়াকরণের কথা সাবুদহওনেরবিষয়ে আপনারদিগের যে বিবেচনা স্থির হইয়া থাকে তাহার কথা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দিতে হইবেক ও যেহেতুক ঐ প্রকারকরণেতে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হইতে এত অধিক কাল গৌণ হয় যে তাহাতে অপবাদি ব্যক্তির পক্ষে অনেক হানি হয় এবং সরকারের কর্ম্মেতেও অশেষ প্রকার ক্ষতি দর্শে একারণ ঐ সকল নিয়ম এবং ঐ আইনের ১৫ ধারার মধ্যে যে২ কথা ঐ সকল নিয়মের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।



২ ধারা।

২ ধারা।

ইং ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরসাহেবেরা যাহার তাবে থাকিবেন তাহার কথা।

যদি কোন কার্য্যকারক সাহেবের নামে উপস্থিতহওয়া কোন দাওয়ার তহকীক ও তদন্তকরণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের লিখিত নিয়ম মতে বিশেষ কমিস্যনরসাহেব মোকরর হন তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন যে ঐ কমিস্যনরসাহেব ঐ আইনের ১৩ ও ১৪ ধারার লিখনমতে সদর দেওয়ানী আদালতের কি বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকিবেন কি ঐ২ সাহেবদিগের তাবে না থাকিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার প্রতি যে২ হুকুম হয় তাহার মত কার্য্য করিবেন ও যদি উপরের লিখিত শেষের প্রকারমতে কমিস্যনরসাহেব মোকরর হন তবে সেই সাহেবের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাঁহার বিষয়ে যে হুকুম হইবেক তাহার মতে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবদিগকে কাহারু দ্বারাব্যতিরেকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে কার্য্য করিতে হুকুম হইলে তাঁহারদিগের মোকদ্দমার কাগজ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

যদি কমিস্যনরসাহেবদিগকে কাহারু দ্বারাব্যতিরেকে কেবল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবে থাকিয়া ঐ শ্রীযুতের দেওয়া হুকুমমত কার্য্য করিতে হুকুম হয় তবে তাঁহারদিগের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যে কাহারু দ্বারাব্যতিরেকে উপস্থিত মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত রুবকারী ও দস্তাবেজ ও সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও আপনারদিগের মত লিখিয়া যে২ কাগজ ইঙ্গরেজীভিন্ন অন্য ভাষাতে থাকে তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসহিত এখনপর্য্যন্ত যেমত অপবাদি ব্যক্তির এলাকা বুঝিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতেন সেই মত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইতে হইবেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ সমস্ত কাগজ পহুছিলে ঐ শ্রীযুত ঐ কাগজ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি ঐ২ কোন বোর্ডের সাহেবদিগের মারফৎ পঁহুছিলে পর যেমত কার্য্য করিতেন সেই মত কার্য্য করিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মোকদ্দমাতে সমস্ত কাগজ ও কমিস্যনরসাহেবের লেখা মত দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ মোকদ্দমাতে নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওয়া কিম্বা মোকদ্দমার মোতালক কোন কথা নিশ্চয় বোধহওনের হেতু কথা কমিস্যনরসাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা আছে যে কমিস্যনরসাহেবদিগকে



যখন

মখন যে হুকুম দেওয়া বিহিত তাহা দেন্ ও ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের যথাসাধ্য নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করিয়া তাহা যেং বেওরা কথার তলব হয় তাহার সহিত ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যদি কমিস্যনরসাহেবেরা উপরের লিখিতমতে কেবল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তাবেতে মোকরর হন তবে তাঁহারা আপনারদিগের প্রাপ্ত ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যে বিষয়ের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনে কিম্বা অন্য আইনে স্পষ্ট কোন হুকুম লেখা না থাকে সে বিষয়ের কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম লইতে পারিবেন ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হইবেক যে তাহাতে ছোট বড় সমস্ত লোকের হক্ বজায় থাকে এবং আদালত ও ইনসাফের কিছুমাত্র অন্যমত না হয় এবং কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে তাঁহারদিগের কোন বিষয়ে এমত কোন সন্দেহ জন্মে যে তাহা মিটিবার নিমিত্তে নূতন আইন নির্দ্দিষ্টহওন আবশ্যক বোধ হয় তবে এ নিমিত্তে এক আইনের মুসাবিদা তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ যে দৃষ্টি ও বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা জারীহওনের অর্থে নাতক্ হুকুম ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে হয় ইতি।

কমিস্যনরসাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম লইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

জানান যাইতেছে যে যদি এক্ষণকার চলিত কোন আইনের কি ইহার পরে যে কোন আইন চলন হইবেক তাহার লিখিত কোন নিয়মের তাৎপর্য্য বুঝিতে কমিস্যনরসাহেবদিগের মনে কিছু সন্দেহ জন্মে তবে সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত যে কথাতে সন্দেহ হইয়া থাকে তাহা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দিবেন যে ঐ সাহেবেরা তহকীক তদন্ত করিয়া তাহার যে তাৎপর্য্য স্থির করেন্ কমিস্যনরসাহেবেরা তদনুরূপ কার্য্য করেন্ ইতি।

কমিস্যনরসাহেবদিগের কোন আইনে কিছু সন্দেহ হইলে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি লইবার ও ঐ সাহেবেরা যাহা স্থির করেন্ তাহার মত কার্য্য করিবার কথা।

৬ ধারা।

যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত হুকুম হয় যে এই আইনের লিখিত নিয়মমতে যে কমিস্যনরসাহেব মোকরর হন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকিবেন না তবে এমতে দুই সাহেবহইতে কম কমিস্যনরী কর্ম্মে মোকরর হইবেন না ও সেই দুই সাহেবের এক

দুই সাহেবের কম কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইবার ও সেই দুই সাহেবের এক সাহেব আদালতের সাহেবদিগের মধ্যহইতে হইবার কথা।

এক সাহেব সাধ্যমতে আদালতের কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্যহইতে নির্ব্বাচিত হইবেন ইতি।

Vol. VI. 132.

সমাপ্ত।

A True Translation,
W. H. MACNAGHTEN,
*Acting Translator of the Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ৯ নবম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৫ আইন রদ ও রহিত হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ২২ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২৪ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৯ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ৭ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক জিলা মেদিনীপুরের মোতালক বগড়ী পরগনার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত ও সেখানকার বসিয়া লোকেরা সুস্থির ও স্বচ্ছন্দ হইল ও ঐ পরগনার যে সকল দুঁদ্যা ও বজ্জাৎ লোকেরা লোকদিগকে দৌরাত্ম্য ও নিষ্পীড়ন করিয়া দুঃখ ও ক্লেশ দিত তাহারদিগের মধ্যে অনেক২ লোক ধরা পড়িয়া তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে ও নিজামৎ আদালতে রুবকার হইয়া আপন২ কৃত কর্ম্মের প্রতিফলে যথাযোগ্য শাস্তি পাইল ও ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৫ আইন জারীকরণেতে সরকারের যে তাৎপর্য্য ছিল তাহা সিদ্ধ হইল ও ঐ পরগনার সরহদ্দেতে চলিত সমস্ত আইনের লিখিত হুকুম জারীহওয়া মৌকুফ রাখণের যে আবশ্যকতা ছিল তাহা রহিত হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৮১৫ সালের ৫ আইন রদ হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৫ আইন এক্ষণে রদ ও রহিত হইল ইতি।



সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION.

W. H. MACNAGHTEN,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

দত্ত ও জয়করা দেশেতে ও সুবে বেহারে ও বারাণসদেশেতে ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও ঐ পরগনার মোতালক অন্যং পরগনাতে পাটওয়ারিগিরী ভার বিলক্ষণরূপে নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত বৈস্‌প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ১২ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ১৫ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ৩০ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১৫ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ২৮ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এক্ষণকার চলিত আইন কোনং স্থানে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় নাহি ও ইহাতে ভূমির অংশাংশিহওনে ও ঐ সকল অংশেতে সরকারের রাজস্বের ধার্য্যহওনেতে ও রাজস্বের মোতালক সরাসরী মোকদ্দমাওগয়রহ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হওনে ও ভূমি ও গ্রামসকলের সীমাসরহদ্দ নিরূপণের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনেতে ও ভূমিতে দখল পাওন ও হক হওনের বিষয়ে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর লিখিত হুকুমমত কার্য্যহওনেতে অনেক বাধা ও বিলম্ব হইতেছে অতএব এই সকল বিষয়ের দৃষ্টে পাটওয়ারী লোকের ভার শুধরিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে ও যেহেতুক এই মতলব পরগনার কানুনগো। সিরিশ্‌তা মোকরর হইলে হাসিল হইতে পারে অতএব ইহা উপযুক্ত বুঝা যাইতেছে যে যে সকল স্থানেতে পূর্ব্বহইতে কানুনগোলোক মোকরর থাকে কিম্বা যেং স্থানেতে নূতন করিয়া ঐ ভাবের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করা যায় কেবল সেইসকল স্থানেতে এই আইনানুসারে জারিহওয়া দাঁড়াসকল চলে একারণ শ্রীযুত বৈস্‌প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া দত্ত ও জয়করা দেশ ও সুবে বেহার ও বারাণস দেশে ও জিলা কটকে ও পরগনা পটাস্‌পুরে ও ঐ পরগনার মোতালক অন্যং পরগনাতে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

কোনং স্থানে পাটওয়ারিরা মোকররহওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া চলিত কোনং আইন

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৯ আইন ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৪ প্রকরণের ও



১৮০০

ও ধারা ও কথা রদহও নের কথা।

১৮০০ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ৮ ধারার লিখিত যেং কথা পাটওয়ারিদিগের ভার নিরূপণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা ঐ সকল স্থানের সম্বন্ধে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

মালের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরহইতে অন্য হুকুম না হইলে প্রতিগ্রামে একং জন পাটওয়ারী মোকরর করণের কথা।

খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় কিম্বা খাজানা মোকররকরণের উপযুক্ত প্রতিগ্রামে একং জন করিয়া পাটওয়ারি নিযুক্ত করা যাইবেক কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন যে অন্য সাহেবেরা তাঁহারা প্রত্যেক স্থানের পূর্ব্বের চলিত দাঁড়ার ও তাঁহারদিগের বিবেচনাতে যে বিশিষ্ট হেতু ঠাহরে তাহার দৃষ্টে দুই কি তাহাহইতে অধিক গ্রামের পাটওয়ারিগিরী ভারে এক জনকে কিম্বা এক গ্রামের ঐ ভারে দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জনকে মোকরর করিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

মোকররথাকা পাটওয়ারিলোক বহাল থাকিবার ও তাহারদিগের তগীরহওনের নির্ভর নীচের লিখিত নিয়মেতে থাকিবার কথা।

জমীদারেরা কালেক্টরসাহেবদিগকে নিরূপিত সময়ে গ্রামের ও তাহাতে মোকররথাকা পাটওয়ারিলোকেরনাম লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

যে সকল লোকেরা পূর্ব্বহইতে পাটওয়ারিগিরী ভারে মোকরর আছে এক্ষণেও তাহারা ঐ ভারে বহাল ও বরকরার থাকিবেক ও তাহারদিগের তগীরহওনের নির্ভর নীচের লিখিত নিয়মের প্রতি থাকিবেক ও খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় গ্রাম কিম্বা গ্রামের সমস্ত জমীদার ও অন্য অধিকারিদিগের এবং সদরী ইজারদারদিগের আবশ্যক যে এই আইন জারীহওনের পর ৩ তিন মাসের মধ্যে গ্রাম কি গ্রামসকলের ইসমনবিসী সেই গ্রাম কি গ্রামের পাটওয়ারিলোকের ইসমনবিসীসহিত লিখিয়া জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

৫ ধারা।

যেখানে পাটওয়ারি মোকরর না থাকে সেখানে মোকররকরণের বিষয়ে জমীদার ও ভূমির অন্য অধিকারিদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় কোন কিম্বা কোনং গ্রামে এক্ষণে কোন জন পাটওয়ারিগিরী ভারে মোকরর না থাকে তবে সেই গ্রাম কি গ্রামের জমীদার কিম্বা সদরী ইজারদারের আবশ্যক যে সেই গ্রাম কি গ্রামের পাটওয়ারিগিরী ভারে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে মোকরর করিয়া তাহার এত্তেলা এই আইন জারীহওনের পর ৩ তিন মাসের মধ্যে কালেক্টরসাহেবকে দেয় ইতি।

৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা পাটওয়ারিদিগের রেজিষ্টরী বহী তৈয়ার করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের আবশ্যক যে অতিত্বরাতে আপনং জিলাতে মোকররহওয়া সমস্ত পাটওয়ারিদিগের রেজিষ্টরী বহী অর্থাৎ তফসীলওয়ারী ইসমনবিসীর ফর্দ্দ তৈয়ার করেন ও যে গ্রামে কি যেং গ্রামে পাটওয়ারিরা মোকরর হয় সে গ্রাম কি সেং গ্রামের নাম ঐ বহীতে লিখেন ইতি।



৭ ধারা।

৭ ধারা।

যদি কোন স্থানে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্ম খালী হয় তবে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদারের বিবেচনাক্রমে সেই স্থানের ঐ কর্ম্মে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তিই বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক কিন্তু ঐ জমীদার ইত্যাদির আবশ্যক যে ঐ কর্ম্ম খালী হইলে পর এক মাসের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে মোকরর করিয়া তাহার এত্তেলা কালেক্টরসাহেবকে দেয় ও জানা কর্ত্তব্য যে খালী হওয়া পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে কোন ব্যক্তিকে মোকররকরণের বিষয়ে জমীদার ও ভূমির অধিকারী ও সদরী ইজারদারের আবশ্যক যে গ্রামের পূর্ব্বের চলিত দাঁড়াতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে ও কালেক্টরসাহেবের বিনাঅনুমতিতে কোন প্রকারে তাহার অন্যমত না করে ও কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই দাঁড়ামতে কার্য্যকরণেতে কোন হানি না হয় এমত সাবধান ও মনোযোগী হন বিশেষতঃ পাটওয়ারীলোক মোকররকরণের বিষয়ে যাহাতে অংশাংশ না হওয়া এজমালী ভূমির ক্ষুদ্র২ পটীদার ও হিস্যাদারলোকের ও তাহারদিগের তাবে আমলদারলোকের ও আর২ ভূমির কটকিনাদারদিগের ওয়াজিবী হক যাহাতে বজায় রহে তাহা আপনারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য জানেন ইতি।

কোন পাটওয়ারীগিরী কর্ম্ম খালী হইলে তাহাতে জমীদারের তরফহইতে যে মোকরর হয় সেই বহাল থাকিবার কথা।

এক মাসের মধ্যে পাটওয়ারী মোকরর হইবার কথা।

পাটওয়ারীলোককে মোকররকরণেতে জমীদার আদির যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

পাটওয়ারীরা মোকররহওনের কথাসম্বলিত ইসমনবিসীর যে ফর্দ্দ তৈয়ার করিবার হুকুম উপরের ধারাতে লেখা গিয়াছে তাহা পঁহুছিলে পর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে মোকররহওয়া যে ব্যক্তির নালায়েকী অর্থাৎ অযোগ্যতা কোন বিশিষ্টপ্রকার ও মাতবর হেতুতে তাঁহার নিকট সাবুদ না হয় সে ব্যক্তির নাম আপন জিলার পাটওয়ারীদিগের রেজিষ্টরী বহীতে লিখেন ও যদি ঐ ব্যক্তি ঐ কর্ম্মের অযোগ্য জানা যায় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন নামঞ্জুরীর যে২ হেতু তাহা লিখিয়া আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা কমিস্যনরসাহেব বিবেচনাকরণের পরে যদি উচিত বুঝেন্ তবে অন্য ব্যক্তি মোকরর করিবার নিমিত্তে জমীদার কি সদরী ইজারদারের নামে হুকুম দিবেন নতুবা যে হুকুম উপযুক্ত ও বিহিত বুঝেন্ তাহা দিবেন ইতি।

পাটওয়ারীলোকের ইসমনবিসী পঁহুছিলে কালেক্টর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৯ ধারা।

যদি বিভাগ না হওয়া সাধারণ ভূমির মালিক অর্থাৎ অধিকারীরা সরকারের মালগুজারীকরণের ভার আপন২ শিরে লয় তবে সাধারণে ও পৃথক্২ রূপে তাহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে এই আইনের ৪ ধারার নিরূপিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ও এই

অংশাংশ না হওয়া সাধারণ ভূমিতে মোকররহওয়া পাটওয়ারীদিগের বিষয়ের কএক দাঁড়ার কথা।

এই আইনের ৫ ও ৭ ধারার লিখনমতে পাটওয়ারী মোকররকরণের খবর কালেক টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় ও এই নিয়মমত কার্য্য না হইলে তাহার যে মাতবর ওজর থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবকে জানায় ইতি।

১০ ধারা।

খাস তহসীলের ভূমিতে পাটওয়ারী মোকরর করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে খাস তহসীলের ভূমিতে ও কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমের তাবে থাকা ভূমিতে আপনার বিবেচনাক্রমে কোন জনকে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে মোকরর করেন ইতি।

১১ ধারা।

ভুলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে নিরূপিত নিয়মমতাচরণ না করিলে জরীমানা করিবার কথা।

যদি কোন জমীদার কিম্বা ভূমির অন্য মালিক অর্থাৎ অধিকারী কি সদরী ইজারদার ৪ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ঐ ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইতে ও ৫ ও ৭ ধারার লিখিত প্রকারেতে ঐ২ ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাটওয়ারী মোকররকরণেতে ভুলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে গাফিলী করে ও এ গাফিলীর ও হুকুমনামাতে কার্য্য নাহওনের মাতবর ওজর জাহির না করে তবে এলাকা বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে কালেক্টরসাহেব তাহারদিগের স্থানে যাবৎ ঐ কর্ম্মেতে কোন জন মোকরর না হয় তাবৎ দররোজা জরীমানা লইতে পারিবেন ও এমত অনুমতি পাইলে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে আপন বিবেচনামতে কোন মাতবর ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে মোকরর করেন ইতি।

১২ ধারা।

জমীদারেরা কোন পাটওয়ারীকে তগীর করিতে চাহিলে তাহারদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন জমীদার কি সদরী ইজারদার কোন পাটওয়ারীকে পাটওয়ারীগিরী ভারহইতে তগীরকরণের ইচ্ছা করে তবে তাহার আপন নামঞ্জুরীর যে২ হেতু তাহা জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে বিবরিয়া কহিতে হইবেক যদি ঐ২ হেতু ঐ সাহেব বিশিষ্ট ও মাতবর জানেন তবে তাঁহার হজুরহইতে ও তাঁহার ইচ্ছামতে সেই পাটওয়ারীর তগীরহওনের হুকুম হইবেক নতুবা নয় ইতি।

১৩ ধারা।

বিনা অনুমতিতে পাটওয়ারী তগীর করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী অথবা সদরী ইজারদার উপরের ধারার লিখনমতে কালেক্টরসাহেবের অনুমতি না লইয়া কোন পাটওয়ারীকে তাহার কর্ম্মহইতে তগীর করে তবে এমত অপরাধের শাস্তির নিমিত্তে প্রথম বারে তাহার স্থানে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা লওয়া যাইবেক ও বারান্তরে ১০০ একশত টাকা তাহার স্থানে জরীমানা লওয়া যাইবেক ও যদি ঐ তগীর করা



কালেক্টরসাহেবের

কালেক্টরসাহেবের হুজুরে তজবীজের দ্বারা আদালত ও ইনসাফের অন্য মত ও অন্য কারণ জানা যায় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ পাটওয়ারী যাবৎ বহাল না হয় তাবৎ জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদারের উপর দররোজা জরীমানা দেওনের হুকুম দেন্ ও ঐ হুকুম জারীহওনের নির্ভর কেবল বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের অথবা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিতে থাকিবেক ইতি।

### ১৪ ধারা।

কটকিনাদারেরা দরখাস্ত করিলে ও তাহার লিখিত হেতু মাতবর হইলে পাটওয়ারীদিগ্কে তগীর করা উচিত হইবার কথা।

যদি গ্রামের ক্ষুদ্র পটীদার কি প্রজা কিম্বা কটকিনাদারলোক কোন পাটওয়ারীকে তগীর করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করে তবে কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে ঐ দরখাস্তেতে যে হেতু লেখা থাকে তাহা মাতবর হইলে ঐ পাটওয়ারীর তগীরহওনের হুকুম দিয়া তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে মোকরর করিবার নিমিত্তে জমীদার কি অন্য অধিকারী কি সদরী ইজারদারের উপর হুকুম দেন্ ইতি।

### ১৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা কোন পাটওয়ারীকে তগীরকরণের মনস্থ করিলে তাহারদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় কোন পাটওয়ারী গাফিলীকরণহেতুক কি অন্য বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য জানা যায় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার তগিরীর যে২ হেতু থাকে তাহা আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহার বহালীর কি তগীরীর যাহার উপযুক্ত হয় তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

### ১৬ ধারা।

পাটওয়ারীলোকের কার্য্যের প্রকরণের নিরূপণকরণের কথা।

পাটওয়ারীদিগের নীচের লিখিত নিয়মের মত কার্য্যকরণেতে অতিসচেষ্ট হইতে হইবেক ইতি।

### তফসীল।

১ প্রথম।—পাটওয়ারীলোকের কর্ত্তব্য যে আপন২ এলাকার গ্রাম কি গ্রামের রেজিষ্টরী বহী ও হিসাবী কাগজপত্র মামুলমতে কিম্বা অন্য যে প্রকারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব হুকুম করেন্ সেই প্রকারে আর যে২ রেজিষ্টরী বহী ও



হিসাবী

হিসাবী কাগজপত্র রাখিবার হুকুম ঐ কোন সাহেবদিগের কি সাহেবের তরফহই তে হয় তাহার সহিত রাখে ইতি।

২ দ্বিতীয়।—পাটওয়ারীদিগের কর্ত্তব্য যে ছয়২ মাস অন্তর ফসল খরীফ ও ফসল রবীর এতাবতা ঐ ছয়২ মাসের উৎপন্নের তফসীল ও বেওরাসম্বলিত ঐ সকল হিসাবী কাগজপত্রের পুরা নকল প্রস্তুত করিয়া পরগনার কানুনগোর নিকটে দেয় ইতি।

৩ তৃতীয়।—পাটওয়ারীদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা যেং কর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকে ও করিতে মোকরর আছে সে সমস্ত কর্ম্মকার্য্য করে ইতি।

১৭ ধারা।

মালের কার্য্যের মোখ্তারকারসাহেবেরা পাটওয়ারীদিগের কাগজ পাঠান যাইবার ও তাহাতে জিগির দিবার প্রকরণ ঠাহরাইয়া দিবার কথা।

কানুনগোলোক পাটওয়ারীদিগের স্থানে হিসাবী কাগজপত্র পাইলে তাহা দফ্তরের জিগির দিয়া যেরূপ বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনর সাহেব ঠাহরাইয়া দেন্ সেইরূপে তাহারদিগের দরপেশ করিতে ও কালেক্টরসাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

পাটওয়ারীলোকের মেহনতানা পাওনের ও কোনং স্থানেতে তাহারদিগের মাহিয়ানা মোকরর হইবার মতের কথা।

এক্ষণে পাটওয়ারীলোকেরা আপনারদিগের মেহনতানার অর্থে নগদে কি শস্যে কিম্বা ভূমিতে কি দস্তুরমত অন্য যে রূপেতে মুশাহেরা অর্থাৎ মাহিয়ানা পাইতেছে উত্তর কালেও সেইরূপে আপনারদিগের মেহনতানার অর্থে মাহিয়ানা পাইবেক কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের জিলার পরগনাতে কি অন্যং কিস্মতেতে পাটওয়ারীলোক যে প্রকারেতে মাহিয়ানা পাইয়া থাকে ইহা জানিয়া ও তাহার হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করিয়া আপনং প্রস্তুতকরা কাগজ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবেরা রাখেন তাঁহারদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবের কাগজ পঁহুছিলে পর ঐ সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের অনুমতি লইয়া বিশিষ্টহেতু পাইলে পাটওয়ারীলোকের মেহনতানা বাড়াইতে কি কমাইতে অথবা তাহারদিগের মেহনতানার প্রকার শুধরিতে ও ফেরফার করিতে পারিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

পাটওয়ারী এক্ষণে যেখানে মোকরর না থাকে সেখানে মোকরর হইলে তাহার মেহনতানার সংখ্যা নিরূপণহওন ও

এই আইনের লিখিত নিয়মের মতে কোন জন যে স্থানেতে ইহার পূর্ব্বে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মে কেহ মোকরর না থাকে সেই স্থানে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইলে তাহার মেহনতানার পরিমাণের ও তাহা দেওয়া যাইবার প্রকারের নিরূপণ সে



স্থানের

স্থানের আশপাশের গ্রামের রীতি ও রেওয়াজের দৃষ্টে কালেক্টরসাহেবের বিবেচনাক্রমে হইবেক ইতি।

দেওয়া যাওনের মতের কথা।

২০ ধারা।

পূর্ব্বহইতে যে২ ব্যক্তির শিরে পাটওয়ারীলোকের মেহনতানার দিবার দায় থাকে তাহারা কিম্বা যে সকল ব্যক্তির নামে কালেক্টরসাহেব কিম্বা মালের কার্য্য ভারাক্রান্ত অন্য যে সাহেব পাটওয়ারীদিগের মেহনতানার নিরূপণ করিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহার হুজুরহইতে তাহা দিবার হুকুম হইয়া থাকে তাহারা যদি পাটওয়ারী লোককে মামুলী কিম্বা নিরূপণ করা মেহনতানা না দেয় তবে সেই পাটওয়ারী লোক ঐ২ ব্যক্তির নামে আপন২ হক্ পাইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নিকটে নালিশ করিতে পারিবেক ও ঐ সাহেব মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের তজবীজ করিয়া গ্রামের রীতি ও রেওয়াজের মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন এবং কালেক্টর সহেব পাটওয়ারীর পাওনা টাকা সেই ব্যক্তির স্থানে জবরী করিয়া দেওয়াইয়া দিতে আর ঐ ব্যক্তির অবস্থা ও শক্তিমতে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করিতে পারিবেন ইতি।

পাটওয়ারীরা মোকররহওয়া মেহনতানা না পাইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যে ব্যক্তি ঐ মেহনতানা না দিয়া থাকে তাহার স্থানে কালেক্টরসাহেব জবরী করিয়া দেওয়াইতে ও তাহার জরীমানা করিতে পারিবার কথা।

২১ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের নির্ভর স্থানের রীতি ও রেওয়াজের প্রতি থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমাতে কালেক্টরসাহেব ঐ রীতি ও রেওয়াজের বিষয়ে পরগনার কানুনগো লোকের পাঠান দস্তখতী রিপোর্ট সকল সেই২ মোকদ্দমার আসল কাগজের শামিলে রাখাইবেন ইতি।

পরগনার কানুনগোরা তথাকার দস্তুর ও রেওয়াজের রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।

২২ ধারা।

যদি পাটওয়ারীগিরী কার্য্যের মোতালক কোন মোকদ্দমার তহকীকের নিমিত্তে পাটওয়ারীদিগকে হাজিরকরণের আবশ্যক হয় তবে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব আপন জিলার মোতালক যে গ্রাম কিম্বা যে২ গ্রামের পাটওয়ারীর প্রয়োজন হয় তাহারদিগকে তলব করিতে ও তাহারদিগের প্রতি যে গ্রাম কি যে২ গ্রামের হিসাবী কাগজ রাখিবার ভার থাকে সেই কি সেই২ গ্রামের জমীনের ও উৎপন্নের ও রাজস্বের ও উসুলের ও আখরাজাতের বাবৎ হিসাবী সমস্ত কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে লইতে পারিবেন ও ঐ সকল হিসাবী কাগজের সাচাইর নিমিত্তে অথবা ঐ সকল কাগজের মোতালক কোন মোকদ্দমার বিষয়ে কিম্বা ঐ পাটওয়ারীর মোতালক গ্রাম কি গ্রামের জমীনের কি উৎপন্নের কিম্বা রাজস্বের কি উসুলের অথবা আখরাজাতের বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসাকরণের প্রয়োজন হয় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগকে হলফ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যদি এই২ প্রয়োজনের

আবশ্যক হইলে পাটওয়ারী লোককে আনাইতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

কাগজের সাচাইর নিমিত্তে হলফ্ করাইতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ নিমিত্তে পরওয়ানা জারীকরণের মত নিরূপণের কথা।



নিমিত্তে

নিমিত্তে ঐ সাহেবের কোন পাটওয়ারীর তলব করিতে হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ পাটওয়ারীর নামে তাহার হাজির হইবার কারণের কথা ও কোন কাগজের প্রয়োজন হইলে তাহা সঙ্গে আনিবার কথাসম্বলিত মোহর ও আপন দস্তখৎযুক্তে এক পরওয়ানা পাঠাইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

পাটওয়ারী লোকের কাগজ জবরী করিয়া লইতে কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

যদি কোন পাটওয়ারী কালেক্টরসাহেব তলব করিলে আপন আসল কাগজপত্র ভূলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে দরপেশ না করে কিম্বা তাহার সাচাইর সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে কালেক্টরসাহেব ঐ পাটওয়ারীকে গ্রেফ্তার করিয়া তাহার পক্ষে কাগজ যাবৎ না দেয় তাবৎ ও না দেওনমতে যাবৎ তাহার মাতবরহেতু না কহে তাবৎ জিলার দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকনের হুকুম দিতে পারিবেন ও এপ্রকার উপস্থিত হইলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ পাটওয়ারীকে তাহার বিষয়ে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাসম্বলিত আপনার করা রুবকারীসহিত জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও জজসাহেবের আবশ্যক যে কালেকটরসাহেবের রুবকারীর লিখিত হুকুমমতে ঐ পাটওয়ারীকে দেওয়ানী জেলখানাতে সোপর্দ্দ করেন ও যাবৎ তলবহওয়া কাগজ দরপেশ না করে কিম্বা কালেক্টরসাহেব তাহার খালাসীর নিমিত্তে না লিখেন তাবৎ কয়েদ রাখেন ইতি।

এমত প্রকার সকলে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৪ ধারা।

আদালতের সাহেবের তলবমতে সমস্ত পাটওয়ারীদিগের কাগজ দরপেশ করিতে হইবার কথা।

পাটওয়ারীদিগেরো আবশ্যক যে গ্রাম কি গ্রামসকলের জমীর ও উৎপন্নের ও রাজস্বের ও আখরাজাতের বাবৎ হিসাবী যে সমস্ত কাগজপত্র তাহারদিগের রাখিতে হয় তাহা কোন আদালতহইতে তলব হইলে দরপেশ করিয়া দেয় ও ঐ সকল কাগজপত্রের বিষয়ে তাহারদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার উপযুক্ত ও যথার্থ জওয়াব দেয় ও যদি কোন মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে সেই আদালতের জজসাহেবের হজুরহইতে তাহারদিগের স্থানে ঐ হিসাবের কাগজপত্রের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় কিম্বা আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা কি বিবাদের নিষ্পত্তি সহজে হইবার নিমিত্তে কোন পাটওয়ারীর হাজির হইবার হুকুম হয় ও ঐ পাটওয়ারী ভূলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল কাগজসমেত আপনি হাজির না হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ পাটওয়ারী যাবৎ কাগজ দরপেশ না করে তাবৎ ও না দেওনমতে যাবৎ তাহার বিশিষ্ট হেতু না জানায় তাবৎ তাহার শক্ত কয়েদ থাকনের হুকুম দেন ইতি।

পাটওয়ারীরা ভূলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে কাগজসমেত হাজির না হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২৫ ধারা।

গ্রামের কাগজ দেখিবার নিমিত্তে পাঠান কা

যদি ভূমির মালগুজরীর কালেক্টরসহেবদিগের কোন গ্রামে কি কোন২ গ্রামের কা



গজপত্র

গজপত্র দেখিবার নিমিত্তে আর কোন কার্য্যকারককে পাঠান উপযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পাটওয়ারীদিগের নামে ঐ কার্য্যকারকের নিকটে হাজির হইবার হুকুম দেন্ এবং কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে যে পাটওয়ারীকে হলফ করাইতে হইবেক তাহার নামসম্বলিত এক কমিস্যন অর্থাৎ হুকুমনামা ঐ কার্য্যকারককে দেন্ যে যে পাটওয়ারীর কাগজ দেখিতে হইবেক তাহাকে ঐ কার্য্যকারক ঐ হুকুমনামামতে হলফ করাইতে পারে ও যদি কোন পাটওয়ারী কালেকটরসাহেবের নিকটহইতে উপরের লিখিত হুকুম গেলে পর কাগজপত্রসমেত ঐ কার্য্যকারকের নিকটে ভুলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে হাজির না হয় ও তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয় তবে এমতে কালেকটরসাহেবকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ পাটওয়ারী তাঁহার নিকটে না হাজির হইলে ও সাক্ষ্য না দিলে তাহাকে শাস্তি দেওনার্থে যে মতাচরণ করিতেন এমতেও শাস্তি দেওনার্থে সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।

র্য্যকারকদিগের নিকটে পাটওয়ারীলোককে হাজির করাইতে কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

পাটওয়ারীকে হলফ্ করাইবার নিমিত্তে কমিস্যন অর্থাৎ হুকুমনামা দিবার কথা।

পাটওয়ারীরা কালেক্টরসাহেবের পাঠান কার্য্যকারকের নিকট ভুল কি ইচ্ছাক্রমে হাজির না হইলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

২৬ ধারা।

যদি কোন পাটওয়ারী কালেক্টরসাহেবের হজুরে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে ক্ষমতা পায় তাহার হজুরে হাজির হইয়া আপন এলাকার গ্রাম কি গ্রামসকলের জমীর ও উৎপন্নের ও রাজস্বের ও আখরাজাতের কাগজপত্রের বিষয়ে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দেওনেতে আপন গরজের নিমিত্তে ও জানিয়া শুনিয়া অযথার্থ কহে তবে ঐ পাটওয়ারী মিথ্যা হলফ করণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে তাহার মোকদ্দমার তজবীজ হইয়া ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে পর এমত অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি এক্ষণকার চলিত আইনেতে নিরূপণ হইয়াছে কিম্বা উত্তরকালে হয় সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ও যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে ঐ পাটওয়ারীর মিথ্যা হলফকরণের হেতু হয় তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা হলফকরণের প্রবৃত্তি দেওনিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি এক্ষণকার চলিত আইনেতে নিরূপণ হইয়াছে কি উত্তরকালে হয় সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ইতি।

পাটওয়ারীরা হলফ করিয়া ইচ্ছাক্রমে কি গরজের নিমিত্তে অযথার্থ জোবানবন্দী লেখাইলে মিথ্যা হলফকরণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবার ও দায়েরসায়েরী আদালতে অপরাধ সাবুদ হইলে নিরূপিত শাস্তি পাইবার কথা।

কোন ব্যক্তি পাটওয়ারীর মিথ্যা হলফ করণের হেতু হইয়া থাকিলে সে প্রবৃত্তি দেওনিয়াদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া শাস্তি পাইবার কথা।

২৭ ধারা।

যদি কোন পাটওয়ারী আপন এলাকার গ্রামের কার্য্যের তবদীল অর্থাৎ ফেরফার করে কিম্বা আপন গরজের নিমিত্তে তাহাতে কিছু আপন তরফহইতে বানায় অথবা তাহাতে যথার্থের অন্যমত কিম্বা কিছু কমবেশ করিয়া লিখে ও ঐ অযথার্থ ও কারসাজীর ও ফেরফার করা কাগজ কানুনগোর কিম্বা কালেকটরসাহেবের নিকট দাখিল করে তবে সে পাটওয়ারী জাল কাগজ করণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে তাহার ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ

পাটওয়ারীরা গ্রামের কাগজে অযথার্থ লিখিলে কি তাহা ফেরফার করিলে জালসাজীর নিমিত্তে নিরূপণহওয়া শাস্তি পাইবার কথা।

ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি এক্ষণকার চলিত আইনেতে নিরূপণ হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ও কোন ব্যক্তি ঐ জালসাজীর হেতু হইয়া থাকিলে সে ব্যক্তি ও স্বয়ং জাল কাগজকরণিয়ারা যে শাস্তি পাইতে পারে সেই শাস্তি পাইতে পারিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

চলিত আইনের যে২ নিয়ম এই আইনানুসারে মাফ রদ কি বদল করা কি শুধরা না গিয়া থাকে তাহা জারী থাকিবার কথা।

চলিত আইনের লিখিত যে সকল নিয়মানুসারে এমত হুকুম আছে যে সকল ভূমি বিক্রয় হইয়াছে তাহার কিম্বা যে সকল ভূমি বিক্রয় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহার অধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অংশাংশিহওয়া কি ক্রোক্ হওয়া ভূমি সকলের অধিকারী কি ইজারদারদিগের কালেক্টরসাহেবের হজুরে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের পাঠান কার্য্যকারকের নিকটে ঐ সকল ভূমির কাগজ সকলসমেত হাজিরহইতে হইবেক এবং ঐ সকল অধিকারী ও ইজারদারলোকের ও তাহারদিগের কার্য্যকারকলোকের ঐ সকল কাগজের দুরস্তির ও সাচাইর জওয়াব দিতে হইবেক সে সমস্ত নিয়ম এই আইনানুসারে স্পষ্টক্রমে রদ কি পরিবর্ত্ত করা অথবা শুধরা গিয়া না থাকিলে এক্ষণেও জারী ও চলন হইতে থাকিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যে সকল ভূমি নীলাম কি হস্তান্তর কি অংশাংশ হয় তাহার মালিকদিগের মুল্কী কার্য্যকারকদিগকে হাজির করাইতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

তাহারদিগকে হলফ করাইয়া ঐ সকল ভূমির কাগজের বিষয়ে জোবানবন্দী করিয়া লইবার কথা।

ঐ কার্য্যকারকেরা ইচ্ছাক্রমে কি ভুলেতে কালেক্টরসাহেবের হজুরে হাজির না হইলে তাহারা যে শাস্তি পা

যদি কোন ভূমি কিম্বা ভূমির কিস্মৎ নীলামে বিক্রয় হইবার হুকুম হয় অথবা ঐ ভূমি তাহার অধিকারী কি অধিকারিদিগের সম্মতিক্রমে অন্যের হাতে যায় কিম্বা আদালতের ডিক্রীক্রমে কি তাহার অধিকারিদিগের মধ্যে এক জনের কি তাহা হইতে অধিক জনের দরখাস্তমতে বাটওয়ারা হয় অথবা ভূমি কি তাহার কিস্মৎ ক্রোক্ হয় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত২ ভূমির বন্দোবস্ত করিবার কিম্বা তাহার মোতালক কাগজপত্র হেফাজাতে রাখিবার নিমিত্তে যত প্রকার মুল্কী কার্য্যকারকলোক ঐ২ ভূমির অধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের চাকর থাকে সে সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে তলব করিতে পারিবেন ও কালেক্টরসাহেব যেমত এই আইনের ২২ ও ২৫ ধারানুসারে পাটওয়ারীদিগকে আপন হজুরে কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে হাজির করাইতে ও হলফ করাইয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করাইয়া লইতে ক্ষমতা রাখেন সেই মত ঐ সকল কাগজের সাচাইর নিমিত্তে ঐ সকল কার্য্যকারককে আপন হজুরে কি অন্যের দ্বারা হলফ করাইয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করাইয়া লইতে পারিবেন ও যদি ঐ২ কার্য্যকারকদিগকে কালেক্টরসাহেব কি তাঁহার কার্য্যকারক তলব করিলে তাঁহার কি ঐ কার্য্যকারকের নিকটে ভুলক্রমে কিম্বা ইচ্ছাক্রমে হাজির না হয় ও সাক্ষ্য না দেয় তবে এমতেও কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে পাটওয়ারী হাজির না হওনের বিষয়ে যে



প্রকার

প্রকার নিরূপণ হইয়াছে ঐ কার্য্যকারকদিগের বিষয়েও সেই প্রকার আচরণ করেন্ ইতি।

ইবেক তাহা নিরূপণের কথা।

### ৩০ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত নিয়মের যে সকল মুলকী কার্য্যকারক লোক ভূমির বন্দোবস্ত করিবার ও তাহার মোতালক কাগজপত্র হেফাজাতে রাখিবার নিমিত্তে ভূমির অধিকারী কি ইজারদারদিগের চাকর থাকে সে সমস্ত কার্য্যকারকের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সমস্ত মুলকী কার্য্যকারকদিগের সহিত ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত সমস্ত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

### ৩১ ধারা।

যদি ভূমির মালগুজারী কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ সাহেবের ক্ষমতা অন্য যে সাহেব রাখেন তাঁহার সরকারের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে এ আইনে কি অন্য২ চলিত আইনে কোন নিয়ম নিরূপণ না হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমাতে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কি ইজারদার কিম্বা গোমাস্তা অথবা জমীদার কি ইজারদারের অন্য কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারককে ঐ ভূমির কাগজপত্রসমেত হাজির করাইবার অবশ্যক হয় তবে ঐ কালেক্টরসাহেবের উচিত যে এ বিষয়ের এত্তেলা আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকারী বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগকে কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবকে দেন্ ও এমতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কি কমিস্যনর সাহেব ঐ কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কিম্বা গোমাস্তা অথবা অন্য কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারকের উপর তাহারদিগের দখলে কি জিম্মাতে থাকা ভূমির মোতালক সমস্ত কাগজপত্রসমেত হাজির হইবার হুকুম জারী করিবার অনুমতি দিবেন ইতি।

যে২ মোকদ্দমাতে এই আইনানুসারে কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি তাহাতে অধিকারী কি ইজারদারদিগকে কাগজসমেত তলব করিতে হইলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

### ৩২ ধারা।

যদি কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এমত২ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার আবশ্যক হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল ব্যক্তির নামে তাহারদিগের হাজির হইবার কারণের বয়ানও তলবী যে২ কাগজ তাহারদিগের সঙ্গে আনিতে হইবেক তাহার তফসীলসম্বলিত আপন দস্তখতী পরওয়ানা জারী করেন্ ও যদি ঐ ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টরসাহেবের পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ইচ্ছাক্রমে কি ভুলক্রমে তলবী সমস্ত হিসাব ও কাগজসমেত আপনি হাজির না হয় কিম্বা আপন কর্ম্মকর্ত্তা কি কার্য্যকারককে হাজির না করে তবে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেব আপন২ এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া যাবৎ ঐ ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের পরওয়ানার লিখনমতে কার্য্য না করে তাবৎ তাহার আহও

এমত২ প্রকারেতে কালেক্টর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

তলব হইলে ইচ্ছাক্রমে কি ভুলেতে হাজির না হইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।



য়াল

জরীমানা উসুলকরণের প্রকার নিরূপণকরণের কথা।

য়াল ও শক্তি বুঝিয়া দিনং জরীমানা দিবার হুকুম তাহার উপর দিয়া ইহার সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দিবেন যদি ঐ শ্রীযুতের হজুরে ঐ জরীমানা মঞ্জুর হয় ও বহাল থাকে তবে সরকারের বাকী টাকা যেপ্রকারে উসুল করা যায় এই জরীমানার টাকাও সেই প্রকারে উসুল করা যাইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

গ্রামের পাটওয়ারী মোকরর করা উপযুক্ত না হইলে যে নিয়মাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

যদি দেশ বাধা কি অন্য ২ বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এতাবতা দক্ষিণ পশ্চিম সীমার পাহাড়ী কি জঙ্গলা ভূমির মত কি যে সকল ক্ষুদ্র২ মহালের হিসাবী কাগজপত্র তাহার মালিক অর্থাৎ অধিকারিরা নিজে রাখে তাহার মত কোন ভূমি কি ইজারার ভূমিতে এই আইনের নিরূপিত নিয়মের মতে পাটওয়ারীলোক মোকরর করা অসম্ভব কি অনুপযুক্ত বুঝা যায় তবে এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত২ ভূমিতে এই আইনের লিখিত হুকুম জারীহওয়া মৌকুফ রাখেন কিন্তু যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি গোমাস্তা অথবা অন্য কার্য্যকারক গ্রামের হিসাবী কাগজ আপনারদিগের স্থানে রাখে তাহারদিগের উচিত যে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা ঐ কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিক্রমে যখন কালেক্টরসাহেব এমত স্থানের মোতালক হিসাবী কাগজপত্র ও অন্য২ কাগজ তাহারদিগের স্থানে তলব করেন্ তখন তাহা পরগনার কানুনগোদিগের স্থানে দেয় ও এই আইনের ২২ ও ২৩ ও ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত নিয়মো তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও সর্ব্ব প্রকারেতে অধিকারিরা কি অন্য যে সকল লোকেরা তাহারদিগের চাকরী করিতে থাকে তাহারা ২৬ ও ২৭ ধারার লিখিত হুকুমের তাবে থাকিবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

যে২ প্রকারেতে আদালতের সাহেবদিগের পাটওয়ারীদিগের নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে বারণ হইল তাহার কথা।

যদি কোন পাটওয়ারী গ্রামের অধিকারী কি ইজারদারদিগের নামে আপন মেহনতানা না পাওনের বাবৎ নালিশ আদালতে দরপেশ করে তবে সেই আদালতের জজসাহেবকে অতিনিষেধ আছে যে এমত নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি না করেন্ এবং আদালতের সাহেবদিগ্‌কে নিষেধ করা যাইতেছে যে যদি তাঁহারদিগের হজুরে কালেক্টরসাহেবের নামে এই আইনানুসারে ঐ সাহেবের হওয়া ক্ষমতাক্রমে করা কোন নিষ্পত্তির বাবৎ কোন নালিশ উপস্থিত হয় তবে এমত নালিশেরো বিচার ও নিষ্পত্তি না করেন্ ইতি।

৩৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা

কালেক্টরসাহেবের উচিত যে আপনং এলাকা বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর কি



বোর্ড

বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের হুজুরে এই আইনের ২০ ধারানুসারে দেওয়া সমস্ত হুকুমসম্বলিত মিয়াদী রিপোর্ট পাঠাইতে থাকেন ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ও কমিস্যনরসাহেব ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের হুকুম দেওনের পর কেবল ছয় মাসের মধ্যে তাহা রদ করিতে কি শুধরিতে পারিবেন ও ঐ নিরূপিত মিয়াদ গতে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

এই আইনের ২০ ধারানুসাতে দেওয়া সমস্ত হুকুমসম্বলিত মিয়াদী রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরা কি কমিস্যনরসাহেব ছয়মাসের মধ্যে এমত২ হুকুম শুধরিতে কি রদ করিতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা।

এই আইনের ২০ ধারার লিখিত নিয়মের অনুসারে কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুমমতে যত টাকা পাটওয়ারীদিগের পাওনা হয় তাহাও এই আইনের লিখিত নিয়মের মতে যত টাকা জরীমানা লওনযোগ্য হয় তাহা সরকারের বাকী উসুলকরণের মতে উসুল করা যাইবেক ও জরীমানার সমস্ত টাকা উসুল হইয়া সরকারের তহবীলে দাখিল হইবেক ইতি।

এই আইনের নিয়মমতে হওয়া হুকুমের কি জরীমানার টাকা উসুলের মতের কথা।

ঐ জরীমানার টাকা সরকারী তহবীলে দাখিল হইবার কথা।

VOL. VI. 147.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION.

P. M. WYNCH,

*Acting Translator of Regulations.*

## ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে যে সকল মহাল আছে সে সকল মহালেতে কানুনগোয়ী সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ হইবার নিমিত্তে ও ঐ জিলা ও মহালেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত নিয়মসকলের মত কার্য্য হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ২৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ১২ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৪ সালের ২৯ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৪ সালের ১৩ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮১৪ সালের ১৫ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ১২ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক পরগনা পটাসপুরে ও ঐ পরগনার মোতালক পরগনাসকলেতে কানুনগোয়ী সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ হইবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের অনুসারে কএক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে যে সকল মহাল আছে সে সকল মহালেতে ও জিলা মেদিনীপুরে ঐ সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ হওয়া ও ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত নিয়মসকল ঐ জিলা ও মহাল সকলের সহিত সম্পর্ক রাখা উপযুক্ত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের সেপ্তম্বর মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

### ২ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টরসাহেবের তাবে মহালসকলে কানুনগো মোকরর্‌ হইবার কথা।

যে প্রকারে ও যেং কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা কটকে ও পরগনা পটাসপুরে ও ঐ পরগনার মোতালক পরগনাসকলে কানুনগো লোকেরা মোকরর্‌ হইতেছে সেই প্রকারে ও সেইং কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে মহালসকলেতে ঐং স্থানের কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাক্রমে কানুনগো লোক মোকরর্‌ হইবেক ও এই আইনানুসারে জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে মহালসকলেতে ঐ আইনেতে যে সকল নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহার যাহাং ঐং স্থানের ভাবগতিকের দৃষ্টে উপযুক্ত হয় তাহা ফেরফার হইয়া সেই সমস্ত নিয়ম মতে কার্য্য হইবেক ইতি।



৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

৩ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরে ও হিজলীর কালেক্টরসাহেবের তাবে মহালসকলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত নিয়মমত কার্য্য হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনে যে সকল নিয়ম লেখা গিয়াছে জিলা মেদিনীপুরে ও যে সকল মহাল হিজলীর কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তাবে আছে সে সকল মহালেও সেই সকল নিয়মমত কার্য্য হইবেক ইতি।

Vol. VI. 150.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. H. MACNAGHTEN,

*Acting Translator of Regulations.*